শতবর্ষে
নভেম্বর বিপ্লব
অর্থনৈতিক
সাংস্কৃতিক
দর্শক

শতবর্ষে
নভেম্বর বিপ্লব

সম্পাদক ঃ
অলক দত্ত

সম্পাদক মণ্ডলী ঃ
সন্তোষ ভট্টাচার্য্য
শীলা বসাক
পবন মজুমদার
কুমুদ মণ্ডল
অদিতি চট্টোপাধ্যায়

অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক **দর্শক**
পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা

CamScanner

শতবর্ষে নভেম্বর বিপ্লব

প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী, ২০১৭

প্রকাশক ঃ ভাস্কর ঘোষ
বিদ্যাভবন পল্লী, চুঁচুড়া, হুগলী
যোগাযোগ- ৯৪৭৪১১৫৬১৩

লেজার কম্পোজিং ও মুদ্রণ ঃ
গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩

প্রচ্ছদ ঃ দীপ্ত বিশ্বাস, পার্থ চট্টোপাধ্যায়

মূল্য ঃ ৮০ টাকা

CamScanner

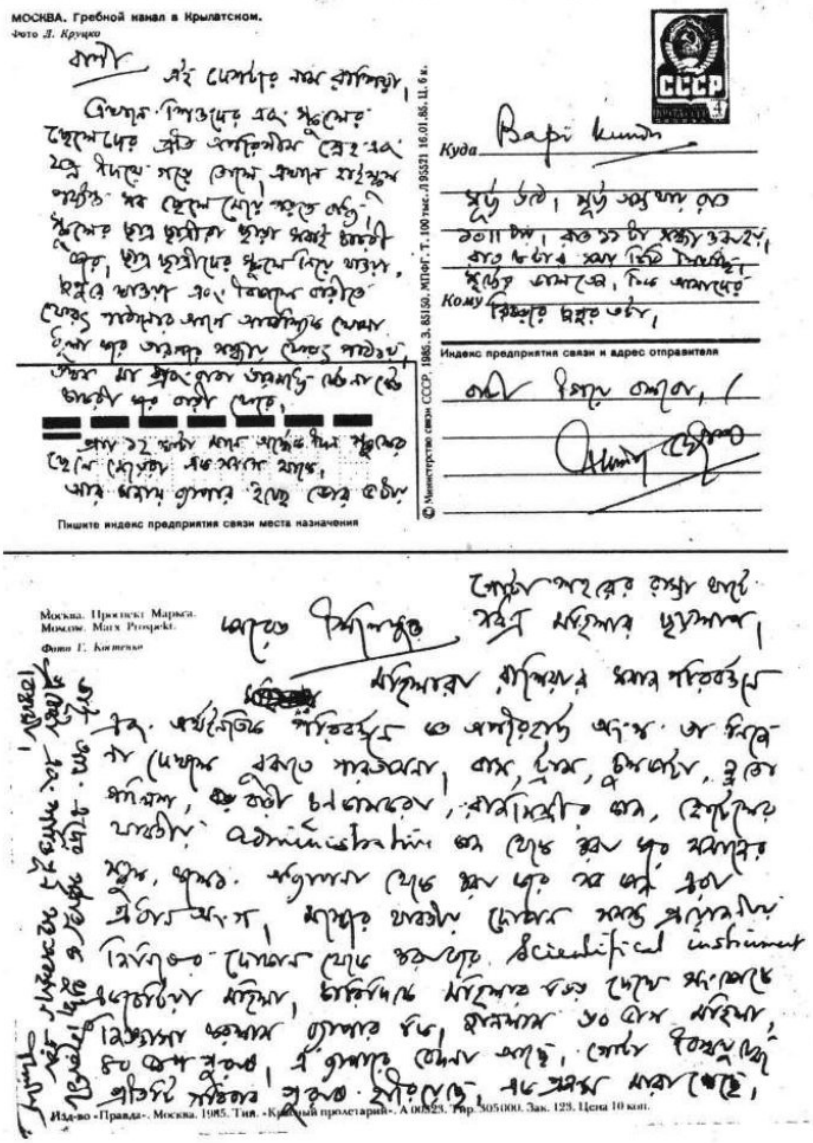

১৯৮৫ সালে ভারতের শ্রমিক প্রতিনিধি দলের সদস্য AIUTUC-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক দিলীপ ভট্টাচার্য্যের রাশিয়া থেকে তৎকালীন কমসোমল সদস্য বাপী কুণ্ডু ও AIMSS সদস্য লিলি পাল'কে পাঠানো চিঠি।

সূচিপত্র

গণবেসরকারীকরণ ও সমাজতন্ত্র-পরবর্তী মৃত্যুসঙ্কট
পূর্বতন সোভিয়েতদেশব্যাপী একটি সমীক্ষা
ডেভিড স্টাকলার, লরেন্স কিং,
মার্টিন ম্যাককি ৯

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে
সাম্রাজ্যবাদী প্রচারকদের সাতটি কল্প কাহিনী
স্টিফেন গাউল্ড ২৩

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক চিকিৎসা পৃথিবীর
অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক পরিব্যাপ্ত ও সুসংহত
স্যার আর্থার নিউজহোম,
জন অ্যাডামস্ কিংসবারী ২৮

শ্রেণী দল ও বিপ্লব সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩২

মস্কো বনাম পন্ডিচেরি শিবরাম চক্রবর্ত্তী ৪০

পতিতাবৃত্তি, যৌনরোগ ও সোভিয়েত সমাজতন্ত্র
ডি ডি কোসাম্বী ৪৫

লেনিন ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৪৮

সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞান
জে ডি বার্নাল ৫৩

লেনিনের কাছে সঙ্গীত ছিল বিনোদনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম
এমিল এম প্রিসম্যান ৫৫

রাশিয়াতে দিন কয়েক নরেশচন্দ্র রায় ৫৯

CamScanner

দুঃসাহসিক পরীক্ষা	প্রফুল্লকুমার সরকার	৬৬
সভ্যতা ও ফ্যাসিজম	বুদ্ধদেব বসু	৭৩
সোভিয়েত সভ্যতা	বিনয় ঘোষ	৭৬
রুশ-জীবনের রূপ	সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়	৮১
বাংলার চাষী	শান্তিপ্রিয় বসু	৯১
সোভিয়েত রাষ্ট্রে প্রাচীনত্বের ধারা	শত্রুঘ্ন রায়	৯৪
রাশিয়ার নৈতিক জীবন	মণীন্দ্রনারায়ণ রায়	৯৯
কেন সোশ্যালিজম চাই	অমলা দেবী	১০৩
সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে শ্রমিক জীবন	স্পেনসার উইলিয়াম	১০৭
জ্ঞানের জন্যে আনন্দের জন্যে মানবজীবনে যা-কিছু মূল্যবান সমস্ত তাদের দিতে চেয়েছে রাশিয়া	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৯
সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন	নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু	১১১
জার্মান ঘাতক বাহিনীর হাতে নিহত কমসোমল সদস্য জয়ার ডায়েরী		১১৩
চিকিৎসকদের সন্তানরাও শ্রমিকদের সন্তানদের মত উন্নত সুযোগ সুবিধার অধিকারী হয়েছে আজ	স্যার আর্থার নিউজহোম, জন অ্যাডামস্ কিংসবারী	১১৮
অনাহার ও বেকারত্বের ভয়াবহ ভীতি যা অন্যদেশের শ্রমিকদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, তা থেকে এদেশ সম্পূর্ণ মুক্ত	জওহরলাল নেহেরু	১২০

CamScanner

সোভিয়েত এশিয়ার নতুন সভ্যতা
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১২২

নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা শিবদাস ঘোষ ১২৪

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও সোভিয়েত রাশিয়া
চার্লি চ্যাপলিন ১২৬

রাশিয়া মেঘনাদ সাহা ১২৮

পড়ন্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার
আসমান জমিন পার্থক্য আমি অনেকখানি প্রত্যক্ষ করেছি
শঙ্কর সাহা ১২৯

সোভিয়েত দেশে কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থার সমাজতন্ত্রে উত্তরণ
মৃদুল দাস ১৩২

লেনিনের গ্রন্থপাঠ শীলা বসাক ১৪১

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তির
সর্বাঙ্গীন বিকাশে খেলাধূলার ভূমিকা
জিলবারম্যান ১৪৫

সৃষ্টি হচ্ছে নতুন রাশিয়া জন ডিউই ১৫৩

মানবকল্যাণে সোভিয়েতের দান ১৫৫

CamScanner

প্রকাশকের কথা

পৃথিবীর ইতিহাসে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মহালগ্ন সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের শতবর্ষের সূচনা হয়েছে। মহান লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েতের শ্রমিক শ্রেণী যে অবিস্মরণীয় কর্মকাণ্ডের স্বাক্ষর রেখেছিল তাতে সমগ্র বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষ দেখেছিল আশার আলো, দেশ বিদেশের জ্ঞান তাপস মানুষরা সমর্থন জানিয়েছিলেন। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী দস্যুদের লাগামহীন কুৎসার মধ্যে আজও সত্যান্বেষী মানুষেরা সোভিয়েতে পুঁজিবাদ প্রবর্তনের বিষময় ফল দেখে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক "দর্শক" পত্রিকার নভেম্বর বিপ্লব সংখ্যায় আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে নভেম্বর বিপ্লবের যুগান্তকারী দিকগুলো পাঠকদের সামনে উপস্থিত করার চেষ্টা সফল হলে, যে সমস্ত শ্রদ্ধেয় মানুষদের লেখা আমরা প্রকাশ করেছি তাদের প্রতি যথার্থই শ্রদ্ধা প্রদর্শন হবে ও আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সার্থক হবে।

ধন্যবাদান্তে,
দর্শক পত্রিকার পক্ষে
ভাস্কর ঘোষ

CamScanner

গণবেসরকারীকরণ ও সমাজতন্ত্র-পরবর্তী মৃত্যুসঙ্কট পূর্বতন সোভিয়েতদেশব্যাপী একটি সমীক্ষা

ডেভিড স্টাকলার, লরেন্স কিং, মার্টিন ম্যাককি

(কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশ্যাল স্টাডিজ বিভাগের পলিটিক্যাল অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স ফ্যাকাল্টি, লন্ডন স্কুল অব হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিক্যাল মেডিসিন এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সোশিওলজি বিভাগ, ক্রাইস্টচার্চের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এই গবেষণাপত্রটি বিশ্বখ্যাত ল্যানসেট পত্রিকার (www.lancet.com) অনলাইন সংস্করণে ২০০৯ সালের ১৫ জানুয়ারী প্রকাশিত হয়। এখানে তার বাংলা অনুবাদ সংক্ষেপিত ও সম্পাদিত আকারে পরিবেশিত হল।)

ভূমিকা ঃ

১৯৯০'এর দশকের গোড়ার দিক থেকে ঐ দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ইউরোপ ও মধ্যএশিয়ায় সমাজতন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে প্রত্যাবর্তন স্বাস্থ্যক্ষেত্রে এক ভয়াবহ সংকটের সৃষ্টি করে। ইউনিসেফের হিসেব অনুযায়ী সমাজের এই ব্যবস্থা-পরিবর্তনের বলি ৩০ লক্ষেরও বেশি মানুষ।[১] ইউ এন'এর ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রামের হিসেব অনুযায়ী এই সময়কালে সিস্টেম পরিবর্তনের ফলে অন্তত ১ কোটি মানুষের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।[২] এমনকি এই পরিবর্তন শুরু হওয়ার ২৫ বছর পরেও দেখা যায়, এই পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে মাত্র অর্ধেক অংশে প্রাক-পরিবর্তন গড় স্বাভাবিক জীবনব্যাপ্তিকে আবার ছুঁতে পারা সম্ভব হয়েছে।[৩] কিন্তু সত্যিই কি এই মৃত্যুমিছিল অনিবার্য ছিল?

বোধহয় না। কারণ সবক'টি দেশেই কিন্তু চিত্রটা এতটা করুণ নয়। এই

পরিবর্তনের কুফল সবচেয়ে বেশি পড়েছিল রাশিয়ার উপরে। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪'এর মধ্যে সে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনের গড় আয়ু হ্রাস পায় প্রায় ৫ বছর। কিন্তু সেই একই সময়ে ক্রোয়েশিয়া বা পোল্যান্ডের মতো দেশে দেখা যায় তা প্রায় ১ বছর বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাহলে দেশে দেশে এই একই সময়ে মৃত্যুহারের পরিবর্তনের এই ব্যাপক ফারাকের প্রকৃত কারণটা ঠিক কী?

রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে চালানো তুলনামূলক সমীক্ষার মাধ্যমে কতকগুলি নির্দিষ্ট সূচক, যেমন- কর্মপ্রাপ্তি বা তা হারানোর উপর নির্ভর করে এই সময়ে সমাজে ব্যবস্থা-পরিবর্তনের যে গতিকে চিহ্নিত করা গেছে, দেখা গেছে তা এক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে।[৪,৫] কিন্তু সরকারের অনুসৃত নীতির পরিবর্তন স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ঠিক কি প্রভাব ফেলেছিল এবং সোভিয়েতোত্তর সময়ে এই দেশগুলিতে মৃত্যুহারের সামগ্রিক চিত্রের এই বদলে তার ফল ছিল কতটা সুদূরপ্রসারী—এই নিয়ে তথ্যনিষ্ঠ গবেষণা এখনও পর্যন্ত খুব একটা হয়নি। মৃত্যুহারের এই হঠাৎ ও বিষম পরিবর্তনের একটা সম্ভাব্য কারণ, আমাদের মতে, সমাজতন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে এইসব দেশে সেই সময়ে যে অর্থনৈতিক কৌশল অনুসরণ করা হয়েছিল তার মধ্যেই লুকিয়েছিল।

সেইসময়ে পুঁজিবাদে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে দু'টি মতামত প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। মুক্তবাজার নীতির উগ্র সমর্থকরা চেয়েছিল পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই প্রত্যাবর্তন যত দ্রুত সম্ভব ততটাই হওয়া বাঞ্ছনীয়। তারা এর জন্যে যে নীতি অনুসরণ করতে চেয়েছিল তা ছিল একপ্রকার শক্ থেরাপি।[৬,৭,৮] এর প্রধান উপাদান ছিল তিনটি—জিনিসপত্রের দাম ও তার জোগানকে বাজারের হাতে ছেড়ে দিয়ে সমস্ত সম্পদকে বাজারের প্রয়োজন মতো বন্টনকে মেনে নিতে হবে, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রেখে বাজারে স্থিতিশীলতা আনার উদ্দেশ্যে এতদিন যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করা হতো সেগুলিকে প্রত্যাহার করতে হবে এবং সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগের বেসরকারীকরণ করাতে হবে যাতে ইনসেন্টিভ সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজে উদ্যোগবান্ধব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই সবক'টি নীতিকে একসাথে প্রয়োগ করা হলে দেশের সমগ্র অর্থনীতি বাজারভিত্তিক অর্থনীতির দিকে এমনভাবে মোড় নেবে যে আর সেখান থেকে ফিরে আসা সম্ভব হবে না, এই ছিল তাদের মতামত। কিন্তু এদের বিপরীতে আরেকদল অর্থনীতিবিদ ছিলেন, যাঁরা রয়েসয়ে পরিবর্তনের পক্ষে ছিলেন। এঁরা প্রাতিষ্ঠানিকতাবাদী বলেও পরিচিত ছিলেন। এঁরা চেয়েছিলেন দেশকে ধাপে ধাপে ব্যক্তিসম্পত্তি ও বাজার অর্থনীতির দিকে পরিচালিত করতে, যাতে তার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে গড়ে তোলার সময় পাওয়া সম্ভব হয়।[৯,১০]

CamScanner

আলোচ্য দেশগুলির বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই ঐ শক্ থেরাপি নীতিটিই অনুসৃত হয়। ১৯৯৪ সালের মধ্যেই রাশিয়া এই নীতি পূর্ণাঙ্গভাবে প্রয়োগ করে এবং ১৯৯০'এর দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে এই নীতির বেশিরভাগ উপাদানই প্রায় সব দেশেই প্রযুক্ত হয়। তবে বেসরকারীকরণের হারের ক্ষেত্রে দেশে দেশে এইসময়ে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।[১১]

বেসরকারীকরণের এই লাগামছাড়া গতি মৃত্যুহারকে কতটা প্রভাবিত করেছিল? এরফলে বাজারের প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে সোভিয়েত আমলের হাজার হাজার ফার্মের অপমৃত্যু ঘটেছিল এবং সাথে সাথে নতুন ফার্ম গড়ে না ওঠায় অসংখ্য মানুষ কর্মচ্যুত হয়েছিলেন। এখন কর্মহীন মানুষের সংখ্যার এই বিপুল বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রাপ্তবয়স্কদের মৃত্যুহারও বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক; ব্যক্তির স্বাস্থ্যের উপর বেকারি ও কর্মহীনতার এই বিরূপ প্রভাব অন্যান্য বিভিন্নক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষেও প্রমানিত।[১২,১৩] বিশেষ করে বড় বিনিয়োগ নির্ভর ভারী শিল্পের কর্মীদের উপর এইধরনের হঠাৎ কর্মহীনতার প্রভাব হয় সবচেয়ে মারাত্মক; এইসব ক্ষেত্রে কর্মীরা প্রায় সমস্তরকম সুযোগসুবিধা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে পড়ে, তাদের দক্ষতাও সাধারণভাবে হয় এতটাই বিশেষক্ষেত্রের উপযুক্ত, তাদের মধ্যে খুব কমজনের পক্ষেই তা অন্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে নিজেদের কাজ ধরে রাখা বা নতুন কাজ খুঁজে নেওয়া সম্ভব হয়।

এটি এমন একটি হাইপোথিসিস বা প্রকল্প, বাস্তব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিটি ক্ষেত্রে তার সত্যতা নির্ধারণ প্রয়োজন। আমরা সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছি, সমাজতন্ত্র পরবর্তী পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলিতে গণবেসরকারীকরণের কর্মসূচী মৃত্যুহারের এইধরনের বিষম বৃদ্ধির জন্য কতটা দায়ী ছিল।

পদ্ধতি ঃ

১। তথ্যসংগ্রহ

আমরা ১৯৮৯ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে কর্মোপযোগী বয়সের মানুষের মধ্যে মৃত্যুহারের বিষম বৃদ্ধির উপর আমাদের এই পূর্বতন সোভিয়েতদেশব্যাপী সমীক্ষার জন্য মোট ২৫টি দেশের যে তথ্য সংগ্রহ করেছি, তার জন্য মূলত আমরা নির্ভর করেছি মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনকালীন ইউনিসেফ প্রদত্ত তথ্যের উপর।[১৪] ১৫ - ২০, ২০ - ২৪, ২৪ - ৩৯, ৪০ - ৫৯ বছর বয়স্কদের মৃত্যুহার সম্পর্কিত যে তথ্য আমরা পেয়েছি তাকে আমরা ঐ ঐ

বয়সসীমায় ইউরোপে সাধারণ মৃত্যুহারকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে নিয়ে তার সাথে তুলনা করেছি।[১৫] এটা ঠিকই, যে এই সময়কালে আলোচ্য দেশগুলির মধ্যে কয়েকটির ক্ষেত্রে মৃত্যুহার তথ্য ঠিকঠাক পাওয়ার ক্ষেত্রে কতগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, তবে তা মূলত শিশুমৃত্যুর হারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[১৬] এছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কিত বিশদ রিপোর্ট ও পারস্পরিক সংঘর্ষে মৃত্যুর খতিয়ান পেতেও একটু অসুবিধা হয়েছে।[১৭,১৮] তবে প্রাপ্তবয়স্ক মৃত্যুহার সম্পর্কিত সর্বমোট তথ্য মোটের উপর সন্তোষজনক এবং তুলনামূলক গবেষণার পক্ষে যথেষ্টই উপযুক্ত।[১৯,২০]

২। পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ

দ্রুত পরিবর্তনের উপরিউক্ত নীতিকে আমরা দুই দিক থেকে পরিমাপ করেছি—প্রথমত, একটি ডামি চলরাশির সাহায্যে দেখেছি কোনও একটি দেশ গণবেসরকারীকরণের কর্মসূচী অনুসরণ করেছে কিনা (যদি সেই দেশ এই কর্মসূচীর মাধ্যমে বড় বড় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার অন্তত ২৫ শতাংশকে ২ বছরের মধ্যে ভাউচারের মাধ্যমে নাগরিকদের কাছে বেচে দিয়ে থাকে বা ঐ সংস্থারই কর্মীদের হাতে তার মালিকানা ছেড়ে দিয়ে ব্যক্তিমালিকানায় বা প্রাইভেট সেক্টরে পরিবর্তিত করে থাকে) এবং দ্বিতীয়ত, ইউরোপিয়ান ব্যাঙ্ক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট-এর (ইবিআরডি) বেসরকারীকরণের ইনডেক্স অনুযায়ী সেই দেশ কতটা বেসরকারীকরণের পথে এগিয়েছে (১ থেকে শুরু করে এগিয়ে থাকা বাজার অর্থনীতিকে পরিকল্পনামাফিক ৪ বা ৫ ধরে নিয়ে)।[২১]

ইবিআরডি নীতি উপদেষ্টারা, যারা এই শক্ থেরাপিষ্টদের মূল পৃষ্ঠপোষক ছিল, তারাও ছিল বেসরকারীকরণের এই দ্রুত গতির জন্য অনেকখানিই দায়ী। কারণ ঐ উপরিউক্ত ইনডেক্স তারাই বিচার করত। ফলে কোনও একটি দেশের বেসরকারীকরণ অভিমুখে গতি যখন পরিমাপ করা হত, দ্রুত বেসরকারীকরণ সম্পন্ন করেছে এমন দেশের জন্য বেশি ইনডেক্স নির্ণয় করে তাদেরই সফল দেশ হিসেবেও চিহ্নিত করা হত। স্বাভাবিকভাবেই এখানে ঐ নীতি উপদেষ্টাদের একটি আদর্শগত ঝোঁক যে প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করত, তা অস্বীকার করা যায় না। যাইহোক, আমরা যখন গণ-বেসরকারীকরণের সেই গতিকে পর্যবেক্ষণ করেছি, ইবিআরডির পর্যবেক্ষকদের সেই ইডিওলজিকাল বায়াস দ্বারা আমরা আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন হতে দিইনি। ইবিআরডির ট্র্যানজিশন রিপোর্ট থেকে আমরা যা নিয়েছি তা হল, কোন দেশ কখন তাদের বেসরকারীকরণের নীতিকে বাস্তবে প্রয়োগ করেছে, সেই নীতির প্রয়োগের ফলে কত সংখ্যক ফার্মের বেসরকারীকরণ ঘটেছে এবং কী

CamScanner

পদ্ধতিতে সেই বেসরকারীকরণ ঘটানো হয়েছে, ইত্যাদি।[২২] এছাড়া কোনও দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করতে আমরা মাথাপিছু গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বা জিডিপি-কেও আমাদের হিসেবের মধ্যে রেখেছি, কারণ কোনও দেশের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি বিচার করতে গেলে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরোক্ষ মাপকাঠি। আবার গণতন্ত্র ও মানুষের গড় আয়ুর মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে প্রচলিত ধারণাটিকেও হিসেবের মধ্যে রাখতে আমরা রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচক হিসেবে ফ্রিডম্যান হাউসের (গণতন্ত্রের প্রসারের লক্ষ্যে কাজ করে এমন একটি অলাভজনক সংগঠন; এরা নাগরিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার লক্ষ্যে গৃহীত নানা পদক্ষেপ নিয়ে বিভিন্ন সমীক্ষা চালায় ও তার রিপোর্ট প্রকাশ করে থাকে) তৈরি বহুল ব্যবহৃত ইনডেক্স ব্যবহার করেছি। বেসরকারীকরণের সরাসরি প্রভাবকে চিহ্নিত করতে জিনিসপত্রের দর এবং বানিজ্যে উদারীকরণের হারকেও বিবেচনার মধ্যে রাখা হয়েছে, কারণ এ দু'টি ছিল শক থেরাপিস্টদের প্রস্তাবিত দুই অন্যতম পরিপূরক নীতি। আমরা এক্ষেত্রে বেসরকারীকরণের মাত্রার পরিমাপক হিসেবে ব্যবহার করেছি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যুদ্ধপরিস্থিতি বা জাতি সংঘর্ষের ফলে মৃত্যুহার সম্পর্কিত রিপোর্ট কিছুটা প্রভাবিত হয়েছে; এইসব ক্ষেত্রে আমরা একটা ডামি বা নকল মডেল ব্যবহার করেছি। অপরের উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার হার, অর্থাৎ কর্মক্ষম বয়সের মধ্যে পড়ে এমন জনসংখ্যার সাপেক্ষে বয়স্ক ও শিশু, মানে কর্মক্ষম নয় ও নির্ভরশীল এমন জনসংখ্যার হারকে কোনও দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার সাপেক্ষে সমাজকল্যানমূলক কাজের পেছনে সেই দেশের খরচের আনুপাতিক হার নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া নগরায়ণ ও জনসংখ্যার অনুপাতে শিক্ষার হারকেও হিসেবের মধ্যে ধরা হয়েছে।[২৩]

৩। এই কাজের পিছনে ফান্ড জোগানদারী সংস্থার ভূমিকা

এই গবেষণার জন্য আলাদা করে কোনও খরচ জোগানো হয়নি। গবেষকরা তাদের প্রয়োজনমতো তথ্য ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁদের লেখা প্রকাশের সিদ্ধান্ত তাঁদেরই এবং তাঁরা যা লিখেছেন, তার সমস্ত দায় তাঁদের উপরই বর্তায়।

৪। ফলাফল

আমরা আমাদের বিশ্লেষণের জন্য ১৯৮৯ - ২০০২ সালের মধ্যবর্তী সময়সীমাকে বেছে নিয়েছিলাম। সেক্ষেত্রে আমাদের বিশ্লেষণ দেখাচ্ছে ঐ সময়সীমার মধ্যে গণ-বেসরকারীকরণের সাথে পাল্লা দিয়ে পূর্বতন সোভিয়েতভূক্ত

দেশগুলিতে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মৃত্যুহার ১২.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪'এর মধ্যে, অর্থাৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের বছরগুলিতে এই মৃতুহার ছিল সর্বাধিক—১৫.৯ শতাংশ। পরবর্তীকালে বেসরকারীকরণের গতি বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এই হার একটু হলেও নিম্নমুখী হয় ঠিকই, কিন্তু কখনই তা হ্রাস পেয়ে সোভিয়েত আমলের হারে নেমে আসেনি। আমাদের হিসেব দেখাচ্ছে, মাথাপিছু জিডিপি বৃদ্ধির হার এমনকী দ্বিগুণ হলেও তা এই গণ-বেসরকারীকরণের সাথে পাল্লা দিয়ে এই মৃত্যুহার বৃদ্ধি বন্ধ হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না।

বেসরকারীকরণের গতিকে মাপার আরেকটি পদ্ধতি, যা সরাসরি বেসরকারীকরণের পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল নয়, তা হল ইবিআরডি নির্ধারিত বেসরকারীকরণের ইনডেক্স। সেই ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি, কোনও একটি দেশ এই ইনডেক্স অনুযায়ী বেসরকারীকরণের প্রতিটি বাড়তি পয়েন্ট সংগ্রহ করার সাথে সাথে প্রাপ্তবয়স্ক মৃত্যুহার গড়ে ৩.৯ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু এই মৃত্যুহার বৃদ্ধির হার সব দেশে সমান নয়, তাই গণ-বেসরকারীকরণের সাথে তার সম্পর্ক নির্ণয় করতে আমরা পূর্বতন সোভিয়েতভূক্ত প্রতিটি দেশে, এমনকী মধ্যএশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে পূর্বতন সোভিয়েত ব্লকের প্রতিটি দেশের তথ্যকেও আলাদা আলাদা করে বিশ্লেষণ করেছি। এর অন্যতম কারণ হল, পূর্বতন সোভিয়েতভূক্ত দেশগুলিতে যে গতিতে এই গণ-বেসরকারীকরণ চালানো হয়েছিল, সোভিয়েতের বাইরে অন্য দেশগুলিতে কিন্তু বহুক্ষেত্রেই তা সেই গতিতে চালানো হয়নি।

আবার আমরা যখন আমাদের সমীক্ষা শুধুমাত্র পূর্বতন সোভিয়েতভূক্ত দেশগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছি, তখন দেখতে পেয়েছি, ইবিআরডি ইনডেক্সে কোনও একটি দেশের অবস্থান ও সেদেশের প্রাপ্তবয়স্ক মৃত্যুহারের বৃদ্ধির মধ্যে এই সম্পর্কটি আরও বেশি প্রকট। এই ইনডেক্স অনুযায়ী সেখানে একেকটি একক বৃদ্ধির সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে সেই দেশে প্রাপ্তবয়স্ক মৃত্যুহার বৃদ্ধি পাচ্ছে ৯.১ শতাংশ।

বিষয়টি ঠিক মতো বুঝতে আমরা দু'টি দেশের এই সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে তুলনা করে দেখতে পারি। রাশিয়ায় এই গণ-বেসরকারীকরণের নীতি গৃহীত হয় ১৯৯২ সালে, এবং ১৯৯৪ সালের মধ্যে সেদেশের ১,১২,০০০-এরও বেশি রাষ্ট্রীয় মালিকানার উদ্যোগের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি প্রকল্পে বেসরকারীকরণ ঘটানো হয়। অপরদিকে সেদেশেরই প্রতিবেশী দেশ বেলারুশিয়ায় কিন্তু এই সময় মাত্র ৬৪০টি ফার্মের (অর্থাৎ তাদের দেশের মোট রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রকল্পের যা ১০ শতাংশেরও কম) বেসরকারীকরণ ঘটেছিল। অর্থাৎ রশিয়া যখন অত্যন্ত

দ্রুত বেসরকারীকরণের দিকে এগোচ্ছিল, বেলারুশিয়া তখন ছিল তুলনায় অনেকটাই সাবধানী। ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত এই দুই দেশেই বেকারি-কর্মহীনতার পরিমাণ ছিল একেবারেই নগন্য, মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার ০ - ১ শতাংশের মধ্যে। কিন্তু পরবর্তী তিন বছরে রাশিয়ায় কর্মহীনের সংখ্যা ঐ দ্রুত বেসরকারীকরণের ফলে বেলারুশিয়ার তুলনায় প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পায় (১৯৯২ সালে রাশিয়ায় কর্মক্ষম জনসংখ্যার মধ্যে ০.৮ শতাংশ ছিল কর্মহীন, ১৯৯৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭.৫ শতাংশ; অন্যদিকে বেলারুশিয়ায় ১৯৯২ সালে কর্মহীনের অনুপাত ছিল কর্মক্ষম জনসংখ্যার ০.৫ শতাংশ, ১৯৯৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২.১ শতাংশ)। তথ্য থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ঐ সময়সীমায় রাশিয়ায় প্রাপ্তবয়স্কদের মৃত্যুহারও বেলারুশিয়ার তুলনায় চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি, রাশিয়া এই সময় ইবিআরডি ইনডেক্স অনুযায়ী বাড়তি ২ একক অর্জন করেছে। সেখানে প্রাপ্তবয়স্কদের মৃত্যুহার ঐ সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮.১ শতাংশ; অন্যদিকে ঐ ইনডেক্স অনুযায়ী বেলারুশিয়ার অগ্রগতি ঐ সময় ০.৮৫ পয়েন্ট; সেখানে ঐ মৃত্যুহার বৃদ্ধিঐ সময় ৭.৭ শতাংশ।

অপরদিকে পূর্বতন সোভিয়েত বহির্ভূত এই সমীক্ষাভুক্ত ৯টি দেশের মধ্যে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অমরা দেখতে পাই একমাত্র চেক রিপাবলিকেই ১৯৯৪-এর মধ্যে গণ-বেসরকারীকরণের নীতি অনুসৃত হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও রাশিয়ার মতো গণহারে তা প্রযুক্ত হয়নি; বরং ধাপে ধাপে ও অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে, প্রতিটি ফার্মের ক্ষেত্রে প্রয়োজন মতো আলাদা আলাদা পদ্ধতি অনুসরণ করেই তা চালানো হয়েছে। ফলে সেখানে বেসরকারীকরণের গতি প্রাপ্তবয়স্কদের মৃত্যুহার বৃদ্ধির উপর অতটা ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলেনি। বাস্তবিক, পূর্বতন সোভিয়েতভুক্ত দেশগুলির ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে আমরা যা পেয়েছি তা হল, ১৯৯১ থেকে ২০০২ সাল সময়সীমার মধ্যে এই দেশগুলিতে বেসরকারীকরণের গতি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেলেও প্রাপ্তবয়স্কদের মৃত্যুহার এক্ষেত্রে তেমন বৃদ্ধি পায়নি, এমনকী কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা স্বাভাবিকভাবে একটু কমেছেও।

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লষণ করতে গিয়ে আমরা যা দেখেছি তা হল, ১৯৯২ - ৯৪ সময়সীমার মধ্যে, অর্থাৎ সমাজতন্ত্র ভেঙে পড়ে পুঁজিবাদের পথে পা বাড়ানোর প্রথম বছরগুলিতে, যে দেশ যত দ্রুত গণ-বেসরকারীকরণের পথে অগ্রসর হয়েছে, সেই দেশে বেসরকারীকরণ ও প্রাপ্তবয়স্কদের মৃত্যুহারের মধ্যে সম্পর্ক ততটাই সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইবিআরডি ইনডেক্স অনুযায়ী যে সব দেশ দ্রুত গণ-বেসরকারীকরণের কর্মসূচীর সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছে, সেইসব দেশে এই মৃত্যুহার, যেসব দেশে এই কর্মসূচীর সেভাবে তড়িঘড়ি প্রয়োগ ঘটানো হয়নি

CamScanner

তাদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঠিক কী কারণে বেসরকারীকরণ প্রাপ্তবয়স্কদের মৃত্যুহারের উপর এমন বিরূপ প্রভাব ফেলেছে, তা বুঝতে আমরা এই বেসরকারীকরণের কর্মসূচীর ফলে বেকারিত্ব কীভাবে বেড়ে গিয়েছিল, তার তথ্যও খতিয়ে দেখি। তাতে আমরা যা পেয়েছি তা হল, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির ক্ষেত্রে এই দুই-এর হার সমানুপাতিক ও একের সাথে অন্যের সম্পর্ক অত্যন্ত স্পষ্ট। এইসব দেশগুলিতে গণ-বেসরকারীকরণের কর্মসূচীর ব্যাপক প্রয়োগ ঘটানোর ফলে বেকারির হার যেসব দেশে এইভাবে গণহারে বেসরকারীকরণ ঘটানো হয়নি, তাদের তুলনায় প্রায় ৬১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ইবিআরডি ইনডেক্স অনুযায়ীও দেখা যায়, এইসব পূর্বতন সোভিয়েত দেশগুলির ক্ষেত্রে প্রতি এক একক অগ্রগতির ফলে কর্মচ্যুতি ও বেকারিত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৫৯ শতাংশ। কিন্তু পূর্বতন সোভিয়েত বহির্ভূত দেশগুলির ক্ষেত্রে, যেখানে এইভাবে গণ-বেসরকারীকরণের কর্মসূচী অনুসৃত হয়নি, সেখানে কিন্তু বেকারি ও কর্মচ্যুতির হারও সে তুলনায় উল্লেখযোগ্যরকম কম।

এরপর আমরা বেকারি ও প্রাপ্তবয়স্কদের মৃত্যুহারের মধ্যে সম্পর্ক খতিয়ে দেখার চেষ্টা করি। তাতে আমরা দেখি, পূর্বতন সোভিয়েতভুক্ত দেশগুলিতে ১৯৯১ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে প্রতি ১০ শতাংশ বেকারি বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রাপ্তবয়স্কদের মৃত্যুহারও বৃদ্ধি পেয়েছে ০.৩ শতাংশ করে। কিন্তু পূর্বতন সোভিয়েত বহির্ভূত সমীক্ষাভুক্ত দেশগুলির ক্ষেত্রে এই দুই'এর মধ্যে এমন কোনও সম্পর্ক আমরা দেখতে পাইনি। পাশাপাশি এই দুই'এর মধ্যে সম্পর্ক নিরুপণ করতে গিয়ে আমরা লক্ষ করেছি, ১৯৯২ - ৯৪ সালের মধ্যে, অর্থাৎ অর্থনৈতিক পরিবর্তনের গতি যখন ছিল সবচেয়ে তীব্র, যেসব দেশে গণ-বেসরকারীকরণের নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে সেখানে যেসব দেশে তা প্রয়োগ করা হয়নি তাদের তুলনায় এই দুই'এর মধ্যে সম্পর্ক প্রায় দ্বিগুণ।

উপরোক্ত তথ্য দুটিকে একত্রিত করলে দেখতে পাওয়া যায় পূর্বতন সোভিয়েতভুক্ত দেশগুলিতে ইবিআরডি ইনডেক্স অনুযায়ী বেসরকারীকরণের পথে প্রতি এক একক অগ্রগতির ফলে বেকারি বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৯ শতাংশ ও প্রতি ১ শতাংশ বেকারিত্ব বৃদ্ধির ফলে মৃত্যুহার বৃদ্ধি পেয়েছে ০.০৩২ শতাংশ। অর্থাৎ প্রাপ্ত তথ্যের উপর কষা হিসেব বলছে, বেসরকারীকরণের ফলে প্রাপ্তবয়স্কদের মৃত্যুহার ১.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমাদের বিশ্লেষণে আরও একটি তথ্য উঠে আসে। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মৃত্যুহারের উপর গণ-বেসরকারীকরণের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা দেখি,

CamScanner

সামাজিক পুঁজি বৃদ্ধিপাওয়ার সাথে সাথে এই মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। যেসব দেশে জনসাধরণের মধ্যে ৪৫ শতাংশের বেশি কোনও না কোনও সামজিক সংগঠনের সদস্য, সেখানে এই মৃত্যুহার বৃদ্ধিপায়নি। তবে যেহেতু সামাজিক পুঁজির উপর গবেষকদের মতামত হল, পরিবর্তনের প্রভাব সেখানে পড়ে খুব ধীরে ধীরে, তাই আমরা আমাদের আলোচ্য সমীক্ষায় এর প্রভাবকে বেসরকারীকরণের প্রভাবের বিপরীতমুখী ও রোধক হিসেবে বিবেচনা না করে শুধুমাত্র এফেক্ট মডিফায়ার হিসেবেই দেখেছি। খুব ভালো হতো যদি আলোচ্য সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত সবক'টি দেশেরই আলোচ্য ১২ বছরের সময়সীমার এ' সংক্রান্ত পুরো তথ্য আমাদের হাতে থাকত। এতে বেশ কিছু তথ্য সম্পর্কে আরও কিছু ব্যাখ্যায় পৌঁছানো সম্ভব হত; যেমন চেক রিপাবলিক, সেখানে এই সামাজিক সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ছিল এই সময় আলোচ্য দেশগুলির মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (৪৮ শতাংশ, যা পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির গড়ের প্রায় সমান), সেখানে তা শুধু বেকারি ও কর্মচ্যুতির উপর গণ-বেসরকারীকরণের বিরূপ প্রভাবকেই অনেকাংশে রোধ করেনি, মৃত্যুহারের বৃদ্ধিও সেখানে সেভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। অন্যদিকে পূর্বতন সোভিয়েতভূক্ত দেশগুলিতে, যেখানে এই সদস্যসংখ্যা ছিল খুবই কম (১০ শতাংশ মাত্র), সেখানে দ্রুত গণ-বেসরকারীকরণের পদক্ষেপ কিন্তু খুবই বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল।

৫। আলোচনা

আমাদের বিশ্লেষণ থেকে যা উঠে আসে তা হল, গণ-বেসরকারীকরণের কর্মসূচী ও কর্মক্ষম বয়সের মানুষের মৃত্যুহার বৃদ্ধি খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। এছাড়া পূর্বতন সোভিয়েতভূক্ত দেশগুলির ক্ষেত্রে এই গণ-বেসরকারীকরণের ফলে বেকারি ও কর্মচ্যুতির বৃদ্ধিও এই মৃত্যুহার বৃদ্ধির সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত।

আমাদের সমীক্ষার ফলাফল আমাদের প্রাপ্ত তথ্যের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এককথায় বলতে গেলে, যেসব দেশ ১৯৯০'এর গোড়া থেকে ঐ দশকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে গণ-বেসরকারীকরণের প্রকল্পের বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিল, সেইসব দেশে মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল হঠাৎ করেই ভীষণরকম কমে গিয়েছিল; যেসব দেশে এই গণ-বেসরকারীকরণের প্রকল্পের তাৎক্ষণিক প্রয়োগ না ঘটিয়ে ধীরে ধীরে প্রয়োগ ঘটানো হয়েছিল, সেখানেও মানুষের প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল কমেছিল, তবে তা অপেক্ষাকৃত কম। পরে এই দ্বিতীয় দেশগুলিতে আবার তা কিছু পরিমাণে বৃদ্ধিও পায়। বেকারির সমস্যার ক্ষেত্রেও চিত্রটি একই; যেসব দেশে গণ-বেসরকারীকরণের নীতি অনুসৃত হয়, সেখানে তা হঠাৎ করেই ভীষণরকম বৃদ্ধি পায়; অন্যত্রও বৃদ্ধি পায়, তবে অপেক্ষাকৃত কম।

CamScanner

প্রত্যাশিত আয়ুষ্কাল যেসব দেশে সবচেয়ে কমে গিয়েছিল, এরকম পাঁচটি দেশের মধ্যে চারটিতেই গণ-বেসরকারীকরণের নীতি অনুসৃত হয়েছিল। অন্যদিকে যেসব দেশে মানুষের প্রত্যাশিত অয়ুষ্কাল কমেছিল সবচেয়ে কম, সেরকম পাঁচটি দেশের মধ্যে মাত্র একটিতে আমরা দেখতে পাই গণ-বেসরকারীকরণ ঘটানো হয়েছিল।

এটা সর্বজনবিদিত যে, যেকোনও ধরনের সামাজিক টালমাটাল অবস্থায়, যখন দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত একটি সামাজিক পরিকাঠামো ভেঙে পড়ে, সমাজে একটা প্রবল চাপ তৈরি হয়ই।[২৪] এখানে আমাদের প্রসঙ্গ গণ-বেসরকারীকরণ; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত সরকারি সংস্থাকে যখন এভাবে হঠাৎ বেসরকারি সম্পত্তিতে পরিবর্তিত করা হয়, অথচ তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো বা এমনকী উপযুক্ত মালিক শ্রেণিরও অভাব থেকে যায়, স্বাভাবিকভাবেই সেক্ষেত্রে সংস্থাটির সাফল্যকেই বাজি রাখা হয়। এইধরনের পদক্ষেপ কিছুদিনের মধ্যেই একের পর এক সংস্থাকে দেউলিয়া করে ছাড়ে ও সেখানে নিযুক্ত কর্মীরাও সাথে সাথে উদ্বৃত্ত হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষ হঠাৎ এমন একটা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, যেখানে তার জন্য না আছে কোনও কাজ, না আছে বাজারে তার কিছু কেনার ক্ষমতা।

শক্ থেরাপিস্টদের এই অবস্থাটা জানা ছিল না এমন নয়। কিন্তু তারা একে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহের জন্য দরকারি একটি সাময়িক অবস্থা বলে ধরে নিয়েছিল। তার ফলে মানবসম্পদের বিপুল ক্ষতিকে তারা ততটা বড় করে দেখেনি। এই ব্যবস্থার ফলে সমাজে খুব দ্রুত পুঁজির উৎসগুলি নতুন করে গড়ে উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এই নতুন পরিস্থিতির সাথে তত দ্রুত মানিয়ে নেওয়া কোনওভাবেই সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সমাজের যে পরিকাঠামোগুলি এইরকম দ্রুত পরিবর্তনের মুহূর্তগুলিতে সক্রিয় থেকে পরিস্থিতিকে কিছুটা সামাল দিয়ে মানুষকে নতুন পরিস্থিতির সাথে ধীরে ধীরে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত করে, সেগুলির ভূমিকা এইসব মুহূর্তে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। স্বাভাবিকভাবেই সেগুলির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি ব্যক্তিস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

এইসময়ে বিভিন্ন দেশের ইবিআরডি বেসরকারীকরণ ইনডেক্স ও প্রাপ্তবয়স্কদের মৃত্যুহারের মধ্যে যে সম্পর্ককে আমরা প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করেছি তাও আমাদের হাইপোথিসিসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ— বেসরকারীকরণের নীতি, বিশেষ করে দ্রুত গণ-বেসরকারীকরণের পদক্ষেপ আমরা দেখেছি সবক্ষেত্রেই প্রাপ্তবয়স্কদের মৃত্যুহারকে প্রভাবিত করেছে। এই সময়ে প্রাক্তন সোভিয়েতভূক্ত দেশগুলির সাথে অন্যান্য দেশের প্রাপ্তবয়স্ক মৃত্যুহারের মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়, তারও সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে।

CamScanner

ঠিকই যে এই সময় পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ায় প্রাপ্তবয়স্কদের মৃত্যুহারের হঠাৎ পরিবর্তনের পুরো দায় গণ-বেসরকারীকরণের নীতির উপর বর্তায় না, এর আরও কিছু কারণ আছে, কিন্তু দেশে দেশে এই মৃত্যুহারের যে উল্লেখ্যযোগ্য পার্থক্য, তার এক প্রধান কারণ এই গণ-বেসরকারীকরণের পদক্ষেপই। এর পাশাপাশি আমাদের গবেষণা সমাজতন্ত্র পরবর্তী এই দেশগুলিতে মৃত্যুহারের এই বৃদ্ধির আরও বেশ কয়েকটি কারণের প্রতি দিকনির্দেশ করে—তার মধ্যে অন্যতম হল প্রবল সামাজিক-মানসিক চাপ ও তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনা।[২৫] এছাড়াও এর অন্যতম আরও কয়েকটি কারণ হল—মেডিক্যাল সুযোগসুবিধার হঠাৎ হ্রাস (যার অনেকটাই আগে কর্মীরা তাদের কর্মক্ষেত্রেই পেতে অভ্যস্ত ছিল)[২৬], প্রবল দারিদ্র, দ্রুত বাড়তে থাকা সামাজিক অসাম্য, সামাজিক বিভিন্ন সংগঠনগুলির ভেঙে পড়া, দুর্নীতির লাগামছাড়া বিস্তার ও এতদিনের সমাজ নিয়ন্ত্রিত পুঁজিতে হঠাৎ নামা প্রবল ধ্বস। এই উপরোক্ত কারণগুলিরও প্রত্যেকটিই কিন্তু গণ-বেসরকারীকরণেরই ফল।[২৭]

পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা আরও যা দেখেছি তা হল ইবিআরডি ইনডেক্সে প্রতি এক একক বৃদ্ধির সাথে সাথে পূর্বতন সোভিয়েতভুক্ত দেশগুলিতে ব্যাপকহারে কর্মচ্যুতি বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ গণ-বেসরকারীকরণের সাথে সমানুপাতে কর্মচ্যুতিও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে বেসরকারীকরণের গতি যত দ্রুত, সেখানে কর্মচ্যুতির বৃদ্ধিও ঘটেছে তত দ্রুত। কিন্তু সোভিয়েত বহির্ভূত দেশগুলির ক্ষেত্রে এই দুই'এর অনুপাতের এই হার কিন্তু আমরা দেখতে পাইনি। এর একটা কারণ হল, এইসব দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেসরকারীকরণের উদ্দেশ্যে কোনও লাগামছাড়া নীতির প্রয়োগ ঘটেনি; আবার এইসব দেশে পশ্চিমী দেশগুলি থেকে FDI বা সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণও ছিল অপেক্ষাকৃত বেশি। হয়তো এর ফলে সৃষ্ট নতুন ফার্মগুলি (যেগুলিকে গ্রিনফিল্ড ফার্ম বলে অভিহিত করা হয়) পুরনো ফার্মগুলি (ব্রাউনফিল্ড ফার্ম) থেকে হওয়া কর্মচ্যুতিকে কিছুটা সমাল দিতে পেরেছে।[২৮] শুধু তাই নয়, এইসব দেশে যেহেতু প্রতিটি ফার্মের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা নীতি অনুসৃত হয়েছে, ফলে পুরনো ব্রাউনফিল্ড ফার্ম থেকে উদ্বৃত্তে পরিণত হওয়া কর্মীদের বহুক্ষেত্রেই পরিকল্পনামাফিক নতুন গ্রিনফিল্ড ফার্মে বদলি করে সরাসরি কর্মচ্যুতি এড়ানো সম্ভব হয়েছে। ফলে অন্তত পরিবর্তনের প্রথম ক'বছরের বেকারির ব্যাপক বৃদ্ধিকে সেখানে কিছুটা হলেও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে।[২৯]

তবে প্রাক্তন সোভিয়েতভুক্ত দেশগুলির ক্ষেত্রে দ্রুত গণ-বেসরকারীকরণের সাথে সাথে মৃত্যুহার বৃদ্ধির একমাত্র কারণ শুধু কর্মচ্যুতি ও তার ফলে সৃষ্ট বেকারিই নয়। এইসব দেশে ফার্মগুলিতে কর্মীরা শুধু চাকরিই করত না, ফার্মগুলি তাদের

জীবনে আরও অনেক বৃহত্তম ভূমিকা পালন করত। বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশুদের দেখাশোনা—প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা এই ফার্মগুলির উপর ছিল নির্ভরশীল। এই সমস্ত সামাজিক সুযোগসুবিধা বেসরকারীকরণের ফলে হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যে প্রচণ্ড অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, এইসব দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে বর্ধিত মৃত্যুহারের ক্ষেত্রে তার প্রভাব কতটা তা খতিয়ে দেখারও প্রয়োজন আছে। নিশ্চয়ই কোনও ভবিষ্যত গবেষণায় এই বিষয়টিতে আলোকপাত করা হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে কতগুলি বিষয় পরিষ্কার—যেকোনও বৃহৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়নের সময়, বিশেষ করে তা যখন প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে এক ধাক্কায় পালটে ফেলার চেষ্টা করে, তখন খুবই সতর্ক থাকা প্রয়োজন যাতে তার ফলে সামাজিক স্বাস্থ্যের কোনও প্রবল হানি না ঘটে। বর্তমানে চীন, ভারত, মিশর এবং আরও নানা উন্নয়নশীল ও মধ্য-আয়ের দেশে আমূল সংস্কারের নানা নীতি নিয়ে আলোচনা চলছে। সে'সব দেশেও বিভিন্ন বড় রাষ্ট্রায়াত্ত উদ্যোগের বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে ফিরে আসার দিনগুলির এই শিক্ষাকে মনে রাখলেই বোধহয় তারা ভালো করবে।

অনুবাদ ঃ অরিন্দম মৈত্র

তথ্যসূত্র ঃ

১. ইউনিসেফ, আ ডিকেড অফ ট্র্যানজিশন: রিজিওনাল মনিটরিং রিপোর্ট নং ৮, ফ্লোরেন্স: আই আর সি, ২০০১।

২. ইউএনডিপি. ট্র্যানজিশন ১৯৯৯, হিউম্যান ডিভলপমেন্ট রিপোর্ট ফর ইস্টার্ন ইউরোপ অ্যান্ড দ্য সিআইএস, নিউ ইয়র্ক: ইউএনডিপি আরইবিইসি, ১৯৯৯।

৩. ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, ওয়ার্ল্ড ডিভলপমেন্ট ইন্ডিকেটরস, ওয়াসিংটন ডিসি: ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, ২০০৭।

৪. জিএ করনিয় ও আর প্যানিসিয়া, দ্য মর্টালিটি ক্রাইসিস ইন ট্র্যানজিশনাল ইকনমিজ, অক্সফোর্ড, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০০।

৫. পি ভালবের্গ ও অন্যান্য, "ইকনমিক চেঞ্জ, ক্রাইম অ্যান্ড মর্টালিটি ক্রাইসিস ইন রাশিয়া: রিজিওনাল অ্যানালাইসিস" বিএমজে ১৯৯৮; ৩১৭:৩১২ - ১৮।

৬. জে সাক্স, আন্ডারস্ট্যান্ডিং 'শক থেরাপি', লন্ডন, সোশাল মার্কেট ফাউন্ডেশন,

CamScanner

১৯৯৪।

৭. এম দ্য মেলো, সি ডেনিজার ও এএইচ গেল্ব, ফ্রম প্ল্যান টু মার্কেট: প্যাটার্নস অব ট্র্যানজিশন, ওয়াসিংটন ডিসি: ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, পলিসি রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট, ট্র্যানজিশন ইকনমিক ডিভিশন, ১৯৯৬।

৮. এস ফিশার ও এ গেল্ব, "দ্য প্রসেস অব সোশালিস্ট ইকনমিক ট্র্যান্সফর্মেশন", জে ইকন পারসপেক্ট ১৯৯১; ১০: ৯১ - ১০৬।

৯. পি মারেল, "ক্যান নিওক্যাসিকাল ইকনমিকস আন্ডার পিন দ্য রিফর্ম অব সেন্ট্রালি প্ল্যানড ইকনমিকস?" জে ইকন পারসপেক্ট ১৯৯১; ৫: ৫৯ - ৭৬।

১০. এম দ্যোয়াত্রিপঁ, জি রোল্যাঁ, "দ্য ভার্চুজ অব গ্রাজুয়ালিজম অ্যান্ড লেজিটিম্যাসি ইন দ্য ট্র্যানজিশন টু আ মার্কেট ইকনমি" ইকন জে ১৯৯২; ২: ২৯১ -৩০০।

১১. পি মারেল, "হাউ ফার হ্যাস দ্য ট্র্যানজিশন প্রোগ্রেসড?" জে ইকন পারসপেক্ট ১৯৯৬; ১০: ২৫ - ৪৪।

১২. সি. ডি. ম্যাটার, ও ডি. জে. শোফিল্ড, "দ্য হেলথ কনসিকোয়েন্সেস অব আনএমপ্লয়মেন্ট: দ্য এভিডেন্স", মেড জে আউস্ট ১৯৯৮; ১৬৮: ১৭৮ - ১৮২।

১৩. এ বাউম, আর ফ্লেমিং ও ডি এম রেড্ডি, "আনএমপ্লয়মেন্ট স্ট্রেস: লস অব কন্ট্রোল রিঅ্যাকট্যান্স অ্যান্ড লার্নেড হেল্পলেসনেস", সোশাল সায়েন্স মেড ১৯৮৬; ২২: ৫০৯ -১৬।

১৪. ইউনিসেফ, ডেটা অন চিলড্রেন ইন সেন্ট্রাল অ্যান্ড ইস্টার্ন ইউরোপ অ্যান্ড দ্য কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস, ফ্লোরেন্স: দ্য ট্র্যান্সমনি ডেটাবেস: ইউনিসেফ, ২০০৭।

১৫. ইএ ফান ড্যের উইল্ক, "ইউরোপিয়ান স্ট্যান্ডার্ড পপুলেশন", ইউফিক্স, ইউফ্যাক্ট, বিল্টহোফেন, রিইকইনস্টিটুট ফোর ফোল্কসগেৎসোন্ডহাইট অঁ মিলিয় (আরআইভিএম), ২০০৮।

১৬. বি রেচেল, আই শ্যাপো ও এম ম্যাককি, "আর দ্য হেলথ ডিভলপমেন্ট গোলস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইস্টার্ন ইউরোপ অ্যান্ড সেন্ট্রাল এশিয়া?" হেলথ পলিসি ২০০৫; ৭৩: ৩৩৯ - ৫১।

১৭. ভি স্কোলনিকভ, এম ম্যাককি, ডি লিওন ও এল শেনে, "হোয়াই ইজ দ্য ডেথ রেট ফ্রম লাং ক্যানসার ফলিং ইন দ্য রাশিয়ান ফেডারেশন?", ইউরো জে এপিডেমিওল ১৯৯৯; ১৫: ২০৩ - ০৬।

১৮. বি রেচেল, এন স্বোয়ালবে ও এম ম্যাককি, "হেলথ ইন সাউথ-ইস্টার্ন ইউরোপ: আ ট্রাবল পাস্ট, অ্যান আনসারটেন ফিউচার", বুল ওয়াল্ড হেলথ অরগ্যান ২০০৪; ৮২: ৫৩৯ - ৪৬।

১৯. ডি ভাসেরমান ও এ ভারনিক, "রিলায়েবিলিটি অব স্ট্যাটিসটিকস অন ভায়োলেন্ট ডেথ অ্যান্ড সুইসাইড ইন ফর্মার ইউএসএসআর, ১৯৭০-৯০", অ্যাকটা সাইকিয়াট্র স্ক্যান্ড সাপ্ল ১৯৯৮; ৩৯৪: ৩৪ - ৪১।

CamScanner

২০. ডিএ লিওন, এন শেনে ও ভি স্কোলনিকভ, "হিউজ ভ্যারিয়েশন ইন রাশিয়ান মর্টালিটি রেটস ১৯৮৪-৯৪: আর্টিফ্যাক্ট, অ্যালকোহল অর হোয়াট?" ল্যানসেট ১৯৯৭; ৩৫০: ৩৮৩ - ৮৮।

২১. ইউরোপিয়ান ব্যাঙ্ক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডিভলপমেন্ট: ট্রানজিশন ইনডিকেটর মেথডলজি, লন্ডন: ইবিআরডি ২০০৭।

২২. ইউরোপিয়ান ব্যাঙ্ক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডিভলপমেন্ট: ট্রানজিশন রিপোর্ট ২০০৭, পিপল ইন ট্রানজিশন, লন্ডন: ইবিআরডি ২০০৭।

২৩. এ ফ্রঙ্কো, সি আলভারেস-দারদারে ও এমটি রুইস, "ইফেক্ট অব ডেমোক্র্যাসি অন হেলথ: ইকোলজিকাল স্টাডি", বিএমজে ২০০৪; ৩২৯: ১৪২১ - ২৩।

২৪. ই ডুর্খাইম, সুইসাইড, গ্লেনসো১ ফ্রি প্রেস, ১৯৫১।

২৫. ডিএ লিওন ও ভি স্কোলনিকভ, "সোশাল স্ট্রেস অ্যান্ড দ্য মর্টালিটি ক্রাইসিস", জে এ এম এ ১৯৯৮; ২৭৯: ৭৯০ - ৯১।

২৬. ডি বালাবানোভা, এম ম্যাককি ও জে পোমেরল, "ক্রশ-কান্ট্রি কমপারিজন: হেলথ সার্ভিস ইউটিলাইজেশন ইন দ্য ফর্মার সোভিয়েত ইউনিয়ন: এভিডেন্স ফ্রম এইট কান্ট্রিজ", হেলথ সার্ভ রেস ২০০৪; ৩৯: ১৯২৭ - ৫০।

২৭. ডি এলেরমান, "লেসনস ফ্রম ইস্টার্ন ইউরোপ'স ভউচার প্রাইভেটাইজেশন" চ্যালেঞ্জ ২০০১; ৪৪: ১৪ - ৩৭।

২৮. এল কিং ও এ শ্লাইডার, "দ্য স্টেট-লেড ট্রানজিশন টু লিবারাল ক্যাপিটালিজম: নিওলিবারাল অর্গানাইজেশন, ওয়ার্ল্ডসিস্টেম অ্যান্ড সোশাল স্ট্রাকচারাল এক্সপ্ল্যানেশন অব পোলান্ড'স ইকনমিক সাকসেস", অ্যাম জে সোশাল ২০০৬; ১১২: ৭৫১ - ৮০১।

২৯. এল কিং, "পোস্ট কমিউনিস্ট ডাইভারজেন্স: আ কমপারাটিভ অ্যানালাইসিস অব দ্য ট্রানজিশন টু ক্যাপিটালিজম ইন পোল্যান্ড অ্যান্ড রাশিয়া", স্টাডি কম্প ইন্ট ডিভ ২০০১; ৩৭: ৩ - ৩৪।

CamScanner

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী প্রচারকদের সাতটি কল্প কাহিনী

স্টিফেন গাউন্স

২২ বছর পূর্বে ১৯৯১ সালের ২৬ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায়। পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়; মার্কসবাদের নামে বুর্জোয়া চিন্তার আমদানী যখন থেকে শুরু হল, সেই সময় থেকেই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের প্রচারকেরা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঘরে বাইরে অপপ্রচারের বন্যা বইয়ে দিতে থাকে। প্রচার করতে থাকে কিছু কাল্পনিক কাহিনী।

কিন্তু এই ধারনাগুলোর কোনোটাই সঠিক নয়। এই কল্প কথাগুলোর প্রথমটি হল— 'সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সেখানকার জনগণের কোনো সমর্থন ছিল না।' এর জবাবে বলা যায় সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তির ৯ মাস আগে ১৯৯১-এর ১৭ মার্চ সোভিয়েত নাগরিকরা একটি গণভোটে অংশ নেয়। যেখানে জানতে চাওয়া হয়েছিল তারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে কিনা? সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভেঙ্গে দেওয়ার সম্পূর্ণ বিপরীতে তিন চতুর্থাংশেরও বেশি মানুষ সোভিয়েত ইউনিয়নের ঐক্যের পক্ষেই ভোট দেয়।

দ্বিতীয় ভ্রান্ত ধারণা হল— 'রাশিয়ানরা স্ট্যালিনকে ঘৃণা করে।' এধারণাও যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত তার প্রমাণ রশিয়া নামে একটি টিভি চ্যানেল তিন মাস ধরে পাঁচ কোটি রাশিয়ান নাগরিকের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে চায় তাদের মতে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রাশিয়ান কারা? সেখানে দেখা যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যিনি সাফল্যের সঙ্গে পশ্চিমী রাষ্ট্র কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের প্রচেষ্টা প্রতিহত করে ছিলেন সেই আলেকজান্ডার নভোস্কিকে প্রথম স্থান দেওয়া হয়। দ্বিতীয় জার নিকোলাসের প্রধানমন্ত্রী পাইথর স্টলিপিন, যিনি রাশিয়ায় ভূমি সংস্কার কার্যকরী করেছিলেন, তাঁকে সমীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়। মাত্র ৫৫০০ ভোটের ব্যবধানে তৃতীয় স্থান দেওয়া হয় জোসেফ স্ট্যালিনকে। যাঁকে পশ্চিমী মতামত সৃষ্টিকারীরা নিয়মিতভাবে একজন নির্মম স্বৈরাচারী শাসক হিসাবে বর্ণনা করে থাকেন, যার হাত নাকি লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তে রঞ্জিত।

CamScanner

কর্পোরেট ধনকুবের যারা পশ্চিমী আদর্শগত প্রচার কেন্দ্রের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে তাদের হৃদয় জয়ের দিকে যিনি ছোটেননি, তাকে সেই পশ্চিমী দুনিয়ায় গালিগালাজ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা যাচ্ছে রাশিয়ানদের মত সম্পূর্ণ অন্যরকম। রাশিয়ানরা স্ট্যালিনের শাসনে ভালো থাকার পরিবর্তে খারাপ অবস্থায় ছিলেন পশ্চিমী প্রচারকদের এই ধারণার সঙ্গেও এই জনমতের রায় অসঙ্গতি পূর্ণ। ২০০৪ সালের মে-জুন মাসে প্রকাশিত 'ফরেন অ্যাফেয়ার' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ফ্লাইট ফ্রম ফ্রিডম হোয়াট রাশিয়ান থিংক এন্ড ওয়ান্ট' প্রবন্ধে হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্যুনিস্ট বিরোধী ঐতিহাসিক রিচার্ড পাইপ একটি সমীক্ষার উল্লেখ করেন। ঐ সমীক্ষায় রাশিয়া ও সমগ্র বিশ্বের সর্বকালের ১০ জন শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও নারীর তালিকা দিতে বলা হয়েছিল। যথেষ্ট বিরক্তির সঙ্গেই ঐ সমীক্ষার ফলাফল তুলে ধরে পাইপ দেখান যে- স্ট্যালিনকে পিটার দি গ্রেট, লেনিন ও পুশকিনের পর চতুর্থ স্থানে রাখা হয়।

তৃতীয় কাল্পনিক ধারণা হল- 'সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ছিল অকার্যকরী।' একথা সত্য হলে তর্কাতীতভাবে ধনতন্ত্র সমপরিমাণে ব্যর্থ। ১৯২৮ সালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনা থেকে ১৯৮৯ সালে তা ভেঙে যাওয়ার সময় পর্যন্ত একমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালীন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ছাড়া সোভিয়েত সমাজতন্ত্র কখনোই মন্দায় হোঁচট খায়নি বা পূর্ণ কর্মসংস্থানেও ব্যর্থ হয়নি।

দীর্ঘ ৫৬ বছর সময়কাল ধরে (১৯২৮ - ১৯৪১ ও ১৯৪৬ - ১৯৮৯, যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল সমাজতান্ত্রিক এবং তারা কোনো যুদ্ধে লিপ্ত ছিল না।) কোনো ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি মন্দা ছাড়া এবং পূর্ণ কর্মসংস্থান কি কখনও অব্যাহতভাবে বিকশিত হয়েছে? তদুপরি ১৯২৮ সালে স্ট্যালিন যখন প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু করেন তখন যে সমস্ত ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র অর্থনৈতিক বিকাশের একই স্তরে ছিল সেই সমস্ত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির চেয়ে সোভিয়েত অর্থনীতির বিকাশ ছিল দ্রুততর। এমনকি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্বের অধিকাংশ সময়ই সোভিয়েত অর্থনীতির বিকাশ ছিল মার্কিন অর্থনৈতিক বিকাশের চেয়েও দ্রুততর।

নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে সোভিয়েত অর্থনীতি কখনোই মূল অগ্রসর ধনতান্ত্রিক শিল্প-অর্থনীতিগুলির সমান হতে বা ছাড়িয়ে যেতে পারেনি। যদিও তারা দৌড় শুরু করেছিল অনেক পেছন থেকে, আবার তা পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোর মত কোনো সাহায্যও পায়নি। ক্রীতদাসত্বের ইতিহাস, ঔপনিবেশিক লুঠতরাজ এবং অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ ও অব্যাহতভাবে পশ্চিমী দুনিয়ার বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ঘাত প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত

CamScanner

অর্থনীতির বিকাশের পক্ষে বিশেষ করে ক্ষতি করছিল পশ্চিমী সামরিক চাপের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য বৈষয়িক ও মানব সম্পদকে বেসামরিক অর্থনীতি থেকে যুদ্ধঅর্থনীতিতে ঘুরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা। রাষ্ট্রীয় মালিকানা বা পরিকল্পিত অর্থনীতি নয় বরং ঠান্ডা যুদ্ধ, অস্ত্র প্রতিযোগিতা- যা সোভিয়েত ইউনিয়নকে অধিকতর শক্তিশালী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জড়িয়ে ফেলেছিল, তাই সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পক্ষে অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর শিল্প অর্থনীতিগুলোকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তথাপি, সোভিয়েত অর্থনৈতিক বিকাশকে পঙ্গু করার অব্যাহত পশ্চিমী প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত অর্থনীতি যুদ্ধকালীন সময় ছাড়া প্রতি বছরই তার অস্তিত্বের সমগ্র পর্যায়েই ইতিবাচক বিকাশ ঘটিয়েছে এবং সকলের জন্য বৈষয়ীকভাবে নিরাপদে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করেছে। কোন্ ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি এমন সাফল্যের দাবী করতে পারে?

চতুর্থ কল্পকথা হল— 'সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষ সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে পুঁজিবাদেই আস্থা রেখেছে।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা সোভিয়েত ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা বা সমাজতন্ত্রই ফিরিয়ে আনতে চাইছে। একটি সাম্প্রতিক জনসমীক্ষায় উঠে এসেছে আটান্ন শতাংশ মানুষ রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও বন্টনের পক্ষে রায় দিয়েছে। সেখানে মাত্র আটাশ শতাংশ মানুষ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত বন্টনের পক্ষে তাদের মত ব্যক্ত করেছেন। চোদ্দ শতাংশ মানুষ এ বিষয়ে তাদের মতামত দিতে পারেননি। অধ্যাপক পাইপ কর্তৃক আর একটি জনসমীক্ষায় বাহাত্তর শতাংশ মানুষ ব্যক্তি পুঁজির বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে।

পঞ্চম যে কল্পকথাটি প্রচার করা হয় তা হল, 'বাইশ বছর পর পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষ দেখছে সোভিয়েত ইউনিয়নে ভাঙন তাদের কাছে ক্ষতিকর হয়নি; বরঞ্চভালোই হয়েছে।' কিন্তু এই ধারনাটিও সম্পূর্ণভাবে ভুল। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী এগারোটি পূর্বতন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের মানুষ (রাশিয়া, ইউক্রেন, বেলারুশ, উজবেকিস্থান, কাজাকস্থান, জর্জিয়া প্রভৃতি) যারা ভেবেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন তাদের জন্য ভালো হবে, আজ তারা অনেকেই মনে করে ভাঙনের ফলে তাদের ক্ষতি হয়েছে বেশি। বিশেষ করে যে বয়স্ক মানুষরা পূর্বতন সোভিয়েত ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তারা এই ক্ষতির দিকটি আরো ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারছেন। সমাজতন্ত্র বিরোধী পাইপের দ্বারা সংগঠিত আর একটি সমীক্ষায় উঠে এসেছে যে রাশিয়ার চার ভাগের তিন ভাগ মানুষের কাছেই সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন দুঃখজনক, যা একেবারেই অপ্রত্যাশিত তাদের কাছে যারা পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের দমননীতি ও আর্থিক

দুরবস্থার কথা বলেন।

ষষ্ঠ যে কাল্পনিক কাহিনীটি পুঁজিবাদের প্রচারকরা দাবী করে থাকেন— 'পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকরা আগের তুলনায় ভালো আছেন।' এক্ষেত্রে সকলেই জানেন কিছু লোক নিশ্চয়ই ভালো আছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল বেশীর ভাগ মানুষই কী ভালো আছেন? যেহেতু বেশিরভাগ মানুষই মানছেন যে তারা পূর্বতন সোভিয়েত সমাজতন্ত্রেই ভালো ছিলেন এবং নতুন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তাদের ক্ষতিই করেছে বেশি। তাই বলা যায় যে, বেশিরভাগ মানুষই নতুন বর্তমান ব্যবস্থায় ভালো নেই। এই ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হয় যদি আমরা এই মানুষগুলির জীবনকাল (Life expectancy) সম্পর্কে আলোকপাত করি। একটি বিশ্ব বিখ্যাত স্বাস্থ্য পত্রিকা 'দি ল্যান্সেট'-এ সমাজতত্ত্ববিদ ডেভিড স্টাকলার ও স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষক মার্টিন ম্যাক্কি দেখিয়েছেন যে পূর্বতন সোভিয়েত ব্যবস্থার পর থেকে সেখানকার মানুষের জীবনকাল কীভাবে কমতে শুরু করেছে। খুব কম সংখ্যক পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশই তাদের পূর্বের জীবনকাল ধরে রাখতে পেরেছে। । রাশিয়তে পুরুষদের জীবনকাল ১৯৮৫ সালে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ছিল ৬৭ বছর। ২০০৭ সালে সেটি নেমে এসেছে ৬০ বছরে। ১৯৯১ থেকে ৯৪ আয়ুকাল সবথেকে কমেছে। সমাজতন্ত্রের ভাঙনের পর পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বহু অকাল মৃত্যু ঘটেছে এবং মৃত্যুর হারও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের পরিসংখ্যন অনুয়ায়ী শার্লে শিরিসটো ও হাওয়ার্ড ওয়াটকিন ১৯৮৬ সালের একটি গবেষণায় উঠে এসেছে যে পুঁজিবাদের সময় থেকে সমাজতন্ত্রের সময়ই জীবনকাল, শিশু মৃত্যুর হার, ক্যালোরি গ্রহণ এবং বাহ্যিক সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি আরো ভালো ছিল। অধ্যাপক পাইপের দ্বারা সংগঠিত আরো একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, রাশিয়ানরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে একটি ধাপ্পা হিসাবেই দেখেন। বেশীরভাগ রাশিয়ানরাই মনে করেন পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধনী ও প্রভাবশালী লোকেদের পরিচালিত সরকারের একটি মুখোশ মাত্র। কে বলেছে যে রাশিয়ানদের বোঝার ও বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা নেই?

সপ্তম কাহিনীটি হল— যদি পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের লোকেরা সমাজতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনতে চাইত তাহলে তারা তা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেই করতে পারত। কিন্তু বাস্তবে তা এত সহজ নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সেইসব নীতিকেই সমর্থন করে যা তাদের অনুকূলে, এমন নীতি নয় যা তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে পারে। এই ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য বীমা প্রকল্পর প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যেতে পারে। যদিও সব আমেরিকান নাগরিক এই বীমার আওতার মধ্যে আসতে চান, কিন্তু সবার অন্তর্ভুক্তি হয়নি। তাহলে তারাও চাইলে এর জন্য ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে এটি সম্ভব নয়। কারণ এটি

CamScanner

কিছু শক্তিশালী ও বিত্তবান বেসরকারী বীমা কোম্পানীর স্বার্থের প্রতিকূলে যাবে, তাই তারা তাদের ব্যবসায়ীক স্বার্থে তাদের ক্ষমতা ব্যবহার করে এই নীতি স্থগিত করে রেখেছে। তাই বলা যায়, যা জনমোহিনী তা সব সময় সমাজে স্থান পায়না, সেখানে বিত্তবানরা তাদের স্বার্থে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করেন।

মাইকেল পেরেন্টি লিখেছেন, পুঁজিবাদ শুধুমাত্র একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নয়, এটি একটি সমাজব্যবস্থা। একবার এটি প্রচলিত হয়ে গেলে ভোটের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদে পরিণত করা যায় না। তারা দপ্তর অধিগ্রহণ করতে পারে কিন্তু আসল ক্ষমতা সমাজের সম্পদ, উৎপাদন সম্পর্ক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, আইন ব্যবস্থা, পুলিশ বিভাগ প্রভৃতি পুঁজিবাদীদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পুন:প্রবর্তন আবার বিপ্লবের মাধ্যমেই হতে পারে, ভোটের মাধ্যমে নয়। কিন্তু বিপ্লব শুধুমাত্র মানুষের পছন্দ অপছন্দের ওপর নির্ভর করে না। বিপ্লব তখনই ঘটে যখন পুরনো ব্যবস্থায় মানুষের জীবন অসহনীয় হয়ে ওঠে এবং দেশের বেশীরভাগ মানুষ সেই ব্যবস্থা থেকে মুক্তির তীব্র আকাঙ্খা নিয়ে একটি বিকল্প রাজনৈতিক সংগ্রাম ও শক্তির জন্ম দেয়। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য রাশিয়ার মেহনতি, সাধারণ মানুষের সংগ্রাম ও শক্তি এখনও সেই কাঙ্খিত জায়গায় পৌঁছাতে পারেনি।

২০০৩ সালে একটি সমীক্ষা হয়েছিল যাতে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, যদি আবার সমাজতন্ত্র ফিরে আসে তাহলে তাদের মনোভাব কী হবে? সেই সমীক্ষায় দেখা গেল যে, মাত্র ১০ শতাংশ মানুষই এর বিরোধীতা করছে। সেখানে ২৭ শতাংশ মানুষ এটি মেনে নিতে প্রস্তুত। ১৬ শতাংশ মানুষ অন্য কোথাও যাবার কথা বলেছেন। আর মাত্র ১০ শতাংশ মানুষ সক্রিয়ভাবে এটিকে প্রতিরোধ করবেন জানিয়েছেন।

তাই বলা যায় সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনে অনেকেই দুঃখিত;বিশেষ করে যারা পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নকে দেখেছেন। কিন্তু সেইসব পশ্চিমী সাংবাদিক বা রাজনীতিকরা যারা তাদের পুঁজিবাদের প্রিজম দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে দেখেন তাদের কাছে বিষয়টা ভিন্ন। এখন বুর্জোয়া মিডিয়ার প্রচার সত্ত্বেও দু'দশকের বহুদলীয় গণতন্ত্র, ব্যক্তিমালিকানধীন প্রতিষ্ঠান ও বাজার অর্থনীতির অভিজ্ঞতা থেকে বেশীরভাগ রাশিয়ানই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরে যেতে চান। তাই বলা যায় সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল এটি সত্য নয়।

অনুবাদ ঃ অলক দত্ত ও রূপা চক্রবর্তী।

CamScanner

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক চিকিৎসা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক পরিব্যাপ্ত ও সুসংহত

আর্থার নিউজহোম, জন অ্যাডামস্ কিংসবারী

(ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের লোকাল গভরমেন্ট বোর্ডের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল মেডিক্যাল অফিসার স্যার আর্থার নিউজহোম এবং আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক চ্যারিটিজের প্রাক্তন কমিশনার জন অ্যাডামস্ কিংসবারী ১৯৩২ সালে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া পরিদর্শন করে ১১৩৩ সালের ১ অক্টোবর "রেড মেডিসিন সোশ্যালাইজড হেলথ ইন সোভিয়েত রাশিয়া" শীর্ষক যে রিপোর্ট পেশ করেন, তার কিছু অংশ অংশ আমরা প্রকাশ করছি।)

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল নাগরিকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ, তাই যখনই কোনো রাশিয়ান নাগরিক অসুস্থ হত, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত সরকার তার চিকিৎসার পূর্ণ দায়িত্ব নিত। সোভিয়েত ইউনিয়নই পৃথিবীর একমাত্র দেশ যারা তার সমস্ত নাগরিকদের (পুরুষ, নারী ও শিশু) একটি সুসংহত ও পরিপূর্ণ চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ করে দিয়েছিল। যদিও এই সুবিশাল অভূতপূর্ব ব্যবস্থা যতটা ফলপ্রসূ হওয়ার কথা ছিল ততটা হয়নি। তবুও এই প্রচেষ্টাকে বাকী পৃথিবীর পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।...

রাশিয়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে রাশিয়ার চিকিৎসা ব্যবস্থার ত্রুটি ও অপর্যাপ্ততা আমাদের কাছে প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে—যে যে ভালো ব্যবস্থাগুলো আমাদের দেখানো হয়েছিল সেগুলো একেবারেই সাজানো নয়, যথার্থই রাশিয়ায় এই চমৎকার সম্প্রসারিত চিকিৎসা ব্যবস্থার নজির রেখেছিল, যা বাকি পৃথিবীর কাছে শিক্ষনীয়...

CamScanner

সোভিয়েত ইউনিয়নে বেকারত্ব না দেখলেও বার্লিনে থাকার সময় আমরা জার্মানির শিল্প ক্ষেত্রে যে মন্দা চলছিল তার আঁচ পেয়েছিলাম। বার্লিনের রাস্তায় সক্ষম লোকেদের ভিক্ষা চাওয়ার ঘটনাই সেই পরিস্থিতির দিকে ইঙ্গিত করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে কিছু বছর আগেকার রাশিয়া গমনার্থীদের বন্য শিশু (wild children)র অভিজ্ঞতার কথা। সে সময় রাশিয়ার রাস্তায় পথ শিশুরা ঘুরত ও বিভিন্ন আদিম উপায় অবলম্বন করে বেঁচে থাকত। যদিও বেশীর ভাগ শিশুকেই সর্বাঙ্গীন বিকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবুও শিশু ও কিশোরদের মধ্যে অপরাধমূলক কাজ-কর্ম একেবারে লুপ্ত হয়নি। যদিও সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় আমরা যে সব শিশুদের দেখেছি তারা খুবই ভদ্র।

সোভিয়েত রাশিয়ায় ভ্রমণকালে আমরা সিনেমা দেখার পাশাপাশি নাটকও দেখেছিলাম। নাটক দেখার সময় আমাদের একটি অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিতে চাই, আমরা দেখেছিলাম অভিজাত সম্প্রদায়ের পরিবর্তে ভারী শিল্পের শ্রমিকদের বিশেষ আসনে বসে সঙ্গীত ও নাটকের প্রশংসা করতে, যা সমাজে তাদের সম্মানজনক অবস্থানের কথাই তুলে ধরে।

যদিও আমরা রাশিয়ায় ঘুরতে ও শিল্প-কৃষ্টি আস্বাদন করতে যাইনি তবুও রাশিয়ার মধ্যযুগীয় স্থাপত্যগুলো থেকে আমরা নজর ফেরাতে পারছিলাম না— যা সম্পদের প্রাচুর্যে ভরপুর। এই ঘটনা আর একটি বিষয়ের দিকে আলোকপাত করে যে রাশিয়ার পুরাতন সমৃদ্ধি ও সম্পদ যা শুনেছি, যা অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে বা বিক্রি হয়ে গেছে তা একেবারেই মিথ্যা প্রচার। হারমিটেজ ও অন্যান্য মিউজিয়ামে রত্ন ও প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রীর সম্ভার দেখার সময় আমাদের দোভাষী গাইডও আমাদের জানায় যে প্রবল অর্থনৈতিক সঙ্কট থাকা সত্ত্বেও পূর্বতন রাশিয়ার সকল সম্পদই রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে।

রাশিয়ায় বিভিন্ন চিকিৎসালয় পরিদর্শনকালে সেইসব প্রতিষ্ঠানে আধিকারিকরা আমাদের সঙ্গে ছিলেন ও ভালোভাবে অনুসন্ধান করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। আমরা যা জানতে পেরেছি বিভিন্ন সাক্ষাৎকার - পরিদর্শন প্রভৃতি মাধ্যমে সেইসব আমরা বিশদে আলোচনা করব।...

আমরা রাশিয়া ভ্রমণকালে বহু অট্টালিকা দেখেছি। যা পূর্বে ধনী ব্যবসায়ীদের অধীনে ছিল কিন্তু এখন এগুলো শ্রমিকদের করায়ত্ত। এই অট্টালিকাগুলোর কোনোটিকে তারা তাদের বিশ্রামাগার, কোনোটিকে চিকিৎসালয়ে রূপান্তরিত করেছেন। যেমন একটি প্রাসাদ পরিদর্শন করেছিলাম যেটি পূর্বে একজন বড় চিনি ব্যবসায়ীর অধীনে ছিল, এখন সেটি যক্ষা রোগীদের চিকিৎসালয়ে পরিণত হয়েছে। আর একটি অট্টালিকা যা নেভায় অবস্থিত, সেটিও শ্রমিকদের

CamScanner

বিশ্রামাগারে পরিণত হয়েছে। আমরা একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিদর্শন করেছিলাম যাতে পড়ার ঘর ও শিশুদের দেখাশোনার ঘরও আছে। যেখানে নার্সরা শিশুদের দেখাশোনা করে। এছাড়াও বিদেশী অতিথিদের থাকার ব্যবস্থাও অছে। আমরা খুবই আগ্রহী ছিলাম ডাঃ প্যাভলভ হাসপাতাল পরিদর্শন করার জন্য, যদিও সেই বিখ্যাত বিজ্ঞানী অনুপস্থিত ছিলেন। তার পুত্র আমাদের সঙ্গ দিয়েছিলেন, তিনিও আমাদের মূল্যবান তথ্য দিয়েছিলেন। উনি আমাদের আর একজন বিখ্যাত শারীর বিজ্ঞানের অধ্যাপকের (Dr. Beli) সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিলেন, যিনি লেনিনগ্রাদের মিলিটারী অ্যাকাডেমীর অধ্যাপক ছিলেন। যদিও তারা কেউই কমিউনিস্ট ছিলেন না তবুও ক্রেমলিনের কমিউনিস্ট সরকার তাদের গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বতভাবে সাহায্য করেছিল।...

আমরা আমাদের ভ্রমণকালে কাজানে পৌঁছেছিলাম যা তাতার প্রজাতির অতীতকাল থেকেই ঘাঁটি ছিল, যা তাতার প্রজাতির রাজধানী ও একই সঙ্গে ভলগা প্রদেশের সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র ছিল। কাজানের লোক সংখ্যা এক লক্ষ পঁচানব্বই হাজার, যার মধ্যে পঞ্চাশ শতাংশই তাতার জনজাতির। আমরা জানতে পারলাম যে তাতার প্রজাতন্ত্রে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে সেখানে বলতে গেলে একটিও হাসপাতাল ছিল না কিন্তু এখন সেখানে বিশটি বড় হাসপাতাল ও যক্ষা রোগীদের চিকিৎসালয় আছে। এছাড়াও তাতার ছাড়া অন্যান্য জনজাতির জন্য হাসপাতালও বৃদ্ধি পেয়েছে।...

ভলগা নদীতে যাত্রাকালে আমাদের সঙ্গে একজন ইংরাজী ভাষী রাশিয়ান কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের আলাপ হয়েছিল—তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার কর প্রথা, শ্রমের ঘন্টা, কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুবিধা ও ঔষধ শিল্প সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছিলেন। সেই ভদ্রলোক সাধারণ শ্রমিক অবস্থা থেকে শ্রমিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাচিত হয়ে পড়াশুনা করেছিলেন। তার কথাবার্তাই প্রমাণ করছিল যে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত। তিনি একমাসের সবেতন ছুটিতে ভ্রমণ করছিলেন। এরপর আমরা আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমালাম যিনি আমেরিকার ওয়াল স্ট্রীটে একজন ব্যবসায়ী। আমরা যেরকম অবাক হয়েছিলাম রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি দেখে তেমনি ওই ভদ্রলোকও রাশিয়ার শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রগতি দেখে খুবই অভিভূত। তিনি সবথেকে বেশি খুশি একটি বিষয়ে যে রাশিয়ায় সাধারণ শ্রমিকদের তাদের আধিকারিকদের সমালোচনা করার স্বাধীনতার অধিকার প্রসঙ্গে। তিনি বলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ তাদের শ্রমিকদের সমালোচনা করার অধিকারের মধ্যেই নিহিত আছে। যদিও তিনি বিভিন্ন কারখানায় অনেক অসঙ্গতি লক্ষ্য

করেছেন তবুও তিনি আশাবাদী সেই ত্রুটিগুলি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব বলে।

সন্ধেবেলায় ডাঃ শোকোলোভা স্ট্যালিনগ্রাদ জেলার বিভিন্ন চিকিৎসাকেন্দ্র ও বিভিন্ন রোগের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি সুন্দর বক্তব্য রাখলেন। তিনি সেখানকার ও অন্যান্য স্থানের চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে সাদৃশ্যগুলোর আলোচনা করলেন যা আমাদের বুঝতে সাহায্য করল যে মস্কোর চিকিৎসা ব্যবস্থার নীতিগুলিই দেশের বাকি অংশে প্রচলন হচ্ছে।

আমাদের আর একটি গন্তব্য ছিল রস্তব চিকিৎসালয়- যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কেন্দ্রের আধুনিক শয্যা ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারে এটি নিউইয়র্কের নতুন চিকিৎসাকেন্দ্রের সঙ্গে তুলনীয়। শিশু হাসপাতাল ও যক্ষা রোগীদের হাসপাতাল দুটি আমাদের দেখা শ্রেষ্ঠতম হাসপাতালগুলোর অন্তর্ভুক্ত। শিশু হাসপাতালের একটি বৈশিষ্ট্য হল অসুস্থ শিশুদের সঙ্গে মায়েদের সর্বক্ষণ উপস্থিতি। এই ব্যবস্থার সুফল সম্পর্কে চিকিৎসকরা জোর দিয়েছিলেন কারণ তাদের মতে শিশুদের মায়ের সঙ্গ তাদের আরোগ্য দ্রুততর করে ও অনেক ক্ষেত্রে তাদের জীবনও বাঁচিয়ে দেয়।..

৭ই সেপ্টেম্বর ভোরবেলা আমরা আমাদের নোটবই অসংখ্য নথিতে পূর্ণ করে ও আমাদের যত্নে লালিত রাশিয়ানদের ছবি দ্বারা পূর্ণ করে মস্কো থেকে বিমানে বার্লিনের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। একাধারে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ানদের জীবন যেমন আনন্দ-উৎসব-ক্রীড়ায় পূর্ণ তেমনি অন্যদিকে একটি অদ্বিতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার দ্বারা অলংকৃত, যে ব্যবস্থা আমাদের দেখা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক পরিব্যপ্ত ও সুসংহত।

অনুবাদ ঃ রূপা চক্রবর্তী।

শ্রেণী দল ও বিপ্লব

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রেণী

এক কথায় একে অর্থনৈতিক জাত বলা যেতে পারে। এই জাতের ভাগটা কি করে এল সেটা বোঝা দরকার। মানুষ বাঁচতে পারে না আর মানুষের সমাজ টিকতে পারে না যদি কেউ ধান না রোয়, তরকারি না ফলায়, কাপড় না বোনে। তাই সমাজজীবনের গোড়ার কথা হচ্ছে—মানুষের খাওয়া পরার কথা। এই খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতে গেলে জিনিস তৈরি করবার ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন ধরুন অনেক কাল আগেকার কথা, তখন সব মানুষই খাটত—কেউ বসে থেকে পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেত না। কেউ ফসল ফলাত, কেউ কাপড় বুনত, কেউ ধরত মাছ, কেউ কাটত জঙ্গল। যে যা পেত সব এক জায়গায় এনে জড়ো করত, সবাই মিলে ভাগ করে খেত। মানুষের সমাজে সেই প্রথম অবস্থায় জমি আর গরু ছিল মানুষের বাঁচবার জিনিস। এগুলি কোনও একটি লোকের সম্পত্তি ছিল না। সমাজে সবারই সমান অধিকার ছিল জমি গরু ও ছাগলের উপর। এই সমাজের মাল তৈরি করবার সব যন্তর, সব কলকব্জা, তখন ছিল জমি আর গরু। কয়েকজন লোক এই সবগুলোকে দখল করে নিয়ে অন্যদের চাকর বানিয়ে খাটাবার সুযোগ পায়নি—তাই শ্রেণী বা অর্থনৈতিক জাত তখন ছিল না। এই সমাজকে 'গোষ্ঠীমূলক সমাজ' বলা হয়। মানুষের সমাজের প্রথম অবস্থা এই ছিল, মানুষ এক গোষ্ঠীর লোকের মতো বাস করত। যে যা কাজ করে সেটা সবার জন্য করে। ফসল ফলায়, মাছ ধরে, কাপড় বোনে সবার জন্যে।

সময়ে এই সমাজের কাঠামো কি করে ভাঙল, কি করে সমাজের মাল তৈরির যন্তরগুলো কতকগুলো লোক চুরি করে নিজেদের দখলে নিয়ে মানুষদের ভাগ করে ফেলল দুই ভাগে, এক, যারা মাল তৈরির যন্তরগুলোর মালিক, আর দুই, যারা যন্তর খুইয়ে যন্তরের মালিকদের চাকর—সেটা এবার দেখা যাক।

যখন গোষ্ঠী সমাজে লোক বাড়তে লাগল, তখন খাওয়া পরার ব্যবস্থাটা ক্রমশ জটিল হয়ে পড়তে লাগল। দশজন লোককে খাওয়াতে পরাতে যে বন্দোবস্ত করতে হয় একশো জন লোককে খাওয়াতে তার চেয়ে বেশি বন্দোবস্ত

করা দরকার। লোকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে কয়েকজনের উপর সমাজ জিনিস পত্তর বেঁটে দেওয়ার ভার দিল। প্রথম অবস্থায় খাওয়ার জিনিস প্রভৃতি ভাগ করে দেওয়ার ভার কোনও বিশেষ লোকের উপর ছিল না। এক সঙ্গে বসে সবাই ভাগ করে নিত। লোক বেড়ে যাওয়াতে আর তৈরি জিনিসের সংখ্যা বাড়াতে—দরকার হল কয়েকজনের উপর ভাঁড়ার ঘরের ভার ও যার যা দরকার তাকে তাই দেবার ভার দেওয়ার।

প্রথমে এই ভাঁড়ার ঘরের জিম্মেওয়ালা, ফসল ভাগ করে দেবার লোকগুলো, তাদের একচেটিয়া অধিকারে আনতে পারেনি, সমাজ তাদের বেছে নিত, দরকার মতো বদল করত, একজন মরলে তার জায়গায় আরপ একজনকে ভর্তি করত। সময়ে ফসল ভাগ করে দেওয়ার ভার যাদের উপর ছিল তারা চালাকি করে সমাজের হাত থেকে সরিয়ে নিল এই ক্ষমতা নিজেদের হাতে। এই ভাঁড়ার ঘরের জিম্মের কাজ আর ফসল বাঁটবার কাজ এরা নিজেদের একচেটিয়া করে নিল, বংশগত ব্যাপার করে নিল। বাপ মরলে ছেলে, তারপর তার ছেলে হবে ফসল বাঁটনেওয়ালা, এমনিতর হল ব্যবস্থা। অন্যেরা যখন দেখল যে, এই কাজের ভার এক বংশের লোকের হাতে থেকে যাচ্ছে, অন্য কেউ সেটা পাচ্ছে না, শুধু এরাই ধান, কাপড় বেঁটে দিচ্ছে, তখন তারা ভুল করে ভাবল যে জমি গরু বাছুর সব কিছুর মালিক বোধ হয় এরাই। এই সুযোগে ফাঁকি দিয়ে সবাইয়ের জমি, জিম্মেদারেরা নিজেদের জমি করে নিল। সমাজের ভাঁড়ার ঘরের ভার পাওয়া লোকগুলো নিজেরা সবার জমির মালিক হয়ে বসল। বাদ বাকি লোকগুলো জমি চষতে লাগল, কিন্তু জমি আর তাদের রইল না। জমির মালিকদের খাজনা দিয়ে তবে তার জমি চষতে পেল। সেই থেকে শুরু হল অর্থনৈতিক জাতের অর্থাৎ শ্রেণীর। এখন তার জায়গা নিল জায়গিরদার আর চাষী। দেখা দিল এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা জায়গিরদার সমাজ।

তারপর যখন কল তৈরি হল, কলকারখানা বসল, তখন আরও দুটি শ্রেণী গজাল এই কলের মাল তৈরি করবার ব্যবস্থা থেকে। জন্মাল কলওয়ালা আর মজুর। কলওয়ালা হল তারা যারা সস্তায় চাষীর ধান কিনে বেশি দামে বেচে ব্যবসা করে পয়সা জমিয়ে কল খুলে বসল। সেখানে গিয়ে জুটল ক্ষিদের জ্বালায় গরিব ভুখা চাষীর দল। নামে মাত্র মজুরিতে তারা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে লাগল।

এরাই হল প্রথম মজুরের দল। এক দলের পেট হল মোটা, হাড়ে লাগল মাস, আর একদল আধপেটারও কম খেয়ে হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে শুকিয়ে গেল, মরে গেল অকালে। কলওয়ালা ও মজুর দুটো শ্রেণী গজাল এই করে,

CamScanner

কলকারখানা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। আমাদের বর্তমান সমাজ এই কলওয়ালাদের সমাজ, কলওয়ালাদের মুঠোর মধ্যেই এই সমাজের অর্থ, বল, সব কিছু আটকা আছে।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমে দেখা দিল দুটো শ্রেণী, চাষী আর জায়গিরদার। তারপর কলের পত্তন হবার পর দেখা দিল আরও দুটো শ্রেণী—মজুর আর কলওয়ালা।

সব কলওয়ালা মিলে কলওয়ালা শ্রেণী তৈরি, যেমন সব মজুর কিংবা চাষী মিলে মজুর শ্রেণী আর চাষী শ্রেণী সৃষ্টি করে।

এখন আমরা বুঝতে পারছি শ্রেণী কী, আর শ্রেণী কি করে গজাল। সমাজে খাওয়া পরার মাল তৈরি করে যার সেই মজুর চাষীরা বহুদিন থেকে মাল তৈরি করবার যন্তরগুলোর মালিকানা খুইয়ে বসেছে। মাল এরাই তৈরি করে কিন্তু মরে না খেয়ে। আর যারা মাল তৈরি করবার যন্তরের মালিক তারা মাল তৈরি না করেও লাভ করে। মাল তৈরি করার যন্তরগুলোর মালিকানা যখন থেকে সবার হাত থেকে সবার হাত হতে কতকগুলো লোকের হাতে গিয়েছে, তখন থেকে শ্রেণী দেখা দিয়েছে।

জমিদার, চাষী, কলওয়ালা, মজুর এইসব ভাগে মানুষ ভাগ হয়ে গিয়েছে।

আগেই আমরা দেখেছি যে গোষ্ঠী সমাজে যখন মাল তৈরি করবার যন্তরগুলো সকলের হাতে ছিল তখন শ্রেণী ছিল না। তাই যখন জমিদার কলওয়ালা ধ্বংস হবে, তখন সবাই খেটে খাবে আর দরকার মতো নেবে। তখন জমি জমিদারের হাত থেকে সকলের হাতে যাবে, কল হবে কলে যারা খাটে তাদের। তখন শ্রেণী আর থাকবে না। তখন এমন একটা সমাজব্যবস্থা তৈরি হবে যাতে ধনী গরীব নেই, জমিদার কলওয়ালা নেই। থাকবে শুধু খেটে-খাওয়া মানুষের সমাজ। এই সমাজের হাতে থাকবে মাল তৈরি করবার আর ফসল ফলাবার সব যন্তরগুলো। সেই সমাজ সামনে আসছে। এই সমাজেরই নাম কমিউনিস্ট সমাজ।

বিপ্লব

শ্রেণী সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময় আমরা দেখেছি যে মাল তৈরি করবার যন্তরগুলো কেমন করে সকলের হাত থেকে একটা শ্রেণীর হাতে গিয়ে পড়ল, আর কেমন করে তারপর অন্য আর একটি শ্রেণী মাল তৈরি করবার যন্তরগুলোর মালিক হয়ে পুরানো শ্রেণীকে হটিয়ে নিজে সমাজের মোড়ল হয়ে বসল। যেই এক শ্রেণীর হাত থেকে অন্য শ্রেণীর হাতে সেই মোড়লি চলে যায় অমনি সমাজের চেহারা বদলে যায়। যেমন ধরুন সেই গোষ্ঠী সমাজের কথা যখন

CamScanner

সমাজের মাল তৈরির যন্তরগুলো ছিল সবার অধিকারে। যেই সেই অবস্থা থেকে যন্তরগুলো কতকগুলো লোকের হাতে গেল, তারা সমাজের মালিক হয়ে বসল, অমনি তারা গোষ্ঠী সমাজ ভেঙে তাদের মনের মতো জমিদার সমাজ পত্তন করল যাতে করে তাদের শ্রেণীর সুবিধেগুলো পুরোপুরি আদায় করতে পারে। তারপরে যেই কলের সৃষ্টি হল অমনি সমাজের মাল তৈরীর যন্তরগুলোর মালিক কলওয়ালারা সমাজের পুরনো মালিক জমিদারদের সরিয়ে দিয়ে তাদের জায়গা জুড়ে বসল। জমিদার সমাজ গেল চলে, কলওয়ালা সমাজ দেখা দিল।

তা হলে আমরা দেখছি যে, সমাজের মাল তৈরির যন্তর যে শ্রেণীর হাতে যখন থাকে, সেই শ্রেণী তখন সমাজের মোড়ল হয়ে বসে। এখানে একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে এই যে মাল তৈরি করবার যন্তরগুলো চিরকাল এক থাকে না। আজ যে যন্তর দিয়ে পাথর ভাঙছি দশ ঘন্টায়, কাল এমন যন্তর কেউ তৈরি করতে পারে যেটা দিয়ে পাঁচ ঘন্টায় পাথর ভাঙা যাবে। আগে তাঁতে তিনদিন খেটে একটা কাপড় বোনা হত, আজ এমন কল তৈরি হয়েছে যাতে দিনে হাজার কাপড় বোনা হচ্ছে। পরে এমন কল তৈরি হতে পারে যাতে দিনে দশ হাজার বোনা যাবে। নতুন যন্ত্রের সৃষ্টির ফলে সমাজের ব্যবস্থার মধ্যে গণ্ডগোলের শুরু হয়। যেমন ধরুন, জমিদার সমাজে, চাষী জমিদারকে খাজনা দিয়ে জমি চাষ করে। ঘানিতে তেল হয় তার জন্যে জমিদার খাজনা নেয়, তাঁতি কাপড় বোনে তার জন্যে জমিদার সেলামি আদায় করে, ডাল ভাঙা হয় জাঁতায় তার জন্যে জমিদার কিছু পায়। কাপড়-বোনা, ডাল-ভাঙা, ধান-ছাঁটা, তেল-পেষা, সে যে কাজই হোক না কেন গ্রামে, সবেতে জমিদারের বখেরা আছে। সেই জমিদার সমাজে কল দেখা দিল একদিন। ধানের কল, তেলের কল, কাপড়ের কল বসল। যারা এই কলগুলির মালিক তারা জমিদারকে বখরা দিতে রাজি নয়। জমিদার এদিকে কল বসাতে দিতে রাজি নয়, তাতে তার লাভ বন্ধ হয়ে যাবে অনেক দিক দিয়ে। চাষীদের উপর জোর করে জুলুম করে পাওনা গণ্ডা আদায় করা যায়, কিন্তু কলওয়ালাদের কাছ থেকে সেটা হয় না। তাই জমিদার, কলের ও কলের মালিকদের শত্রু হল। কলের মালিকও জমিদারদের শত্রু না হয়ে পারল না। কেননা জমিদারদের হাতে তখন সব ক্ষমতা থাকায় তারা প্রাণপণে বাধা দিতে লাগল কলওয়ালাদের। গরীব চাষীরা যারা জমিদারের অত্যাচারে সব খুইয়ে বসেছে তারা কলে কাজ করে কোনও রকমে পেট চালাবে ভাবছিল; তাদের গাঁ ছেড়ে শহরে এসে কলে কাজ করতে দিলে না জমিদারেরা। এদিকে গরিব চাষীরা গাঁ ছেড়ে এসে কলে কাজ না নিলে কল চলবে কি করে? গরিব চাষীরাই তো কলের প্রথম মজুরের দল। তাই জমিদার কলওয়ালায় লাগল ভীষণ ঝগড়া, বাধল দুমদুমাদুম

লড়াই। নতুন যন্ত্র তৈরি করার ফলে সমাজের মাল তৈরি করবার শক্তি হাজারগুণ বেড়ে গেল অথচ জমিদার সমাজের কাঠামোর মধ্যে সেই শক্তি কোনও সুবিধা পেল না তার ক্ষমতা জাহির করবার, জমিদারেরা সমাজের কাঠামোটাকে এমনই এঁটে সেঁটে বেঁধে রেখেছিল যে সেটা না ভাঙতে পারলে কলের যে শক্তি সেটা চাপা পড়ে যেতে থাকল। সমাজের মাল তৈরির নতুন শক্তির সঙ্গে সমাজের পুরনো ছোট কাঠামোর ধাক্কাধাক্কি শুরু হল। নতুন শক্তির মালিক যে শ্রেণী সেই কলওয়ালা শ্রেণীর সঙ্গে মাল তৈরির পুরনো ব্যবস্থার মালিক জমিদারদের সঙ্গে বাধল লড়াই। এই লড়াইয়ের ফলে জমিদার সমাজ ভেঙে কলওয়ালাদের সমাজ পত্তন হল।

তা হলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা সমাজব্যবস্থা ভাঙে না, যতক্ষণ না সেই সমাজব্যবস্থার মধ্যে মাল তৈরি করবার এমন একটা শক্তি দেখা দিচ্ছে যে শক্তি সেই পুরনো সমাজের কাঠামোটার মধ্যে বাড়বার জায়গা পায় না। যতক্ষণ না সেই নতুন শক্তির সঙ্গে সমাজের পুরনো সঙ্কীর্ণ কাঠামোর লড়াই লাগে। এই লড়াইয়ের নাম হল বিপ্লব, এই লড়াইয়ের ফলে সমাজের পুরনো কাঠামো ভেঙে যায়, নতুন সমাজব্যবস্থা তৈরি হয়।

এই জন্যে বলেছি যে সমাজের মাল তৈরির নতুন শক্তির সঙ্গে সমাজের পুরনো কাঠামোর লড়াই—তারই নাম বিপ্লব। খুব ঠিক কথা, কিন্তু মাল তৈরির শক্তি, সমাজের কাঠামো, এ দুটো তো জ্যান্ত জিনিস নয় যে এরা লড়বে। এক মানুষই লড়তে পারে, লড়েও থাকে। মাল তৈরির নতুন শক্তির সঙ্গে সমাজের পুরনো কাঠামোর লড়াইয়ের মানে হচ্ছে, যে শ্রেণীর হাতে সমাজের এই নতুন শক্তি তার সঙ্গে সমাজের পুরনো কাঠামোর মালিক যে শ্রেণী তার লড়াই। সমাজের কর্তা শ্রেণীর বিরুদ্ধে সমাজের নতুন শক্তি যার হাতে আছে সেই শ্রেণী যে লড়াই করে সমাজের মালিকানা ছিনিয়ে নেবার জন্যে, তার নাম বিপ্লব। যে শ্রেণী সমাজকে এগুতে দিতে চায় না, সমাজকে বেঁধে রাখতে চায় তার পুরনো কাঠামোর মধ্যে, সেই শ্রেণী যদি লড়াই করে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় যে শ্রেণী তার বিরুদ্ধে তাকে বিপ্লব বলা যায় না।

এই বিপ্লবের ফলেই এক সমাজব্যবস্থার জায়গায় আর এক সমাজব্যবস্থার পত্তন হয়, সমাজের মালিক বদল হয়, এক শ্রেণীর হাত থেকে অন্য শ্রেণীর হাতে সমাজের মালিকানা চলে যায়। যেমন দেখুন, জমিদার সমাজের শেষ অবস্থার সময়। এই সময় কলওয়ালাদের সঙ্গে জমিদারদের লড়াইয়ের ফলে জমিদার শ্রেণী গেল হেরে আর তার ফলে সমাজের মালিক হয়ে বসল কলওয়ালা শ্রেণী যাকে আমরা বুর্জোয়া শ্রেণী বলে থাকি।

CamScanner

বুঝেছেন তা হলে যে কপাল চাপড়ালে বা হা হুতাশ করে চোখের জল ফেললে সমাজ বদল হয় না। যাদের হাতে সমাজের মালিকানা আছে তাদের পায়ে হাত বুলোলে তাদের মন গলে না, তারা ক্ষমতা ছেড়ে দেয় না। মিটিং করে সমাজের মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করলে কিংবা অ্যাসেমবলিতে তাদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করে আইন তৈরি করলেই সমাজের মালিক শ্রেণী ভড়কে দিয়ে নিজেদের হাত থেকে সমাজের মালিকানার লাগাম অন্য শ্রেণীর হাতে উঠিয়ে দেয় না। জোর করেই লাগামটা ছিনিয়ে নিতে হয়। সমাজের মালতৈরির নতুন শক্তির মালিক যে শ্রেণী সেই শ্রেণী যখন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে জোর করে সমাজের মালিকানা ছিনিয়ে নেয় সমাজের পুরনো কর্তা শ্রেণীর হাত থেকে, তখন যে লড়াই শুরু করে মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অন্য শ্রেণীগুলো, সেই লড়াইয়ের নাম বিপ্লব।

বিপ্লব তাই সমাজের মাল তৈরির শক্তির মালিক সমাজের উঠতি শ্রেণীর সঙ্গে সমাজের মাল তৈরির পুরনো ব্যবস্থার মালিক পড়তি শ্রেণীর লড়াই। এ লড়াই মুখের কথার লড়াই নয়। যত রকম শক্তি আছে সব শক্তি দিয়ে এই লড়াই। শরীরের বল, মনের বল, দলের বল, অস্ত্রের বল, সব বল ব্যবহার করতে হয় বিপ্লবে।

বিপ্লবে একই দেশের বিভিন্ন শ্রেণীগুলোর মধ্যে লড়াই হয় বলে এই লড়াইকে ঘরোয়া যুদ্ধ (সিভিল ওয়ার) বলে।

বিপ্লব সম্বন্ধে এতক্ষণ যে কথাগুলো সেগুলো মনে গেঁথে নিয়ে আমরা যদি আমাদের বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা খুঁটিয়ে দেখি তবে কি দেখি? আমরা দেখি যে, ক্যাপিটালিস্ট সমাজব্যবস্থার মালিক। মালিক কলওয়ালারা মাল তৈরির যন্তরগুলো নিজেদের মুঠোর মধ্যে শক্ত করে নিয়ে বসেছে। তাদের হাতে মাল তৈরির সব যন্তর থাকায় তারা এমন সমাজব্যবস্থা করেছে যাতে তাদের লাভের ভাগ ভেড়ে যায় কিংবা অন্ততপক্ষে যে লাভটা তারা করে আসছে সেটা যাতে না কমে।

এইটে করতে গিয়ে তাদের করতে হয় কি? ভাল করে বুঝে নিন তাদের লাভ বাড়াতে গিয়ে কলওয়ালা কী করে থাকে। খুব বেশি মাল যখন তৈরি হয়, তখন আমরা সকলেই জানি যে মালের দাম পড়ে যায় বাজারে। মালের দাম পড়ে গেলে কলওয়ালা মজুরের মজুরি কমিয়ে দিয়ে সেটা পুষিয়ে নেয় বটে, কিন্তু যতটা দাম পড়ে যায় ঠিক ততটা তো কমাতে পারে না মজুরের মজুরি, তাই তার লাভ কিছুটা কমে যায়ই মালের দাম পড়ে গেলে।

এই জন্যে কলওয়ালা করে কী? মাল বেশি তৈরি হয়ে গেলে কিছু মাল নষ্ট

করে ফেলে, পুড়িয়ে ফেলে, যাতে করে বাজারে বেশি মাল গিয়ে পড়ে মালের দাম কমে না যায়। হাজার হাজার লোক জিনিসের অভাবে মরছে আর কলওয়ালারা তাদের লাভ বজায় রাখবার জন্যে মাল পুড়িয়ে দিচ্ছে নষ্ট করে দিচ্ছে।

তা ছাড়া কলওয়ালারা আর একটা কাজ করে। যে সব নতুন যন্তর তৈরি হচ্ছে যা দিয়ে কম খাটুনিতে অনেক বেশি মাল তৈরি করা যায়। সেই যন্তরগুলো কিনে নিয়ে চেপে রাখে। সেগুলো যাতে কেউ ব্যবহার করতে না পারে, তার জন্যে সেগুলো বাজারে বের করতে দিচ্ছে না, চেপে রেখে দিয়েছে।

এই নতুন যন্তরগুলোর ব্যবহার হলে মাল অনেক বেশি তৈরি হত। কিন্তু তার একটা ফল হত এই যে কলওয়ালাদের লাভ কমে যেত। তাই তারা লাভের দিকে চেয়ে যন্তরগুলো কিনে নিয়ে বন্ধ করে রেখে দেয়।

তা হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাল তৈরির নতুন শক্তি গজিয়ে উঠেছে। সে শক্তি এই লাভের গণ্ডিতে বাঁধা কলওয়ালাদের চালিত ক্যাপিটালিস্ট সমাজে মাথা তুলতে পারছে না।

কলওয়ালাদের শোষণ ও লাভ বজায় রাখবার জন্যে যে সমাজব্যবস্থা তৈরি তার কাঠামোর মধ্যে মানুষের সুখসাচ্ছন্দ্য বাড়াবার জন্যে সমাজের মাল তৈরির এই নতুন শক্তির ব্যবহার কি করে সম্ভব? ক্যাপিটালিস্ট সমাজে অর্থাৎ কলওয়ালাদের স্বার্থের বনেদের উপর তৈরি সমাজে সেটা সম্ভব হতেই পারে না। তা হলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সমাজের কাঠামোর সঙ্গে এই নতুন মাল পয়দা করবার শক্তির বিরোধ আছে।

কাদের স্বার্থ এই সমাজের কাঠামো ভেঙে এই নতুন মাল পয়দা করবার শক্তিকে পুরো মাত্রায় ব্যবহার করায়? মজুরদের স্বার্থ আছে, স্বার্থ আছে চাষীদের আর গরীব মধ্যবিত্তদের।

বিশেষ করে মজুরদের স্বার্থ আছে, কেননা তাদের কিছুই নেই হাত দুটো ছাড়া। ঘর নেই, জমি নেই, সব তারা হারিয়েছে, তা ছাড়া তারা কলে কাজ করে। মাল পয়দা করবার শক্তি, কলের শক্তি, যন্তরের শক্তি তাদের খুব ভাল করেই জানা আছে দখলে আছে। কলওয়ালারা যখন এই শক্তি ব্যবহার করবে না তখন যারা সারাজন্ম কল চালিয়ে আসছে একমাত্র সেই মজুরেরাই এটা ব্যবহার করতে পারে।

তাই একমাত্র মজুর শ্রেণীই কলওয়ালাদের এই সমাজ ভেঙে মাল পয়দা করবার এই নতুন শক্তিকে পুরো মাত্রায় কাজে লাগাতে পারবে সকলের মঙ্গলের জন্যে। তাই এই কলওয়ালা সমাজ ভাঙবার জন্যে কলওয়ালাদের বিরুদ্ধে যে বিপ্লব হবে তার নেতা হবে মজুর শ্রেণী। মজুর শ্রেণীই চাষী, গরীব মধ্যবিত্ত সমলকে দলে টেনে নিয়ে বুর্জোয়া সমাজ অর্থাৎ কলওয়ালা সমাজ ভেঙে নতুন

CamScanner

কমিউনিস্ট সমাজের গোড়া পত্তন করবে। এই কমিউনিস্ট সমাজে শ্রেণী থাকবে না, অর্থাৎ একদল লোক আর সকলের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খেতে পারবে না।

এতক্ষণ যা আলোচনা করেছি তার থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, বিপ্লব হচ্ছে মাল তৈরির নতুন শক্তির সঙ্গে সমাজের পুরনো কাঠামোর লড়াই। এই নতুন শক্তি যে শ্রেণী ব্যবহার করতে পারে সেই শ্রেণীর সঙ্গে সমাজের মালিক শ্রেণীর লড়াই হবে। তাই বিপ্লব হচ্ছে শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর লড়াই, পড়তি মালিক শ্রেণীর সঙ্গে উঠতি হবু মালিক শ্রেণীর লড়াই। আর এই লড়াই বক্তৃতার লড়াই নয়, কিংবা অ্যাসেমবলি ঘরের লড়াই নয়। এটা জীবন মরনের লড়াই। হয় ওরা নয় আমরা, বিপ্লব হচ্ছে এই ধরনের শেষ বোঝাপড়ার লড়াই।

এই যে শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর লড়াই, বিপ্লব যার নাম, সেটা চালায় কে? শ্রেণীর প্রত্যেক লোক কি নিজের খেয়াল মতো লড়াই শুরু করে, বিপ্লব চালায়? না, এটা মোটেই সম্ভব নয়। এরকম হলে বিপ্লব হট্টগোলে পরিণত হত, উঠতি শ্রেণী, সমাজের মালিক শ্রেণীকে কিছুতেই হারাতে পরত না।

বিপ্লবের আয়োজন করে, সংগঠন করে, প্রচার করে বিপ্লবকে চালিয়ে নিয়ে চলে রাজনৈতিক দল বা পলিটিকাল পার্টি। দলের সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় দেখেছি রাজনৈতিক দল একটি শ্রেণীর সবচেয়ে সচেতন, সাহসী, শ্রেণীস্বার্থের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত সেরা লোক দিয়ে তৈরি হয়। এই রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বেই বিপ্লব হয়। জমিদার সমাজের বিরুদ্ধে যখন কলওয়ালারা বিপ্লব করেছিল তখন কলওয়ালাদের রাজনৈতিক দল সেই বিপ্লব চালিয়ে ছিল। কলওয়ালাদের সমাজের বিরুদ্ধে যখন মজুরেরা বিপ্লব করে যেমন রাশিয়ায় মজুরেরা বিপ্লব করেছিল, তখন মজুরদের রাজনৈতিক দল অর্থাৎ পলিটিকাল পার্টি সেই বিপ্লব চালায়।

তা হলে বুঝছেন যে বিপ্লব হচ্ছে, সমাজকে এগোতে দিচ্ছে না সমাজের যে মালিক শ্রেণী তার বিরুদ্ধে সমাজের মাল তৈরির নতুন শক্তি চালানোর ক্ষমতা যে শ্রেণীর হাতে আছে সেই আগুয়ান শ্রেণীর লড়াই।

বিপ্লব তাই শ্রেণী সংগ্রামের পরিণতি।

বিপ্লব শক্তি ব্যবহার ছাড়া হতে পারে না।

আর বিপ্লবের নেতৃত্ব করে আগুয়ান শ্রেণীর সেরা লোকদের নিয়ে তৈরি পলিটিকাল পার্টি। শ্রেণী আর পলিটিকাল পার্টি বা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বিপ্লবের সম্পর্ক তাই এত ঘনিষ্ঠ, এত অচ্ছেদ্য।

শ্রেণী, দল ও বিপ্লব (অংশবিশেষ); ১৯৪৪

CamScanner

মস্কো বনাম পন্ডিচেরি

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

...সত্যই কি কমিউনিজম ব্যক্তিত্বের পক্ষে বাধা? ব্যক্তিত্ব-বিকাশের গোড়ার কথা ব্যক্তির স্বাচ্ছন্দ্য, তা নইলে সে নিজেকে ব্যক্ত করতে পারে না। মানুষ যখন দরিদ্র, আর্থিক জীবনেই হোক, আর আত্মিক জীবনেই হোক, তখন তার কোনও ছন্দ নেই, তখন সে ছন্নছাড়া। অন্নচিন্তা এবং অর্থচিন্তা মানুষকে এমন চমৎকৃত করে রাখে যে, বাইরের তাল সামলাতে গিয়ে অন্তরের তালা খোলার সময় সে পায় না। আত্মিক দারিদ্র দূর করবার আপাতত দায়িত্ব কমিউনিজমের নয়, আর্থিক দারিদ্র দূর করাই তার প্রথমতম কাজ। অর্থ-লোকে সে আনতে চায় স্বাচ্ছন্দ্য, অন্তর্লোক স্বচ্ছন্দ হবে তার ফলেই। আপনার থেকেই হবে। বাঁধ ভেঙে দিলে নদীর জল বাধ্য হয়ে স্বতই যেমন ছড়িয়ে পড়ে। তখন কেবল দু-একজন নয়, নিখিল ব্যক্তি নিজেকে প্রকাশ করবার সুযোগ পাবে; সেই সার্বজনীন সার্থকতার পথেই সকলের সার্থকতা দেখা দেবে।

কমিউনিজম মানুষের যে-মুক্তি এনেছে তা হচ্ছে সশ্রম মুক্তি। সবাকার অন্ন সে জোগাবে, কিন্তু তার জন্য সবাইকেই খাটতে হবে। এখন পৃথিবীতে এমন কতকগুলি ব্যক্তি আছেন যাঁরা শ্রম করতে নিতান্তই নারাজ—এইটেই তাঁদের ''ব্যক্তিত্ব' বোধ হয়। এঁরা তথাকথিত ইনটেলেকচুয়ালস; কমিউনিজমের বিরুদ্ধে এঁদের ঐক্যতান এই যে, ব্যক্তিত্ব এতই ঠুনকো জিনিস যে, খাটালে মারা যায়। শ্রমে তার মুক্তি নেই, আলস্যেই স্ফূর্তি; তাকে খাটানো নয়, তার জন্যে খাট আনো!

কেউ তাঁরা বলবেন যে, দৈহিক শ্রমে বাধা নেই, কিন্তু বাধ্যতামূলক হলেই হয় ব্যক্তির অপমান। দৈনিক ক্ষুধার দ্বারা বাধ্য হয়ে আমরা ডান হাতের পরিশ্রম করি এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার; তেমনি সামাজিক ক্ষুধার দ্বারা বাধ্য হয়ে যদি আমরা দুই হাতে খাটি, সেইটাই কি হবে অপমান? ক্ষুধা উচ্চবস্তু না হতে পারে কিন্তু তুচ্ছবস্তুও নয়—ক্ষুধার দাবিই সুধার অধিকারকে টেনে আনে।

দিন ছ'ঘন্টা স্টেটের জন্য খেটে দিয়েই আমি খালাস, বাকি আঠারো ঘন্টা আমার ব্যক্তিত্ব-অভিব্যক্তির পক্ষে যথেষ্টই। সেই ব্যক্তিগত সাধনার ক্ষেত্রে স্টেট

আমাকে ডিকটেট করতে আসে না। কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা বলবেন, না আসুক, দেহ খাটালে আমাদের আত্মা খাটো হয়—এই হচ্ছে সাফ কথা। তাঁরা শাস্ত্রপুঁথি খুলে তত্ত্বকথা আওড়ান; আমরা ভাবি, এমনিই বুঝি। কিন্তু হায়, দৈনিক ছ'ঘন্টা করে আমরা ঘুমোই এবং সেটা দৈহিক নিদ্রা—কিন্তু তাতে আমাদের ব্যক্তিত্বের বা চিত্তের বিকাশ রুদ্ধ হয় না। কেবল দৈহিক শ্রম করলেই আত্মার মাথা কাটা যায়!

এবার 'বিচিত্রার' পাতায় আসা যাক: এখানে সোশ্যালিজমের যে খিচুড়ি পরিবেশন করা হয়েছে তাও কম বিচিত্র নয়! শ্রীযুক্ত শচীন সেন যে such insane হতে পারেন, এই প্রবন্ধটি পড়ার আগে তা বিশ্বাস করা শক্ত ছিল। এমন পাকা রকমের কাঁচা লেখা সচরাচর চোখে পড়ে না। এত উল্টো-পাল্টা কথা এর মধ্যে যে, জবাব দেব কি, তা জীর্ণ করাই কঠিন। বকুনি দেবার সুবিধা হবে বলে লেখক মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথের বকুনি ঝেড়েছেন, কিন্তু তিনি একথা ভুলে গেছেন যে, সম্প্রতি পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ যে-কটি মাথা, তাঁরা সবাই সোশ্যালিজমকে সাদরে অভ্যর্থনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সেই দলে নন এই দুষ্কল্পনা করে শচীনবাবু রবীন্দ্রনাথের অপমান করেছেন এবং সম্ভবত নিজেরও সম্মান বাড়াননি।

শচীনবাবুর প্রবন্ধ থেকে পঙ্কোদ্ধার করা শক্ত ব্যাপার, সে-চেষ্টা আমি করব না। বিস্তর বাগবিস্তারের ভেতর থেকে তাঁর যে-তিনটি বক্তব্য আমি আবিস্কার করতে পেরেছি কেবল তারই জবাব দেব। শচীনবাবুর কাছে সবচেয়ে বড় 'সমস্যা' এই যে,—

'সব ধর্মগ্রন্থ সোশ্যালিজম প্রচার করে না' এবং 'সব বড় লোক সোশ্যালিস্ট নয়।'

অতএব এই জন্যই এ বস্তু অগ্রাহ্য, এই কথা তিনি বলতে চেয়েছেন!

ধর্মগ্রন্থ কেন সাম্যবাদ প্রচার করে না—তার কারণ এই যে, সমাজের উচ্চস্তরের স্বার্থরক্ষার জন্যই ধর্মগ্রন্থের সৃষ্টি; কেবল নিজে এ কাজে নিযুক্ত নয়, ভগবান, আত্মা, পরলোক, কর্মফল ইত্যাদি মামুলি তত্ত্বকেও বড়লোকদের স্বার্থসাধনের এই কাজে সে লাগিয়েছে। কয়েকজনের সুবিধার জন্য অধিকাংশ মানুষ স্বেচ্ছায় নিজের প্রাপ্যগণ্ডা থেকে বঞ্চিত থাকবার প্রেরণা পাবে, যে-শাস্ত্র এমন প্রোপাগাণ্ডা করতে পারে, তারই নাম ধর্মগ্রন্থ। বস্তুত বলতে গেলে, ধর্মগ্রন্থও একপ্রকার ক্যাপিটাল, একে খাটিয়ে খাওয়া চলে, ভাঙিয়েও কিছুদিন বেশ যায়—কিন্তু মেরে খাওয়া চলে না। আর মহাপুরুষরা যে সোশ্যালিস্ট নন, তার কারণ বোধ হয় এই যে, এ পথ তত করতালিমুখর নয়। কেবল দিতে জানলেই সোশ্যালিস্ট হয় না, নিতে জানাও চাই। মানুষের দুঃখে কেঁদে ভাসিয়ে দিলেই

মহাপুরুষ হওয়া যায়, কিন্তু সোশ্যালিস্ট হতে হলে তার চেয়ে শক্ত স্টাফ দরকার। দরিদ্রকে যে নারায়ণ বলে সেই মহাপুরুষ, কিন্তু তার এই নারায়ণত্ব থেকে যে তাকে চিরবঞ্চিত করে, সে-ই হচ্ছে সোশ্যালিস্ট।

শচীনবাবুর দ্বিতীয় প্রতিপাদ্য হচ্ছে অর্থনীতিক। তিনি অনেক আগড়ম-বাগড়ম বলেছেন, তার প্রতিকথা বাদ দিয়ে প্রতিপাদ্য এই কথা পাওয়া গেল—'কাধন বন্টনের চেয়ে কাধন বাড়ানো ঢের শ্রেয়।' শচীনবাবুর মন অর্থনীতির পুরনো সূত্রে আবদ্ধ, আধুনিককালে এক্ষেত্রে যে-নূতন সূত্রপাত হয়েছে তাকে আমল দিতে তিনি রাজি নন। আধুনিক তথ্য এই যে, বন্টন করেই প্রকৃতপক্ষে বাড়ানো যায়—তাতে হয় কাধনের প্রসার, তা ছাড়া অন্যভাবে বাড়াতে গেলে যা হয় তাকে বলে পুঁজি, তারই নাম প্রপার্টি; জনকতকের প্রপার্টির সঙ্গে বাদ বাকি সকলের পভার্টি বেড়ে চলে—এর দুটোই হচ্ছে ক্রাইম। এই ক্রাইম দূর করতে চায় সোশ্যালিস্ট, কেবল দরিদ্রকে raise করেই নয়, ধনীদের erase করে।

ধর্মনীতি গেল, অর্থনীতি গেল, এখন রইল শচীনবাবুর তিন নম্বর আপত্তি। তা হচ্ছে কমিউনিস্টদের কর্মনীতি নিয়ে। তারা ধীরে-সুস্থে কিছু করতে চায় না, তারা র‍্যাডিক্যাল, ইভোলিউশনের চাকার দূর-বিপাক দূর করে ক্ষিপ্রপাক দিলে যা হয় সেই রিভোলিউশনের তারা পক্ষপাতী। আসলে যারা নতুন পথ কাটে তারাই র‍্যাডিক্যাল—তাদের হচ্ছে নির্বিচার। পথের বাধা কেটে তাদের সাফ করতে হয়, ছোটখাটো কাঁটা গাছ যেমন কাটা পড়ে, বড় বড় মহীরুহেরও সেই এক গতি। কেউ হয়তো বলবেন এসব বনস্পতি বহুকালের, এরা সনাতন, অনেককে ছায়া দিয়েছে ঠাঁই দিয়েছে; কিন্তু তার মায়া করলে চলে না। কেন না, মানুষ যে অচল হল তার পথ চাই আগে।

একদল যখন পথ কাটে আর একদল দেয় বাধা, তখনি বাধে লড়াই। তারই নাম ক্লাসওয়ার—এ থেকে নিষ্কৃতি নেই। যতদিন পথ শেষ না হয় ততদিন লড়াই শেষ হয় না। কিন্তু পথের বিপক্ষে যারা, তাদের হটতে হবেই—চিরদিনই হটতে হয়েছে; তারপর সেই পথ প্রশস্ত হলে যারা সেই পথে চলবে তারা শ্রেণীযুদ্ধ করে চলবে না, চলবে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে। এর প্রশস্তিই আজকের লেনিনের মুখে যুদ্ধের শ্লোগান, সে হাঁকছে—Turn to the right and attack। কিন্তু কালকের লেনিনের মুখে শুধুই প্রেমের গান! তাকে লেনিন বলে চেনাই যায় না!

শচীনবাবুর প্রবন্ধের আশ্চর্যলোকে একটি চমৎকার বাক্য পেলাম, তিনি বলেছেন—

'মানবজাতির ওপর শ্রদ্ধা আছে বলেই আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না, এই বিরাট মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে মানবজাতির ওপর।'

CamScanner

তিনি দু'-চারজন সুপারম্যানের ওপর সব মানুষের ভবিষ্যতের বোঝা চাপাতে চান। বোঝা গেল, মানবজাতি বলতে তিনি দু'-চারজন ভাগ্যবান মানুষকে বোঝেন; মানবজাতির ওপর তাঁর এই অসাধারণ শ্রদ্ধার জন্য তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ!

মানবজাতির প্রতি শ্রদ্ধা আমারও আছে, কিন্তু আমি মনে করি, মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে মানবজাতিরই ওপর। সুপারম্যান হচ্ছে সমস্ত মানুষের সাক্ষাৎ লাঞ্ছনা, তার অবনতির মূর্ত প্রতীক। তত্ত্বকথার ছলেই হোক, আর অস্ত্রশস্ত্রের বলেই হোক, সমস্ত মানুষকে নিলডাউন করে রেখে নিজের উচ্চতা-প্রদর্শনের প্রয়োগনৈপুণ্য যাদের তারাই সুপারম্যান। কিন্তু মানুষের এই স্পেসিস-এর লোপ আসন্ন হয়ে এসেছে, শীঘ্রই এরা মিসিং-লিংক-এ পরিণত হবে। সমস্ত মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়ালে কারও মাথা কারওকে ছাড়িয়ে ওঠে না। সোশ্যালিজম চায় সমস্ত মানুষকে সম্পূর্ণ করতে... সুপারম্যানের একজিবিশন খুলতে নয়।

সব শেষে মহেন্দ্রবাবুর একটি কথা নিয়ে আলোচনা করব। তিনি বলেছেন, 'বলশেভিক গণমানবের জীবনে কোনও পরমনীতি নাই।'

অপরকে শোষণ করে কীভাবে নিজেকে পোষণ করা যায় তারই উপায় বাতলে দেয় অর্থনীতি এবং এই দুষ্কর্মের চক্ষুলজ্জা থেকে যা বাঁচায় তারই নাম ধর্মনীতি। কাজেই মহেন্দ্রবাবুর সগোত্রদের পেটেন্ট-করা 'পরমনীতি', 'পরম উদ্দেশ্য' এবং 'সনাতন পরিণতি'র প্রতি এতদিনের প্রতারিত ও 'পরিণত' গণমানবের যদি কিছুমাত্র আস্থা ও উৎসাহ না থেকে থাকে তাতে তাদের দোষ দিতে পারিনে। যে পরমনীতি এতদিন তাদের দাবিয়ে এসেছে আজ মাথা তুলে তাকেই দাবানো যদি তাদের প্রথম নীতি হয় আমি আশ্চর্য হব না। কেন না নীতির চেয়ে মানুষ বড়। মানুষই নীতি গড়ে, নীতির মানুষ গড়বার সাধ্য নেই; এবং নীতি ভাঙতে পারে বলেই মানুষ মানুষ।

তবু কমিউনিস্টদের জীবনে পরম না হোক, চরমনীতি একটা আছে, তা হচ্ছে all for one and one for all; প্রত্যেককে পূর্ণ করে প্রত্যেকের সম্পূর্ণতা। এই নীতি তারা কোনও পুঁথির পাতায় লিপিবদ্ধ করেই রাখেনি, তাদের জীবনে একে রচনা করেছে। পুঁথি পড়ে বা পুঁথিপড়া বিদ্যায় কমিউনিজমকে বোঝা শক্ত, বই পড়ে তার অতীতের ইতিহাস পেতে পারি, কিন্তু তার ভবিষ্যতের সম্ভাবনা জানতে পারিনে। কেন না এ হচ্ছে জীবনের প্রকাশ—বনস্পতির মতোই অফুরন্ত-প্রাণ; এর মধ্যে সনাতন কিছু নেই, কিংবা থাকলেও তা বড় হয়ে—তাই একমাত্র হয়ে নেই। এ প্রত্যহের প্রতি মুহূর্তের; এ বেড়ে চলেছে; বিচিত্র ফলে এর বীজ, বিবিধ ক্ষেত্রে এর অঙ্কুরতা, বিচিত্র অঙ্কুরে এর পাদপত্ব—বিচিত্র পাদপে সাফল্য।

মানুষের সভ্যতার এতদিনের ইতিহাসে আমরা দেখি দু'দল মানুষ। একদল

অখণ্ড স্বার্থপরতায় ঘোষণা করে বলেছে—পৃথিবীর সবই আমার জন্য। স্টেট—সে তো আমি!—আমি চরিতার্থ হব—সেই তো এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কথা। আরেকদল এদের প্রায়শ্চিত্ত করেছে বনবাসে অথবা ক্রুশকাঠে; তারা বলেছে, আমি এসেছি পৃথিবীর সকলের জন্যে; সকলের কাছে আমি নিজেকে দিয়ে গেলাম। —এদের দু'দলই সভ্যতার অসম্পূর্ণতার পরিচয় দেয়।

কেবল দেশে-মহাদেশে নয়, ছোট ছোট গ্রামে ছোটখাটো গোষ্ঠীর মধ্যেও এই দু'দল লোক আজ পর্যন্ত বর্তমান—একদলের নিষ্ঠুর লোভ আর একদলের নির্বিচার ত্যাগ। বুদ্ধও যিশু চলে গেছেন, এক-আধজন নয়, লক্ষ লক্ষ বুদ্ধও যিশু আত্মদান করেছেন—তার ইতিহাস রচিত হয়নি; কিন্তু মানুষের সভ্যতা অসম্পূর্ণ রয়েছে আজও।

এই সভ্যতাকে সম্পূর্ণ করতে এসেছে কমিউনিজম, এর চিরন্তন দ্বন্দ্ব এ মিটিয়েছে। একরোখা সভ্যতাকে এ দোরোখা করেছে, এর মধ্যে এনেছে সামঞ্জস্য ও শ্রী। কমিউনিস্ট বলে না যে, আমি সবার জন্যে, কিংবা আমার জন্যে সবাই; তার বার্তা হচ্ছে, আমি যেমন সবার জন্যে তেমনি আমার জন্যে সবাই।

এই কমিউনিজমের মূলনীতি। মানুষকে এ মুক্তি দিয়েছে নিরর্থ সঞ্চয় থেকে ও নিষ্ফল আত্মদান থেকে; স্বার্থত্যাগের বাণী এর নয়, এ বলেছে স্বার্থ-যোগ করতে, একের স্বার্থের সঙ্গে সকলের স্বার্থের। অবশ্য কতগুলো মানুষের বুদ্ধ বা যিশুর মতো মহাপুরুষ হবার পথে এ কাঁটা দিয়েছে। স্বার্থকে মহত্ত্ব দান করেছে এ। আমি দিচ্ছি অথচ আমিই ফিরে পাচ্ছি—এ যেন সমস্ত মানুষের প্রতি মানুষের চুম্বনদান—প্রদানের সাথেই আদান—দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে পাওয়া এখানে—নিজের চুমুকেই ফিরিয়ে পাওয়া যেন—প্রত্যেক চুমুকে।

মস্কো থেকে পণ্ডিচেরি (অংশ বিশেষ); প্রথম প্রকাশ ১৯২৯

CamScanner

পতিতাবৃত্তি, যৌনরোগ ও সোভিয়েত সমাজতন্ত্র

ডি ডি কোসাম্বী

আধুনিক নাগরিক জীবনে বাস করে যাঁরা সামাজিক পরিপক্কতা অর্জন করেছেন, তাঁদের কাছে অপরাধ, পাপাচার, বিজ্ঞান- এসবের অর্থ পরিষ্কার। আমরা প্রায় সবাই, বিশেষ করে ভারতবর্ষে, জানি যে বিশেষ ধর্মবিশ্বাসের উপরই পাপাচার নির্ভরশীল। মদ্যপান মুসলমানদের ক্ষেত্রে পাপ, গোমাংস ভক্ষণ হিন্দুদের ক্ষেত্রে দোষণীয় আবার একজন খ্রীষ্টান কোন রকম বিবেকের দংশন ছাড়াই মদ্যপান ও গোমাংস ভক্ষণ করে থাকে। এই ধরনের পরস্পরবিরোধী ধারণার দ্বারা সমাজ পরিচালনা করা যায় না। অপরাধের এমন একটা গ্রহণযোগ্য ধারণা দরকার যাকে আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ করা হবে, পুলিশ ও আদালত যাকে শাস্তি দেবে। অপরাধকে চিহ্নিত করতে হবে এবং অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার আগে নির্দিষ্ট বিচার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সুযোগ তাকে দিতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরাধ প্রমাণ করা যায় না। তাই শাস্তি তোলা থাকে পরলোক বা পরজন্মের জন্য। বিজ্ঞান এর ফলাফল নির্ভর করে, সতর্ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ যুক্তিসিদ্ধ বস্তুবাদী ব্যাখ্যার উপর। আইন-আদালত বা ধর্মতত্ত্বের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। আইনী বেআইনী যাই হোক না কেন, বিষ খেলেই মরতে হবে। শরীরে নির্দিষ্ট রোগ হবেই। ঈশ্বরের ইচ্ছা অনিচ্ছার তা পরোয়া করবে না। এই তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী যদি একই কথা বলে, যদি দেখা যায়, অপরাধের এই প্রবণতা রোগের গুরুতর বিপদ ডেকে আনছে—তখন একে প্রতিরোধ করার প্রাণপণ চেষ্টা ছাড়া সমাজের কোন উপায় থাকে না। যৌন সম্পর্ক এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল- বিবাহ বিচ্ছেদ, যৌনরোগ, পতিতাবৃত্তি প্রসঙ্গে একথা বলা যায়। মাতলামী, ব্যক্তি ও সমাজের উপর তার প্রভাব, যন্ত্রযুগে এর ফলে দুর্ঘটনার হার বেড়ে যাওয়া প্রসঙ্গেও একই কথা বলা চলে।

এইসব পাপ দূর করার জন্য সমসাময়িক দুই সভ্যতা তার তার ঢংয়ে কিভাবে

চেষ্টা করছে, মোহমুক্ত হৃদয়ে স্বচ্ছতার সাথে ডাইসন কার্টার তার বর্ণনা দিয়েছেন। কেউ অস্বীকার করতে পারবে না আমেরিকায় বিজ্ঞানের প্রভূত অগ্রগতি হয়েছে, পাশাপাশি দমন যন্ত্রও শক্তিশালী হয়েছে অনেক। এই সমস্ত প্রশ্নে আমেরিকার ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো ঐক্যবদ্ধও হয়েছে। সে যাই হোক, বিবাহ বিচ্ছেদের হার সেখানে বাড়ছে—দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি। রাজনৈতিক সংস্কারের প্রচার, বিশেষ পুলিশী অভিযান, যাজকদের উচ্চকিত বিরোধীতা সত্ত্বেও যৌন রোগ, পতিতাবৃত্তি, মাদকাশক্তি বেড়েই চলেছে—দূর করা যাচ্ছে না। নতুন ধরনের সমাজের সর্বোত্তম ও প্রথম প্রতিভূ সোভিয়েত ইউনিয়নে আধুনিক সভ্যতার এই সব উপজাতর বৃদ্ধি পাওয়ার সমস্ত সম্ভাবনাই ছিল। বিপ্লবের পরে সংগঠিত ধর্মকে ধ্বংস করা হয়েছে। আগেকার সমস্ত বাধানিষেধ তুলে নেওয়া হয়েছে, পতিতাকে আর অপরাধী হিসাবে শাস্তি দেওয়া হয় না, প্রায় বিনা আয়াসেই সেখানে বিবাহ বিচ্ছেদ পাওয়া যায়, সরকার থেকে সুলভে মদ সরবরাহ করা হয়। এর সাথে যুক্ত করুন বিপ্লবের পর সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ও উৎপাদনের হারের ক্রমাগত বৃদ্ধি। বুর্জোয়া যুক্তিধারা এই পরিস্থিতিতে আপনাকে নিয়ে যাবে নিরবচ্ছিন্ন ভ্রষ্টাচারের দিকে। তবুও আমরা দেখতে পাচ্ছি, পতিতাবৃত্তি সেখানে আর নেই, বিবাহ বিচ্ছেদ কমতে কমতে প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। মাতাল শ্রমিক-চাষীর জন্য যে দেশ কুখ্যাত ছিল সেখানে মাতলামির আর প্রায় দেখাই পাওয়া যায় না।

যতই স্ববিরোধী, এমনকি উদ্ভট মনে হোক না কেন—বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েই এই ফল পাওয়া গেল। কেন এই সমস্ত সামাজিক পাপ থাকবে, পুঁজিবাদী দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন নি। পুলিশ ও ধর্মযাজকেরা উত্থাপন করার সাহস দেখায় নি। এই সমস্ত পাপ সমাজে টিকে আছে। কারণ একদল এ থেকে মুনাফা লোটে। এই হল সোভিয়েতের উত্তর। অসংখ্য মানুষকে শোষণের পরিণতিতেই চলে অপরাধ নিয়ে মুনাফাবাজী। শোষণের অবসান মূল কারণকে দূর করবে। আর যারা এ থেকে মুনাফা করার চেষ্টা করবে তাদের দমন করা হবে নির্মম হাতে। শাস্তি দেওয়া হবে পতিতালয়ের মালিকদের, পতিতাদের নয়। শাস্তি দেওয়া হবে মদের চোলাই কারবারীদের, মাতালদের নয়। সাথে সাথে কাজের অধিকার হবে জীবনের অঙ্গ। সবার জন্য যথাযোগ্য রুচিশীল জীবন যাপনের ব্যবস্থা থাকবে। তাহলেই নতুন স্বাধীনতা, নতুন আইন কানুন, দলের প্রচার ও জনগণের বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা কি ফল দিল তা বোঝা যাবে। সার্বজনীন শিক্ষা, ভাল বই, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, খেলাধূলা, সংস্কৃতির পার্ক, আমোদ প্রমোদ ও বিনোদনের ভিন্নতর আয়োজন করা হল সবার জন্য। আগেকার অপরাধ অদৃশ্য হল কারণ,

CamScanner

তাদের অস্তিত্বের কোন হেতু ছিল না। জীবন হল এত মনোরম যে, তা থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন প্রায়োজন রইল না।

ভারতেও আমরা একই সমস্যা অনুভব করি। এবং এখানেও নিষেধাজ্ঞা সহ অন্যান্য মার্কিনী পদ্ধতি আমরা প্রয়োগ করছি। যদিও, জীবনধারণের ন্যূনতম উপকরণ সরবরাহ না করে একজন মুনাফাখোর মানুষের আয়ু কেড়ে নিতে পারে এবং এটা করে সে সমাজের সম্ভ্রান্ত শ্রেণির একজন সদস্য হিসাবে। পুলিশ তার শিকারের হাত থেকে তাকে এবং তার মুনাফাকে রক্ষা করে। অনাহারের প্রতিক্রিয়া, অস্বাস্থ্যকর বাসগৃহ, শিক্ষার অভাব সম্পর্কে বিজ্ঞানী উদাসীন। তাঁরা পুঁজিপতিদের উপদেষ্টা, তাঁদের প্রশংসক—কারণ, রিসার্চের জন্য পুঁজিপতিরাই টাকা খরচ করতে পারে, তাঁদের মোটা মাইনের ব্যবস্থা করতে পারে। আর ধর্ম শেখায়, পরলোকে মানুষ তাঁর পাওনা পাবে। এ জীবনে মানুষ কষ্টভোগ করছে কারণ পূর্বজন্মে সে অনেক পাপ করেছিল। এই যন্ত্রণাকে তার নীরবে হজম করা উচিত। আর যাঁরা সংস্কারক, তাঁদের সমস্ত সততা দিয়ে, বিপ্লব ছাড়াই বিপ্লবের সুফল লাভ করতে চায়।

লেখক বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপন্ডিত, প্রখ্যাত গণিতবিদ ও ইতিহাসবিদ

CamScanner

লেনিন ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অন্তত আমাদের দেশে সুবিদিত নয়, এমন কিছু তথ্য থেকে শুরু করে লেনিনের দার্শনিক অবদানের আর একটি দিকের পরিচয় দেখা যেতে পারে। একালের একজন অগ্রণী পদার্থবিজ্ঞানী পদার্থবিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের কাজে লেনিন এবং অবশ্যই এঙ্গেলসের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন, এবং কেন পেয়েছেন তার যুক্তিও স্পষ্টভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথমেই বলে নিতে চাই, যাঁর মন্তব্য থেকে শুরু করবো তিনি কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশের বিজ্ঞানী নন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা প্রসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা যতোই প্রগাঢ় মন্তব্য করুন না কেন, সমাজতন্ত্র-বিরোধী প্রচারকেরা অবশ্যই তার কদর্থ করবেন। কিন্তু যে-বিজ্ঞানীর উপর সমাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার কোনো চাপ কল্পনাতীত, তাঁর উক্তির কদর্থ করা সহজ নয়। দ্বিতীয়ত, যাঁর উক্তি থেকে আলোচনা শুরু করতে চাই তাঁর গবেষণার ক্ষেত্রে লেনিনের দার্শনিক নির্দেশের প্রাসঙ্গিকতা তুলনায় স্পষ্ট বা কিছুটা সরাসরিভাবেই বোঝা সম্ভব।

এই বিজ্ঞানীর নাম এস. সাকাতা। জাপানের বিজ্ঞানী। পদার্থ বিজ্ঞানের যে-শাখায় আজ মৌলকণা (এলিমেন্টারি বা ফান্ডামেন্টাল পার্টিক্‌লস) নিয়ে গবেষণা সাকাতা নিঃসন্দেহেই তার অন্যতম স্রষ্টা। মৌলকণা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনার আগে বিজ্ঞানী হিসাবে সাকাতার কিছুটা পরিচয় দেখা যাক। ১৯৩৫ সালে জাপানের বিজ্ঞানী ইউকাওয়া 'মেসন' নামে মৌলকণা আবিষ্কার করে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে যুগান্তরের সূচনা করেছেন। আজকের দিনে যাঁরা মৌলকণা নিয়ে গবেষণা করছেন তাঁরা অবশ্যই জানেন যে সাকাতা হলেন ইউকাওয়ার অতি-ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। মৌলকণার গবেষণায় সাকাতার স্বীয় অবদানের কথাও আজকের বিশেষজ্ঞ-মহলে সুবিদিত। তিনি মৌলকণার যে-মডেল প্রস্তাব করেন—এবং

তাঁরই নাম অনুসারে আজ যা 'মৌলকণা সংক্রান্ত সাকাতার মডেল' নামে সুবিদিত—তারই উপর নির্ভর করে আজকের দিনের পদার্থবিজ্ঞান বস্তুজগতের অভ্যন্তরীণ গঠন সংক্রান্ত গবেষণায় বহুদূর অগ্রসর হয়েছে।

মৌলকণা-বিজ্ঞানের জনৈক স্রষ্টা হিসাবে সাকাতার নাম সুবিদিত হলেও, তিনি কীভাবে এবং কেন এঙ্গেলস ও লেনিনের কাছ বৈজ্ঞানিক গবেষণার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন তার আলোচনা তেমন প্রচলিত নয়। প্রথমে দেখা যাক, সাকাতা নিজে কীভাবে এই অনুপ্রেরণার কথা প্রকাশ করেছেন। ১৯৬৯ সালে ব্যক্তিগত বিজ্ঞানীজীবনের যেন কিছুটা স্মৃতিচারণ হিসাবেই তিনি বলেছেন,

'এঙ্গেলস তাঁর 'ডায়লেকটিকস অব নেচার' গ্রন্থে বলেছেন, প্রকৃতিতে স্বীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নানা স্তর বর্তমান; প্রতিটি স্তরে তার প্রাসঙ্গিক নিয়মের পরিচয় থাকলেও, স্তরগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা স্বাধীন নয়; এগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। উৎপত্তি, বিনাশ ও পারস্পরিক প্রভাবের প্রক্রিয়ায় লিপ্ত এক সামগ্রিক সত্তা অর্থেই প্রকৃতির অস্তিত্ব ও অভিজ্ঞতা।... তাছাড়া, লেনিনের 'বস্তুবাদ ও প্রত্যক্ষ-বিচারবাদ'-এর একটি উক্তি আমার পক্ষে কোনোদিন ভোলা সম্ভব নয়। এই উক্তি অনুসারেই পরমাণুর মতোই ইলেকট্রনও 'অফুরন্ত'। বস্তুর চরম (উপাদান) বলতে যে মৌলকণাই, এই মতে উপনীত হবার জন্যে উপরোক্ত কথাগুলি থেকে আমি অনুপ্রেরণা পেয়েছি।" (S. Sakata in 'Supplement of the Progress of Theoretical Physics No. 50, 1971. Kyoto, Japan. P.7)

বর্তমান পদার্থবিজ্ঞানের এক পরমাশ্চর্য আবিষ্কারে উপনীত হবার ব্যাপারে এঙ্গেলস ও লেনিনের প্রতি এই জাতীয় সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি আপাতদৃষ্টিতে অবশ্যই বিস্ময়কর মনে হতে পারে। এঙ্গেলস বা লেনিন কেউই সীমিত অর্থে পদার্থবিজ্ঞানের কর্মী ছিলেন না। তাছাড়া, মৌলকণা সংক্রান্ত প্রকৃত গবেষণার সূত্রপাত উভয়ের মৃত্যুর অনেক পরে: সাকাতা নিজেই দেখিয়েছেন ১৯৩২ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী চাডউইক 'নিউট্রনের' অস্তিত্ব প্রমাণ করে মৌলকণা আবিষ্কারের পথ খুলে দিয়েছিলেন।...

আজকের দিনে মৌলকণা সংক্রান্ত জ্ঞান কীরকম দ্রুত বেড়ে চলেছে এবং তারই ফলে ম্যাটার বা বস্তুর অভ্যন্তরীণ গঠন সংক্রান্ত সাবেকী ধ্যানধারনা থেকে আজকের বিজ্ঞান কতোদূরে সরে গিয়েছে, সে-বিষয়ে মাত্র একটি নমুনা দেখা যাক। 'ইতিহাসে বিজ্ঞান' গ্রন্থের ১৯৬৮ সালের সংস্করণে জে. ডি. বার্ণাল বলছেন, সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে বোঝা গিয়েছে যে পরমাণুর অভ্যন্তরিণ কণা অর্থে মৌলিক কণা বলতে শুধু ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রনই নয়। কণাদের মধ্যে এগুলি আসলে তুলনায় স্থায়ী বা দীর্ঘজীবী। এছাড়াও পরমাণুর অভ্যন্তরে

আরো বহু অস্থায়ী ও মধ্যবর্তী কণা বর্তমান। মেসন প্রভৃতি নামে উল্লিখিত এই সব কণাই আজকের পদার্থ বিজ্ঞানের মৌলকণা। তত্ত্বগত বিচার এবং পরীক্ষার ভিত্তিতে এগুলির সংখ্যা নির্ণয়ের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হচ্ছে, কেননা মাস কয়েকের মধ্যেই নতুন কণার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই এদের তালিকা সুদীর্ঘ হয়েছে, এবং বার্ণাল বলেছেন—তাঁর বইটি ছাপা শেষ হতে হতে মৌলকণার সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা আন্দাজ করা কঠিন। কিন্তু ইতিমধ্যে মৌলকণাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হচ্ছে। প্রতিটি কণার সঙ্গে তার বিপরীত-কণার পরিচয় পাওয়া যায়—যেমন ইলেকট্রনের বিপরীত-কণা বলতে পজিট্রন। কণা ও বিপরীত-কণার বিক্রিয়ার ফলে উভয়েরই ধ্বংস হয় এবং তাদের শক্তি রূপান্তরিত হয়ে একজোড়া ফোটন-এ পরিনত হয়। আবার অন্য রকম মৌলকণার বিপুল গতিশক্তি সম্পন্ন সংঘর্ষের ফলে নতুন মৌলকণার 'সৃষ্টি' হয়।

শেষ কথাটির চিত্তাকর্ষক নমুনা : "ধরা যাক, ত্বরণ-যন্ত্রের সাহায্যে একটি প্রোটনকে ছুটিয়ে নিউক্লিয়াসে অবস্থিত আর একটি প্রোটনকে আঘাত করা হলো। প্রক্ষিপ্ত প্রোটনটির গতিশক্তি ২৮০ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট-এর কম হলে চমকপ্রদ কিছু ঘটবে না। সংঘর্ষের পর কণা দুটি ঠিকরে পরস্পর থেকে দূরে সরে যাবে। কিন্তু প্রক্ষিপ্ত প্রোটনটির গতিশক্তি আরো বেশি হলে কখনো কখনো একটি 'পাই-জিরো' মেসন উৎপন্ন হয়। এই মেসনটি এলো কোথা থেকে? শক্তির রূপান্তর সংক্রান্ত আইনস্টাইন-এর সূত্র $E=mC^2$ থেকে উত্তর পাওয়া যায়; আলোচ্য বিক্রিয়ায় প্রোটনের গতিশক্তির একটি অংশ রূপান্তরিত হয় 'পাই-জিরো' মেসন-এর ভর ও গতিশক্তিতে। প্রক্ষিপ্ত প্রোটনের গতিশক্তি কম হলে 'পাই-জিরো' মেসন উৎপন্ন করার পক্ষে পর্যাপ্ত শক্তির সরবরাহ হয় না। তাই গতিশক্তির উক্ত সীমারেখার নিচে মেশন উৎপাদনের বিক্রিয়া ঘটে না। আবার, প্রক্ষিপ্ত প্রোটনটির গতিশক্তি ক্রমশ বাড়লে আরো বেশি 'ভর'-এর মৌলকণা উৎপন্ন হয়। কখনো আবার বিক্রিয়াশীল কণা দুটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে একাধিক নতুন কণা উৎপন্ন করে।... বিজ্ঞানের অগ্রগতি প্রসঙ্গে এখানে একটি কথা বলে রাখা যায়। বস্তুর মূল উপাদান অন্বেষণে সুদূর অতীত থেকেই সূক্ষ্ম কণার পরিকল্পনা করা হয়েছে। অতীতে মনে হয়েছিল এই কণাগুলি সনাতন—এদের উৎপত্তি নেই, ধ্বংস নেই। যেমন ভাবা হতো, পরমাণুর না আছে সৃষ্টি, না বিনাশ। গত শতাব্দীতেও এই বিশ্বাস ছিলো বিজ্ঞানের মূল কথা। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান থেকে সনাতনের ধারণা বিদায় নিচ্ছে। অত্যন্ত জটিল পরিবর্তন ও রূপান্তরের মধ্যে বস্তুকে বোঝবার চেষ্টাই আধুনিক বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য।"

মৌলকণা-বিজ্ঞানের বর্তমান পরিস্থিতির কিছুটা পরিচয় দেখা গেলো। তা

থেকে অনায়াসেই অনুমান করা যায় যে আজকের দিনে পদার্থবিজ্ঞান বস্তুর অভ্যন্তরীণ গঠন প্রসঙ্গে কতোটা জটিল ও অভিনব সিদ্ধান্তে ইতিমধ্যেই উপনিত হয়েছে এবং আগামীকাল আরো কতো আশ্চর্য সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হবার ইঙ্গিত দিচ্ছে। পদার্থবিজ্ঞানে এই নতুন দিগন্ত উন্মোচনের দিকে যে-বিজ্ঞানীরা অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে এস. সাকাতা অবশ্যই অন্যতম। এবং তাঁর স্বীকৃতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় এই পথে অগ্রসর হবার জন্যে বিজ্ঞানকর্মীদের পক্ষেও পুরানো ধ্যানধারণার ব্যূহভেদ করে নতুন পথে চিন্তারও প্রয়োজন। অতএব তাঁর পক্ষে লেনিনের উক্তি থেকে প্রেরণা পাবার কারণ অস্পষ্ট নয়। সাম্প্রতিক পদার্থবিজ্ঞানের তত্ত্বগত তাৎপর্য নিয়ে এমনকি বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যেও যখন নানা বিভ্রান্তি, তখন লেনিন দৃঢ়ভাবেই ঘোষণা করেন, বস্তুর স্বরূপও যেমন নিত্য বা সনাতন নয়, বস্তু পরিচয় প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের অগ্রগতির-পথে কোনো এক পর্যায়ের সিদ্ধান্তও তেমনি সত্য বা সনাতন নয়। প্রকৃতিবিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রতিটি পর্যায়ের সিদ্ধান্তই বস্তু-পরিচয়েরই ইঙ্গিত দেয়; তাই প্রতিটি পর্যায়ের সিদ্ধান্তই যাথার্থ্য-অভিলাষী। কিন্তু কোনো পর্যায়েই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত চরম বা শেষ সত্য বলে স্বীকৃত হতে পারে না; অতএব প্রতিটি পর্যায়ের সিদ্ধান্তই আপেক্ষিক অর্থে সত্য। এবং বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে বস্তু পরিচয় যতই প্রগাঢ় হচ্ছে, বস্তুর অভ্যন্তরীণ গঠন সংক্রান্ত ধারণা ততোই অত্যাশ্চর্য হতে বাধ্য। এককালে সনাতন বা উৎপত্তি-বিনাশ হীন পরমাণুকেই বিজ্ঞানীরা বস্তুর সবচেয়ে সূক্ষ্ম উপাদান বলে বিবেচনা করেছিলেন। ইলেকট্রন প্রভৃতি আবিষ্কারের পর বোঝা গেলো পরমাণুর অভ্যন্তরে তুলনায় ঢের সূক্ষ্ম কণা বর্তমান এবং এই বস্তু কণার সঙ্গে প্রচণ্ড গতিশক্তির সম্পর্ক আছে। গতির কথা বাদ দিয়ে বস্তুকে বোঝা অসম্ভব বলে প্রমাণিত হলো। কিন্তু এখানেই কি বিজ্ঞানের শেষ? লেনিন দৃঢ়ভাবেই দাবি করলেন, ডালেকটিকাল বস্তুবাদের দিক থেকে তা কখনোই হতে পারে না। বিজ্ঞান আরো অগ্রসর হবে; 'পরমাণুর মতোই ইলেকট্রনও অফুরন্ত'। লেনিনের এই প্রত্যয়ের মধ্যে আজকের মৌলকণা বিজ্ঞানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। সাকাতার মতো বিজ্ঞানীর পক্ষে তাই লেনিনের কাছে ঋণ স্বীকারটি বিজ্ঞাননিষ্ঠারই পরিচায়ক। সীমিত অর্থে বিজ্ঞানকর্মী না হলেও আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের তত্ত্বগত তাৎপর্যের বিচারে লেনিনের অবদান উপেক্ষা করা অবাস্তব হবে। এই অবদানের আলোচনায় আরো কিছুটা অগ্রসর হবার আগে প্রাথমিকভাবে কয়েকটি কথা উল্লেখ করা দরকার।

মৌলকণা-বিজ্ঞানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছি। তার মানে এই নয় যে শুধুমাত্র মৌলকণা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই লেনিনের বক্তব্য—বা সাধারণভাবে ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের প্রয়োগ প্রাসঙ্গিক। বস্তুতপক্ষে আজকের

দিনে বহু গবেষক প্রকৃতিবিজ্ঞানের বহু শাখায় ডায়লেকটিকাল বস্তুবাদের প্রাসঙ্গিকতা প্রদর্শন করছেন। কিন্তু মৌলকণা সংক্রান্ত গবেষণা থেকে শুরু করার একটা সুবিধা আছে। এই ক্ষেত্রে যে-কথা সুস্পষ্ট এবং সহজবোধ্য তারই উপর নির্ভর করে প্রকৃতিবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় যে কথা তুলনায় অনেক জটিল ও কঠিন তার প্রতি অগ্রসর হওয়া যায়। মৌলকণা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন্ কথা সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য? মৌলকণা-বিজ্ঞানের অন্যতম স্রষ্টা সাকাতা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, গবেষণায় অগ্রগতির ফলে প্রকৃতিবিজ্ঞান আজ যেখানে উপনীত হতে চায় সেখানে সাবেকী ধ্যানধারণা ও সাবেকী চিন্তা পদ্ধতির উপর নির্ভর করে আর গবেষণালব্ধ তথ্যরই তাৎপর্য বোঝা সম্ভব নয়। মার্কসীয় পরিভাষায় ওই সাবেকী ধ্যানধারণা ও চিন্তা পদ্ধতি মেটাফিজিকাল দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। মৌলকণা-বিজ্ঞানের বর্তমান পরিস্থিতিতে অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রকটভাবেই বোঝা যায় যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ওই মেটাফিজিকাল দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে ডায়লেকটিকাল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আজ অপরিহার্য হয়েছে।

রচনাটি লেখকের "দার্শনিক লেনিন" পুস্তক থেকে গৃহিত।

CamScanner

সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞান

জে ডি বার্নাল

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ শুধুমাত্র অতীত ও বর্তমান বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ করেনি ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানের দিক নির্দেশ দিয়ে নিজের গুরুত্ব অনুধাবন করিয়েছিল। সমাজ নির্দেশিত পরিকল্পনা আমরা আগেই সোভিয়েত ইউনিয়নে দেখেছি। সেটি ছিল মার্কসবাদের সচেতন প্রয়োগের দ্বারা জারের সংকীর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তির উপর গড়ে ওঠা বিশাল, সংহত আধুনিক সোভিয়েত বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। একটি প্রজন্মের মধ্যে শান্তি এবং যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতেও একটি জাতি নিরক্ষর জাতি থেকে বিজ্ঞানীদের জাতিতে পরিণত হয়েছিল। এটি শুধু সেরা বৈজ্ঞানিকদের জ্ঞানের সীমানা এদিক ওদিক প্রসারিত করার প্রশ্ন ছিল না বরং এটি সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে সব উৎপাদন, কৃষি, স্বাস্থ্য ইত্যাদির সমস্যা সমাধানের যে পদ্ধতি তার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষায়তন গুলির বিভিন্ন পরিকল্পনা ১৯৪৬ সালে যুদ্ধ পরবর্তী অসাধারণ পঞ্চবার্ষীকী পরিকল্পনার মাধ্যমে চূড়ান্ত পরিণতি পেল এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজন ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির সম্পর্ককে দেখাল। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভাগগুলির আভ্যন্তরীণ চাহিদাকে জেনে এই বিভাগগুলিকে এক সূত্রে বাঁধা হয়েছিল। এই পরিকল্পনা বিজ্ঞানীরা নিজেরাই করেছিলেন। প্রতিটি বিভাগের নিজের সঙ্গে সঙ্গ তি রেখে একে অপরের সঙ্গে যংযুক্ত করা হয়েছিল। যেমন শিল্প, কৃষি, স্বাস্থ্য পরস্পর যুক্ত ছিল। এই বিশ্লেষণে দ্বন্দ্বতত্ত্বের অবদান দেখা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাফল্যের মধ্যে সোভিয়েত বিজ্ঞানের ফল দৃশ্যমান হতে শুরু করেছিল। বাস্তবে যা হয়েছিল সোভিয়েত জনগণ বাস্তব এবং সামাজিক প্রশ্নগুলি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে বিচার করতে শিখেছিল। একদিকে নাৎসিরা যতই ধ্বংস করুক অপরদিকে সোভিয়েত জনগণ তাদের নতুন জ্ঞান উৎপাদন ও নতুন কৃতিত্ব অর্জন করার ইচ্ছাশক্তি ও উপায়কে ধরে রেখেছিল।

সোভিয়েত বিজ্ঞান সংগঠনটি নিয়ন্ত্রনাধীন ছিল না একটি মুক্ত সংগঠন ছিল। এটি বেশি বেশি মানুষকে বেশি বেশি কাজ করার সুযোগ দিয়েছিল। এই

CamScanner

সংগঠনটি প্রাকৃতিক উৎপাদনগুলি আবিষ্কার এবং ব্যবহার করেছিল। এই প্রাকৃতিক উপাদানগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল মানুষের নিজের ক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা। যে কোন জাতির ও সংস্কৃতির নারী পুরুষের মধ্যে সুপ্ত সম্ভাবনা থাকে যে, সে মানব সংস্কৃতির অগ্রগতির জন্য কম বা বেশি কোন অবদান রেখে যাবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ৩০ বছর ধরে যে সংগ্রাম ও উন্নয়ন আমরা দেখেছি তা বহির্বিশ্বে সবে শুরু হচ্ছিল। নাৎসি মুক্ত ইউরোপ থেকে শুরু করে আংশিক ও অনিশ্চিতভাবে মুক্ত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে খুব দ্রুত বিজ্ঞান পরিকল্পনা গ্রহণ করার এবং সেটি দীর্ঘস্থায়ীভাবে ফলপ্রসু করার চেষ্টা দেখা যাচ্ছিল। উন্নত জীবনযাত্রা এবং স্বার্থপর, নিরাপত্তাহীন লোভী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে মুক্ত সভ্যতা অর্জন করার প্রয়াস হচ্ছিল। এমনকী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেও বিজ্ঞানকে সংগঠিত করে মানুষের চাহিদা পূরণের কথা ভাবা হচ্ছিল। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতার শব্দের মুখোস পরে এই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও অন্যান্য উন্নয়নের বিরোধিতা করছিল। কিন্তু নৈরাজ্যবাদী পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় স্বাধীনতা শব্দটি অলীক এবং ধ্বংসাত্বক। পুঁজিবাদী স্বাধীনতা সৃষ্টিশীল নয় শোষণমূলক স্বাধীনতা। এই অনুভব করার ব্যর্থতার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর এই বিশাল উদার কার্যক্রম ভেঙে পড়েছিল।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জে ডি বর্নালের "দি ফ্রিডম অফ নেসেসিটি" গ্রন্থ থেকে গৃহিত।
অনুবাদ- অদিতি চট্টোপাধ্যায়।

CamScanner

লেনিনের কাছে সঙ্গীত ছিল বিনোদনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম

এমিল এম প্রিসম্যান

জনপ্রিয় সঙ্গীতজ্ঞরা সঙ্গীতের চর্চার মাধ্যমে শৈল্পিক চেতনার বিকাশের দিকটাকে গুরুত্ব দেন। কিন্তু লেনিনের কাছে সঙ্গীত ছিল বিনোদনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

বিভিন্ন রকমের গানের মধ্যে লেনিনের আগ্রহের জায়গা ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর গান। বিশেষত লোকগীতি ও চেনা সুরের গান তিনি পছন্দ করতেন। এই সমস্ত গানের অধিকাংশই ছিল প্রোগ্রাম করে বাজনার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। সমসাময়িক বুদ্ধিজীবীদের জীবনে সবচেয়ে জনপ্রিয় গানগুলো এই তালিকার মধ্যে পড়ে: অপেরা ও সুর দিয়ে গাওয়া বিভিন্ন গীতিকাব্য। ঐকতানের মধ্যে পছন্দ করতেন চাইকোভ্স্কির ষষ্ঠ ঐকতান, বেটোফেনের আলাপ আর বোরোদ্যাঁ ও রিম্স্কি-কোর্সাকভের কিছু কাজ। পিয়ানোর সুরের মধ্যে লেনিনের অত্যন্ত পছন্দের জায়গা ছিল সোনাটা পাথেটিক, অ্যাপাস্যোনাটা, বেটোফেনের সপ্তদশ সোনাটা, শোপ্যাঁর পিয়ানো অণুগীতি আর লিজ্ৎ-এর কিছু কাজের অনুকৃতি। সোলো ভায়োলিনের মূর্ছনারও তিনি কদর করতেন।

বিভিন্ন লোকগীতি, বিশেষত বিপ্লবী লোকগীতি তাঁর কাছে ছিল জীবনের উজ্জ্বল মাইলফলকের মত। সমর্থকদের সাথে প্রায়ই এই সমস্ত গান তিনি গাইতেন।

ইম্প্রেশনিজ্মের রঙীন স্বাদ, এক্সপ্রেশনিজ্মের গূঢ় আবেদন এবং অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গীতের আরও অনেকগুলি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লেনিনকে আদৌ প্রভাবিত করেনি।

তাই বলা যায় সঙ্গীতের পছন্দ-অপছন্দের ক্ষেত্রে লেনিনের স্বাদ সমসাময়িক অন্যান্য অপেশাদার সঙ্গীতপ্রেমীর মতই ছিল।

বিভিন্ন গানের ক্ষেত্রে তিনি নিজের ভালোলাগা বা না-লাগা নির্দ্বিধায় জানিয়ে দিতেন। কিন্তু কখনও কোনও শিল্পকর্মের সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করেননি।

CamScanner

তিনি যথার্থভাবে মনে করতেন এই ধরণের মতামত কেবল গভীর পেশাদারী জ্ঞান থেকেই দেওয়া সম্ভব।

কিন্তু ধীমান দার্শনিক হওয়ার সুত্রে অবশ্যই তিনি শিল্পের বহুভাষিকতা ও বহুরূপতার ধারণাটি বুঝতেন। এই কারণেই এল. ফিউয়েরবাখের বই 'ধর্মের সারবত্তা বিষয়ক বক্তৃতামালা'র সারসংক্ষেপে লক্ষ্য করেছিলেন, "শিল্প তার কাজকর্মকে বাস্তব প্রমাণ করতে দায়বদ্ধ নয়।" (লেনিন, ১৯৬৩:৫৩)

লেনিন ছিলেন একজন সংবেদনশীল ও অত্মিক শক্তিতে বলীয়ান মানুষ। যে কোনও জিনিসের সারবত্তাটুকু তাঁর কাছে সহজেই ধরা দিত। ফলে সঙ্গীতের প্রায় সম্মোহনী শক্তিও তাঁর নজর এড়ায়নি। এমনকি নিজের উপরেও বস্তুটি কেমন প্রভাব ফেলে তাও তিনি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করেছিলেন। অতঃপর অ্যাপাস্যোনাটার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার পরেই তিনি বলেছেন: "আমি খুব বেশি গান শুনি না, এতে আমার নার্ভে চাপ পরে। আর যে সমস্ত লোক এই নরকের মধ্যে থেকেও এমন সুন্দর জিনিস বানাচ্ছে তাদের পিঠ চাপড়াতে ও ভাল ভাল কথা বলতে আমার ইচ্ছে করে না। আজ কারো পিঠ চাপড়ালে কাল সে তোমার হাতে কামড় বসাবে, আর তারপর যেখান থেকে এমন সুন্দর জিনিস তারা সৃষ্টি করছে সেই নারকীয় সমাজ সম্পর্কে তাঁদের শাসন করে সঠিক ধারণা দেওয়ার দরকার হয়ে পড়বে। যদিও আদর্শগতভাবে আমরা জনগণের বিরুদ্ধে যে কোনও রকম হিংসার বিরোধী।" (গোর্কি, ১৯৭৪:৪২)

একই সঙ্গে তাঁর চোখে পড়েছিল সঙ্গীত কিভাবে জনমানসে উদ্দীপনা, অনুপ্রেরণা ও একতার সঞ্চার করতে পারে। আর তিনি নিজেকে যে কর্মে নিবেদিত করেছিলেন সেই উদ্দেশ্যে উচ্চমাত্রার রোমাঞ্চ ও চাপ সৃষ্টিকারী সঙ্গীতকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করতেন। ডি. উলিয়ানভ লিখেছেন, "আমি কখনও লেনিনের গানে নিচু সুর বা দুঃখের ছোঁয়া দেখিনি। তাঁর গলা ছিল সাহসী, বেপরোয়া ও উঁচু তারে বাঁধা।" (উলিয়ানভ, ১৯৫৬ : ৭০)

দার্শনিক হিসেবে লেনিন মানবজীবনে শিল্পের ভূমিকা সংজ্ঞায়িত করেছেন। ক্লারা জেট্‌কিনের স্মৃতিকথা থেকে এই সংজ্ঞার প্রথম বাক্যটি বহুচর্চিত হয়ে আছে: "জনগণই শিল্পের মালিক।" কিন্তু তার পরেই লেনিন এই ধারণাকে আরও বিস্তৃত করে বলছেন, "এর (শিল্পের) শিকড় থাকবে একেবারে খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে। এই মানুষেরা শিল্পকে বুঝবে ও ভালবাসবে। জনগণের অনুভূতি, চিন্তা ও ইচ্ছাকে শিল্প জাগিয়ে তুলবে ও উদ্বুদ্ধ করবে। এর মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সুপ্ত শিল্পচেতনার উত্থান হবে।" (জেট্‌কিন, ১৯৮৬ : ৪৬২)

একজন বাস্তববাদী মানুষ হিসেবে এবং বিশ্বের প্রথম বিকল্প অর্থনীতিচালিত

রাষ্ট্রের রূপকার হিসেবে লেনিন উপরোক্ত উদ্ধৃতির প্রয়োগপদ্ধতিও নির্ণয় করেছেন: "শিল্প ও জনগণকে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে আসতে গেলে জনগণের শিক্ষা ও সংস্কৃতিবোধকে সবার আগে উন্নত করতে হবে।" তিনি আরও বলছেন, "অশিক্ষা... পুনর্গঠনের কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।" (জেট্‌কিন, ১৯৮৬ : ৪৬২-৪৬৩)

তারপরেই তিনি অনুপ্রেরণার সাথে ঘোষণা করেন, "...আমাদের কৃষক ও শ্রমিকরা... উৎকৃষ্ট শিল্পের দাবিদার ছিলেন। তাই আমরা প্রথমে সর্বব্যাপী গণশিক্ষা ও পরিচর্যার উপর জোর দিয়েছি। এতে করে সংস্কৃতির পথ সুগম হয়...।" কিন্তু তিনি সোভিয়েত যুগের প্রথম কয়েক বছরেই পরিস্থিতির জটিলতাও উপলব্ধি করেন: "অবশ্যই, রুটির চিন্তা দূর করার পর।" (জেট্‌কিন, ১৯৮৬:৪৬৩)

এল. রাবেন লিখছেন, "২০র দশকে সরকারী অবস্থানের নীতি দাঁড়িয়েছিল জনসাধারণের সাথে ব্যাপকতর সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কাজে সঙ্গীত শিল্পীদের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করা..." (রাবেন, ১৯৬৯:১৮৪)

১৯১৮ এর ১২ই জুন লেনিন "পেট্রোগ্রাদ ও মস্কোর সঙ্গীত শিক্ষালয়গুলিকে গণশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার" লক্ষ্যে একটি আদেশে স্বাক্ষর করেন। ১৯১৯ এর ২৬শে আগস্ট আরেকটি অধ্যাদেশের মাধ্যমে নাট্যশালাগুলির রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ঘটে। শ্রেষ্ঠ নাট্যশালাগুলি রাষ্ট্রের তরফ থেকে ভর্তুকি পেত।

এই সময় নাগাদ পেট্রোগ্রাদে তিনটি রাষ্ট্রীয় স্ট্রিং কোয়ার্টেট দল গঠন করা হয়, যাতে খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পীরা যোগ দেন। ১৯১৭ খ্রিঃ লুনাচার্স্কির নামাঙ্কিত কোয়ার্টেট (আই. লুকাশেভ্‌স্কি, আই. লিড্‌স্কি, ভি. বাকালেনিকভ ও ই. উল্‌ফ-ইস্রায়েল) যাকে পরবর্তীকালে গ্লাজুনভের নামে চিহ্নিত করা হয়; ১৯১৮ এর শেষদিকে তৈরি হয় লেনিনের নামাঙ্কিত আরেকটি কোয়ার্টেট (এল. জিট্‌লিন, কে. মোস্ট্রাস, এফ. ক্রিশ ও জি. পায়াটিগোর্স্‌কি); ১৯১৯ এ হয় স্ট্রাদিভারির নামাঙ্কিত আরেকটি কোয়ার্টেট (ডি. ক্রাইনের তত্ত্বাবধানে)।

শিল্পের উন্নয়নের ধারাবাহিকতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে লেনিন ১৯১৯ এর প্রবল শীতের মধ্যে সেইসব নাট্যশালার গুরুত্ব সম্পর্কে বলছেন, যাদের ভাণ্ডারে "কার্মেন", "লা ট্রাভিয়াটা", "ইউজিন অনিগিন" ইত্যাদি 'বুর্জোয়া' অপেরা মজুত ছিল (লেপেশিন্‌স্কি, ১৯৮৬:৪৫১)। উচ্চ শিল্পকলা প্রকৌশল স্টুডিওতে তিনি "ইউজিন অনিগিন"-এর কাহিনী বদলে দিতে ইচ্ছুক কমরেডদের সকৌতুক বিরোধিতা করেন (সেন্‌কিন, ১৯৮৬:৫০৯-৫১০)। লোকগীতির সংগ্রহ ও প্রত্যক্ষ অভিনয় উপস্থাপনার জন্য তিনি এম. ই. পায়াৎনিৎস্কির সহায় হয়েছিলেন (পেট্রিশ্‌চেভ্‌স্কি, ১৯৮৬:৪৯৭)।

CamScanner

১৯২০ এর ৮ই অক্টোবর প্রোলেৎকুল্ট-এর সম্মেলনের খসড়া প্রস্তাবনায় লেনিন দেশে শিল্প-সংস্কৃতির বিষয়ে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন, "...বুর্জোয়া যুগের সবচেয়ে মূল্যবান কীর্তিগুলিকে মার্ক্সবাদ কখনওই প্রত্যাখ্যান করে না, বরং দু'হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে (আজ আমরা বলতে পারি পাঁচ হাজার বছর ধরে) মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতির যে উন্নয়ন হয়েছে তাকে মার্ক্সবাদ আত্তিকরণ করে ও গড়েপিঠে নেয়। এই অভিমুখে, এই নির্দেশ অনুযায়ী, সমস্ত শোষণের বিরুদ্ধে শেষ সংগ্রাম হিসেবে সর্বহারার একনায়কত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও কাজ হলে তাকেই বলা যাবে প্রকৃত সর্বহারার সংস্কৃতির উন্নয়ন।" (লেনিন ১৯৮১:৩৩৭)

রাবেন লিখেছেন, সোভিয়েত ক্ষমতার প্রথম কয়েক বছর জনগণের উদ্দেশ্যে রচিত ও অনুষ্ঠিত বিনামূল্যের কনসার্টগুলি এই গুরুদায়িত্ব পালন করত। "কেবল ১৯১৮ এর শরৎ থেকে ১৯১৯ এর বসন্ত পর্যন্ত (এক মরশুম) রাষ্ট্রীয় ঐকতান অর্কেস্ট্রা এবং লুনাচার্স্কির নামাঙ্কিত কোয়ার্টেট দল প্যালেস অফ আর্টসে (জারের শীতের প্রাসাদের নতুন নাম) ৯৬ টি ফ্রি কনসার্টের আয়োজন করে। এগুলির উপজীব্য ছিল মোজার্ট, বেটোফেন, চাইকোভ্স্কি, রিম্স্কি-কোর্সাকভ, বোরোদ্যাঁ এবং পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সঙ্গীতের অন্যান্য দিক্পাল শিল্পীর কাজ। (রাবেন, ১৯৬৯:১৭৯)

তাই বলা যায় একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে লেনিন এই শিল্পটিকে ঐতিহাসিক উন্নয়নে তার পূর্ণ সম্ভাবনা ও সমস্ত ধারার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও সাংস্কৃতিক শিক্ষার এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন।

"মিউসিক্যাল ইন্টারেস্ট এন্ড প্রায়রিটিস অফ ভ্লাদিমির লেনিন"-এর অংশ বিশেষ। অনুবাদ- অধ্যাপক সর্বান বন্দ্যোপাধ্যায়।

CamScanner

রাশিয়াতে দিন কয়েক

নরেশচন্দ্র রায়

মস্কোতে নানাজাতীয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠান দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সেগুলি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিখিবার পূর্বে বর্তমান রাশিয়ার সামাজিক জীবন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। এই সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা না থাকিলে প্রতিষ্ঠানগুলির তাৎপর্য ভাল বুঝিতে পারা যাইবে না। সাধারণত অনেকের ধারণা যে রাশিয়াতে সাম্যবাদ সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই দেশে বিভিন্ন লোকের মধ্যে অবস্থাবৈষম্য কিছুই নাই। ইহা ঠিক নহে। আবার অনেকের এই রূপ ধারণাও আছে যে রাশিয়াতে টাকা পয়সার প্রচলন আর নাই। লোকেরা গভর্নমেন্টের নিকট কেবলমাত্র একটি টিকিট পাইয়া থাকে এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়াই আব্যশ্যকীয় জিনিষপত্র গভর্নমেন্টের দোকান হইতে পাইয়া থাকে। বস্তুত অন্যান্য দেশের ন্যায় রাশিয়াতে লোকে কাজ করিয়া বেতন পাইয়া থাকে। এই বেতন কার্য হিসাবে এবং কর্মীর যোগ্যতা অনুসারে কম বেশি হইয়া থাকে। সোভিয়েত রাষ্ট্রের মূল নীতি অনুসারে প্রত্যেক লোকই স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে কর্ম পাইবার এবং করিবার অধিকারী। অবশ্য এই কাজ গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠানেই পাইতে হইবে এরূপ কোনও নিয়ম নাই। অনেকে ব্যক্তিবিশেষের গৃহেও কার্য করিয়া থাকে। অবশ্য যদি কেহ কার্যক্ষম হইয়াও কাজ করিতে অনিচ্ছুক হয় তবে তাহার জন্য কোনও বন্দোবস্ত করিতে রাষ্ট্র বাধ্য নহে।

পূর্বেই বলিয়াছি কার্য এবং যোগ্যতা অনুসারে কর্মীদিগের বেতনের তারতম্য হইয়া থাকে। শুনিলাম গভর্নমেন্ট মোটামুটিভাবে সর্বনিম্ন বেতন কত হইবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া থাকেন। মস্কো এবং লেনিনগ্রাদ এই দুই জায়গাতেই শুনিলাম এই সর্মনিম্ন বেতন মাসিক ১৭৫ রুবল (১ রুবল মোটামুটি ১ শিলিং-এর সমান, ১ শিলিং সমান ১১ আনা)। একদিকে যেমন সর্বনিম্ন বেতন নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, অপর দিকে সেই প্রকার সর্বোচ্চ বেতনও নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে কিনা সে সম্বন্ধে মস্কোতে একজন অধ্যাপককে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। তিনি যাহা বলিলেন তাহার তাৎপর্য এই যে যদিও সর্বোচ্চ বেতন ওইভাবে নির্দিষ্ট নাই

তথাপি মাসিক ২০০০ রুবলের বেশি কাহারও বেতন সাধারণত হয় না। তিনি যাতটা জানেন তাহাতে ২০০০ রুবল সর্বোচ্চ বেতন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তিনি আরও বলিলেন যে বড় বড় বৈজ্ঞানিক এবং প্রসিদ্ধ আর্টিস্টরাই এই সর্বোচ্চ বেতন পাইয়া থাকে। কলেজের অধ্যাপকরা সাধারণত ৬০০ হইতে ১০০ রুবল মাসিক পাইয়া থাকেন।

বাহিরের লোকের এইরূপ ধারণাও আছে যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখিবার অধিকার নাই। বাস্তবিক পক্ষে, কেবল যে এই দেশের অধিবাসীরা নিজেদের উপার্জিত অর্থ হইতে কিছু কিছু জমাইয়া সরকারি ব্যাঙ্কে রাখিতে পারে তাহা নহে, তাহাদের মৃত্যুর পর ওই সঞ্চিত অর্থ তাহাদের সন্তানসন্ততিগণ উত্তরাধিকার সূত্রে পাইবার অধিকারী। সঞ্চিত বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা জমি এবং বাড়ি কিনিবার অধিকারও তাহাদের আছে। বস্তুত গ্রামগুলিতে অনেক কৃষক নিজেদের বাড়িতেই বসবাস করিয়া থাকে। অর্থ সঞ্চয় করিয়া উহা ব্যাঙ্কে জমা রাখা হয় এইরূপ শুনিলে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে হয়তো অন্যান্য দেশের ধনাঢ্যদিগের ন্যায় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে মজুত রাখিয়াছে। কিন্তু এরূপ মনে করিলে সোভিয়েত রাষ্ট্রের অবস্থা সম্বন্ধে ভুল ধারণাই করা হইবে। প্রথমত দালালি করিয়া অথবা কারখানার মালিক হইয়া হাজার হাজার টাকা দিনের পর দিন রোজগার করা রাশিয়ায় অসম্ভব। চাকুরি করিয়াও অরিরিক্ত মোটা মাহিনা পাওয়া যায় না। সুতরাং বৎসরের পর বৎসর ব্যাঙ্কে প্রচুর অর্থ জমা রাখিবার সুযোগ অল্পই আছে। সভ্য জগতে অধিকাংশ লোক সাধারণ অবস্থায়ও একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া যতটা সম্ভব টাকা জমাইয়া রাখেন। বিপদে আপদে, বৃদ্ধ বয়সে, কখন কিরূপ অর্থের প্রয়োজন হয় তাহার নিশ্চয়তা নাই। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া লোকে অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে। কিন্তু রাশিয়াতে এই সকল কথা ভাবিবার ততো প্রয়োজন হয় না। নানাবিধ বিমার বন্দোবস্ত থাকায় প্রয়োজনমতো সকলেই অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে। সুতরাং সামাজিক আবহাওয়ার জন্যও অন্যান্য দেশের অধিবাসীরা অর্থ সঞ্চয় করিতে বাধ্য হয়। ব্যাঙ্কে সঞ্চিত অর্থ অথবা তদনুরূপ জমিজমাই তাহাদের আভিজাত্যের মাপকাঠি। এইগুলি যাহাদের বেশি আছে সমাজে প্রতিপত্তি তাহাদের বেশি। সুতরাং সকলেরই যে এই দিকে দৃষ্টি থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আভিজাত্যের অন্য মাপকাঠি নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। সেখানে ব্যাঙ্কে প্রচুর অর্থ জমাইয়া কেহ গৌরববোধ করিবার সুযোগ পায় না। উপরন্তু এই কারণে সমাজে তাকে হেয় হইতে হয়। কর্মীদিগকে উচ্চহারে বেতন দেওয়া হয় সচ্ছলভাবে থাকিবার জন্য। এইভাবে না থাকিয়া

কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া অর্থ জমাইলে তাহাতে সামাজিক উপকার না হইয়া অপকারই হইয়া থাকে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এই নূতন সামাজিক অবস্থা ও আবহাওয়ার জন্য এক এক ব্যক্তি প্রচুর অর্থ জমাইয়া উত্তরাধিকারসূত্রে ইহা ভোগদখল করিবার সুযোগ পায় না। কিন্তু আইন অনুসারে কাহারও অর্থ সঞ্চয় করিবার এবং তাহা দ্বারা বাড়িঘর কিনিবার কোনও বাধা নাই।...

...যে ক্লাব বা শিক্ষাকেন্দ্রটি দেখিতে গিয়াছিলাম সেখানে আট হইতে ষোলো বৎসর বয়স্ক অক্‌টোব্রিস্ট এবং পাইওনিয়ারগণ ছুটির দিনে এবং অন্যান্য দিন বিকালে যাইয়া থাকে। ছোট ছেলেমেয়েদের সময় কাটাইবার জন্য নানা প্রকার খেলাধূলার বন্দোবস্ত আছে। একটি ঘরে দাবা খেলিবার সমঞ্জাম রহিয়াছে দেখিলাম। এই দাবা খেলায় বারো চোদ্দ বৎসরের বালকবালিকাগণ বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। শুনিলাম নিউ ইয়র্ক হইতে এক বিখ্যাত দাবা খেলোয়ার ইহাদের সহিত খেলিতে বসিয়াছিলেন। তেরো বৎসরের একটি বালককে খেলায় হারাইয়া দিতে তাহার সাত ঘন্টা খেলিতে হইয়াছিল। আর একটি জায়গায় দেখিলাম ফটো তুলিবার কতকগুলি ছোট বড় ক্যামেরা এবং অন্যান্য তৈজসপত্র রহিয়াছে। ছেলেমেয়েরা কেবল যে এখানে ভালরূপে ছবি তুলিতে শেখে তাহা নহে, ক্যামেরাগুলির কলকব্জা সম্বন্ধেও তাহারা বিস্তৃত জ্ঞান লাভ করে। কেহ কেহ ক্যামেরা তৈয়ারি করিবার প্রণালীও শিখিয়া থাকে। আর একটি বিভাগে ছেলেমেয়েদের উদ্ভিদ তত্ত্ব সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিবার এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য নানাপ্রকার উদ্ভিদ এবং মৎস্য প্রভৃতি প্রাণী জোগাড় করিয়া রাখা হইয়াছে। অন্য একটি ঘরে বিমান সম্বন্ধে বালকবালিকাদের উৎসাহ-বৃদ্ধি করিবার জন্য ছোট ছোট নানাপ্রকার নির্মিত বিমান রাখা হইয়াছে। ক্লাবটিতে আহারাদি করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। যাহাতে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা সভ্যভাবে এবং সংঘবদ্ধভাবে সাধারণের সম্মুখে খাইতে শেখে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। নাচ গান এবং থিয়েটার করিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্তও এখানে আছে। বাস্তবিক পক্ষে এক মস্কো শহরেই এইরূপ ছোটখাটো প্রতিষ্ঠান অনেকগুলি রহিয়াছে। সেইজন্য অন্যান্য দেশে যেমন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়, কী মস্কোতে, কী লেনিনগ্রাদে সেরূপ ছবি দেখি নাই।

মস্কোর বিশ্রাম এবং জ্ঞানচর্চার জন্য বিখ্যাত উদ্যানের কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। এই উদ্যানে ইনটুরিস্টের কোনও গাইড না লইয়াই অন্য তিন চারিজন সঙ্গীর সহিত প্রবেশ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। অনেকের ধারণা আছে যে রাশিয়াতে কোনও পর্যটক ইচ্ছামতো কোনও দর্শনীয় স্থানে যাইতে পারে না।

CamScanner

ইনটুরিস্টের লোকেরা তাহাকে যেখানে লইয়া যায় সেইখানেই যাইতে হয়, অপর স্থানে যাইবার সুযোগ হয় না। প্রকৃতপক্ষে রুশ ভাষা না জানিলে ইচ্ছামতো অপর স্থানে যাইতে গেলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা অনেক। আমার সঙ্গীদিগের মধ্যে দুইজন ভালরকম এস্টোনিয়ান এবং কাজ চালাইবার মতো রুশ ভাষা জানিতেন। সেইজন্য তাহাদের সহিত গিয়া বিপদে পড়িতে হয় নাই। উদ্যানটিতে উপরের রাস্তা দিয়া না যাইয়া টিউবে গিয়াছিলাম। এই টিউব রেলওয়ে বা সাবওয়ে রুশদিগের একটি বিশেষ গর্বের বস্তু। ওখানে ইহাকে মেট্রো বলা হইয়া থাকে। ১৯৩৫ সালে সর্বপ্রথম মেট্রো খোলা হয়। গাড়িগুলি নিউ ইয়র্কের সাবওয়ে গাড়িগুলি অপেক্ষা তো বটেই লন্ডনের টিউব গাড়িগুলি হইতেও উৎকৃষ্টতর এবং আরামদায়ক বলিয়া মনে হইল। অবশ্য এইগুলি নূতন নির্মিত হইয়াছে এবং সেইজন্য এখনও বেশ পরিষ্কার এবং ঝকঝকে তকতকে রহিয়াছে। উদ্যানটিতে বেড়াইবার, বক্তৃতা শুনিবার, নানাবিধ দ্রষ্টব্য দেখিবার, খেলাধূলা করিবার এবং থিয়েটার দেখিবার বন্দোবস্ত আছে। এক জায়গায় দেখিলাম রাশিয়ার যাবতীয় কবি এবং মনস্বীদিগের ছবি টাঙাইয়া রাখা হইয়াছে এবং তাহার নীচে তাহাদের সম্বন্ধে নানা তথ্য বিশদভাবে লিখিয়া রাখা হইয়াছে। আর এক জায়গায় দেখিলাম বেশ উচ্চ একটি মনুমেন্টের মতো স্তম্ভ নির্মাণ করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহার উপরে উঠিয়া প্যারাসুট খুলিয়া লোকে নীচে নামিয়া আসিতে পারে। অনেকে এইভাবে প্যারাসুট ব্যবহার করিতে শিখিতেছে দেখিলাম।

মস্কোতে আর একটি প্রতিষ্ঠান দেখিয়াছিলাম। এখানে তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি। ইহাকে স্টাখানোভাইটদিগের উদ্যান সম্মিলন বলা যাইতে পারে। স্টাখানোভ রাশিয়ার একজন সাধারণ কর্মী। ইনি প্রথম সাধারণ মজুর হইয়াও কি প্রকারে প্রোডাকসন বাড়ানো যায় সেই দিকে দৃষ্টি দেন এবং কিছুদিন পরে উপায় উদ্ভাবন করিয়া অল্প সময়ে বেশি জিনিস উৎপন্ন করিবার পন্থা নির্দেশ করেন। তখন হইতে তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অন্যান্য কর্মীরাও ম্যানেজারদিগের মুখাপেক্ষী না হইয়াও ইচ্ছে মতো এইরূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং অনেকে এবিষয়ে কৃতকার্যও হইয়ছে। যে সকল কর্মীরা এইভাবে কোনও না কোনও প্রকারে কারখানা বা খনির উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধি করিতে পারিয়াছে তাহাদিগকে স্টাখানোভের নাম অনুসারে স্টাখানোভাইট বলা হইয়া থাকে। এই স্টাখানোভাইটদিগের সপ্তাহে একদিন করিয়া বিশ্রামের জন্য এক উদ্যান প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হইয়াছে। উদ্যানটিতে বিশ্রাম করিবার, নানাপ্রকার ক্রীড়াকৌতুক করিবার, বক্তৃতা শুনিবার এবং খাইবার ভাল বন্দোবস্ত হইয়াছে। সকালে উঠিয়াই এই শ্রমিকগণ পার্কটিতে চলিয়া আসে। কিছুক্ষণ দৌড়াদৌড়ি এবং আমোদ

আহ্লাদ করিবার পর তাহারা সকলেই ভোজন সারিয়া লয়। তাহার পর মস্কো নদীতে নৌকাবিহারে বাহির হইবার বন্দোবস্ত আছে। অনেকে এই সুযোগে নৌকায় বেড়াইয়া আসে। তাহার পর মধ্যাহ্নভোজন আরম্ভ হয়। ভোজনান্তে কেহ কেহ আরামকেদারায় শুইয়া নিদ্রা যায়, আবার অনেকে এই সময় বক্তৃতাদি শুনিয়া থাকে। আমি যে সময় এই উদ্যানে প্রবেশ করিলাম তখন অনেকে উন্মুক্ত আকাশের নীচে নিদ্রা যাইতেছিল। আবার দুইটি জায়গায় বক্তৃতাও হইতেছিল। একটি স্থানে বক্তা সঙ্গীত সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছিলেন। শ্রোতার সংখ্যা প্রায় ৫০/৬০ জন হইবে। সকলেই মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল বলিয়া মনে হইল। অপর স্থানে একজন সৈনিক পুরুষ (army man) একটি ম্যাপের সাহায্যে ড্যানজিগ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে শ্রোতাবৃন্দের কেহ কেহ তাঁহাকে প্রশ্নও করিতেছিল। গাইড আমাকে বলিলেন যে একজন শ্রোতা বক্তাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে ড্যানজিগ লইয়া জার্মানি যখন এতটা ঔদ্ধত্য দেখাইতেছে তখন পোলিশ গভর্নমেন্ট এত চুপচাপ রহিয়াছে কেন? পোলিশরা ইহা লইয়া যুদ্ধ বাধাইয়া দেয় না কেন? সমস্তদিন পার্কে কাটাইয়া এই শ্রমিকগণ সন্ধ্যাবেলা গৃহে ফিরিয়া যায়।

এইখানে দুইটি কথা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন। প্রথমত বিশ্রামের জন্য যে ধরণের পার্কের কথা বলিলাম এইরূপ পার্ক রাশিয়াতে নানাস্থানে ছোট বড় সব রকম আকারের স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া ক্রমাগত পরিশ্রম করিবার পর কিছুদিনের জন্য শ্রমিকগণ যাহাতে স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইয়া বিশ্রাম এবং স্বাস্থ্যোন্নতি করিতে পারে নানাস্থানে বহু স্যানিটোরিয়াম এবং রেস্ট হোম নির্মাণ করাইয়া সে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দিনে দিনে স্বাস্থ্যান্বেষীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯২৭/২৮ খ্রিস্টাব্দে স্যানেটোরিয়ামে চুয়াত্তর হাজার এবং রেস্ট হোমে চার লক্ষ লোক বিশ্রামের জন্য আসিয়াছিল। দশ বৎসর পরে ১৯৩৮ সালে স্যানেটোরিয়ামে সাড়ে পাঁচ লক্ষেরও উপর এবং রেস্ট হোমে উনিশ লক্ষ লোক বিশ্রাম করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতি করিয়াছিল। ইহাদের অনেকে মিল, ফ্যাক্টরি এবং অন্যান্য কর্মস্থান হইতে অর্থ সাহায্য লইয়া এইরূপ বিশ্রামের সুযোগ পাইয়া থাকে। ট্রেড ইউনিয়নগুলিও তাহাদের এই খরচ বহন করে। ইন্সিওরেন্স ব্যবস্থা হইতেও অনেকে বিশ্রামাগারে যাইবার সুযোগ পাইয়া থাকে।

রাশিয়াতে লোকশিক্ষার যে সকল ব্যবস্থা হইয়াছে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ দশ বৎসর পূর্বে রাশিয়ার চিঠিতে বিশদ আলোচনা করিয়াছিলেন; এখানে ওইরূপ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক এবং অসম্ভব হইবে। তবে এইমাত্র উদ্যান সম্মিলনে স্টাখানোভাইট শ্রমিকদের জন্য যে বক্তৃতাদির ব্যবস্থা হইয়া থাকে সে সম্বন্ধে

কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। এই সূত্রে লোকশিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আরও সামান্য কিছু বলা যাইতে পারে। একদিন ইনটুরিস্টের গাড়িতে করিয়া এক প্রতিষ্ঠান দেখিতে যাইবার সময় গাইড (উনি স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট) বলিলেন যে রাশিয়াতে শিক্ষার উৎসাহ দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে; পূর্বাপেক্ষা শ্রমিকদের অবসর এখন বেশি হইয়াছে। এই অবসর সময়ে অন্তত এক তৃতীয়াংশ লোক কোনও না কোনও বিশেষ বিষয়ের জ্ঞানচর্চায় নিযুক্ত থাকে— কেহ সাহিত্যে, কেহ ললিতকলায়, কেহ সঙ্গীতবিজ্ঞানে, কেহ বা অন্য বিষয়ে। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে এই যে কেবল যে অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের ন্যায় প্রাথমিক শিক্ষাই রাশিয়ায় অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক তাহা নহে। কি স্কুলে, কি ইউনিভার্সিটিতে, পড়িতে গেলে ছাত্রদিগকে বেতন তো দিতে হয় না, উপরন্তু থাকিবার খাইবার ব্যবস্থার জন্য অনেকেই গভর্নমেন্ট হইতে বৃত্তি পাইয়া থাকে। ১৯৩৮ সালে ইউনিভার্সিটি ও কলেজগুলিতে যে সকল ছাত্র পড়াশুনা করিত তাহাদের শতকরা একানব্বই জন গভর্নমেন্টের বৃত্তিভোগী ছিল। নানাপ্রকার স্কুল কলেজের সংখ্যা যে রাশিয়াতে অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে সে সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিশেষ কিছুই বলা সম্ভব নয়। তবে সাধারণের ব্যবহারের জন্য লাইব্রেরি সম্বন্ধে একটিমাত্র কথা এখানে বলিতে ইচ্ছা করি। ১৯১৪ সালে রাশিয়াতে সাড়ে বারো হাজার লাইব্রেরি ছিল। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে সত্তর হাজার হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে পুস্তকের সংখ্যা নব্বই লক্ষ হইতে প্রায় তেরো কোটি হইয়াছে। এই লাইব্রেরিগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান হইতেছে দি অল-ইউনিয়ন লেনিন লাইব্রেরি ইন মস্কো (The All-union Lenin Library in Moscow)। এখানে পুস্তকের সংখ্যা বিরানব্বই লক্ষ।

সকলেই জানেন যে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লবের পরে অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের ধনসম্পত্তি বাড়িঘর বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইয়াছিল। কোনও ব্যক্তিবিশেষের বাড়িঘর কাড়িয়া লইলে তাহার এবং তাহার বন্ধুবান্ধবদিগের মনে স্বভাবতই একই সঙ্গে কষ্ট এবং ক্রোধ জন্মিতে পারে। এইরূপ বাজেয়াপ্ত করা যে অন্য দিক দিয়াও সমীচীন তাহাও নহে। তবে রাশিয়াতে বাজেয়াপ্ত বাড়িঘরগুলি যে সৎকার্যে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা পূর্বেকার মালিকরা জানিলে তাহাদের মনে কতকটা সান্ত্বনা আসিতে পারে এবং তাহারা বিগত হইয়া থাকিলে তাহাদের আত্মাও কিছু পরিমাণে শান্তি পাইতে পারে। লেনিনগ্রাদ হইতে পিটারের 'সামার প্যালেস' দেখিতে যাইবার পথে একটি গৃহ দেখিবার জন্য আমরা বাস হইতে নামিয়াছিলাম। এই সুবৃহৎ গৃহখানি পূর্বে রাশিয়ার একজন ধনাঢ্য বণিকের ছিল। বৎসরে পনেরো কুড়ি দিনের জন্য একবার হয়তো তিনি ওই বাড়িতে আসিয়া

থাকিতেন। বাকি সমস্ত বৎসর দুই চারিজন পরিচারক মাত্র এই বাড়ি আগলাইয়া থাকিত। এখন এই গৃহে অতি বৃদ্ধ ৪০/৪৫ জন মহিলাকে থাকিতে দেওয়া হইয়াছে। একজন সুপারিন্টেন্ডেন্টের তত্ত্বাবধানে সরকারি খরচে এই অসহায় এবং অনন্যোপায় বৃদ্ধরা এখানে শান্তিতে জীবনের বাকি দিনগুলি কাটাইতেছে। লেনিনগ্রাদ শহরে আর একটি বৃহদায়তন বাড়ি দেখিয়াছিলাম। এটি পূর্বে স্টক এক্সচেঞ্জ (stock exchange) ছিল। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ক্লাব হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। মস্কো শহরেও একটি গৃহ এখন স্পানিশ রেভোলিউশনের মিউজিয়ম হিসাবে ব্যবহৃত হইতেছে। এই মিউজিয়মে ঢুকিয়া স্পেন দেশে কি ভাবে রেভোলিউশন কিছুদিনের জন্য কৃতকার্য হইয়াছিল এবং পরে কি ভাবে বিদেশি রাজ্যগুলির সাহায্যে ফ্র্যাঙ্কোর দল ইহার গলা টিপিয়া মারিয়াছিল সে সম্বন্ধে যে কোনও দর্শক পরিষ্কার ধারণা করিতে পারে। এই গৃহখানি পূর্বে একজন ধনী জমিদারের ছিল বলিয়া শুনিয়াছি।

মস্কোতে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া একদিন সন্ধ্যাবেলা ট্রেন ধরিয়া পোল্যান্ডের পথে রওয়ানা হইলাম। পরের দিন সীমানায় আসিয়া পৌঁছাইলে পুনরায় রুশ কাস্টমসে যাইতে হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া আবার সকল জিনিস পরীক্ষা হইলে রেহাই পাইলাম।

পরিচয়; আষাঢ় ১৩৪৮/১৯৪১

CamScanner

দুঃসাহসিক পরীক্ষা

প্রফুল্লকুমার সরকার

সেভিয়েত রাশিয়ার নৈতিক আদর্শ, বিবাহ, পরিবার ও সমাজবন্ধন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব।

প্রথমেই বলা দরকার যে, এ সব বিষয়ে বোধহয় সেভিয়েত রাশিয়া যে ব্যবস্থা প্রচলন করেছে, তাকে যুগান্তকারী বললেও অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য মানবসমাজে এতকাল পর্যন্ত যে সব প্রথা ছিল এবং আছে তা থেকে এ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রাষ্ট্র ও সমাজের অগ্রগামী চিন্তানায়কেরা এত দিন যে সব কথা কেবল কল্পনা করেছেন, কিন্তু কোনও সভ্য সমাজ যেগুলিকে গ্রহণ করতে সাহস পায়নি, সোভিয়েত রাশিয়া নির্ভীকভাবে সেই সমস্তই কার্যে পরিণত করেছে।

মোট কথা, এ একটা মস্ত বড় দুঃসাহসিক পরীক্ষা। যদি সোভিয়েত রাশিয়া এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে, তবে অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর সর্বত্র মানবসমাজের চেহারা বদলে যাবে, স্ত্রী-পুরুষের যৌন সম্বন্ধ, নৈতিক আদর্শ, বিবাহ, পরিবার ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সব ধারণা এতকাল প্রচলিত ছিল, যে কাঠামোর উপর আধুনিক সমাজ গড়ে উঠেছে, তার একেবারে উলোট-পালোট হয়ে যাবে।

বলা বাহুল্য, সোভিয়েত রাশিয়ার নৈতিক আদর্শ ও সমাজব্যবস্থার পক্ষে আমরা কোনও ওকালতি করতে বসিনি বা তাকে আদর্শ বলে প্রচার করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। প্রামাণিক বিবরণ থেকে, যা সত্য বলে জানা যাচ্ছে আমরা কেবল তাই বলছি এবং সত্য যতই অপ্রিয় হোক, তা শোনবার মতো ধৈর্য ও সাহস আমাদের থাকা উচিত।

কোনও কোনও বিদেশি পর্যটক, বিশেষভাবে ইংরেজ পর্যটকরা প্রচার করেছেন, সোভিয়েত রাশিয়া 'nationalisation of women' করেছে, অর্থাৎ সেখানে যৌননীতি বা প্রবিত্রতা বলে কিছু নেই, বিবাহ নেই, সমাজবন্ধন নেই। অবাধ যৌন সম্মিলন বা চরম উচ্ছৃঙ্খলতার রাজত্ব সেখানে বিরাজ করছে। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইংরেজ বা আমেরিকান পর্যটকেরা ছয় দিন বা ছয় সপ্তাহ ভারত

CamScanner

ভ্রমণ করে যে সব অদ্ভুত মতামত বইয়ে লিখে প্রচার করেন, এও অনেকটা সেই রকম। এর কতকটা দায়িত্বজ্ঞাহীন পল্লবগ্রাহিতার ফল, আর কতকটা সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক বিদ্বেষের পরিণাম।

'nationalisation of women' নামক উদ্ভট কথাটার মূলে আছে, নারীকে সম্পত্তি বলে গণ্য করার ভাব অর্থাৎ সোভিয়েত রাশিয়াতে যেমন কলকারখানা, ব্যবসা-বানিজ্য, ঐশ্বর্য সম্পদ সব nationalise করা হয়েছে, নারীকেও তেমনি ন্যাশনালাইজ করা হয়েছে। আসলে ব্যপারটা ঠিক তার উল্টো। সোভিয়েত রাশিয়া নারীকে দিয়েছে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা; তেমনি স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতা ইউরোপ বা আমেরিকার চরম প্রগতিবাদীরাও এ পর্যন্ত চিন্তা করতে সাহস পায়নি। সোভিয়েত রাশিয়ার নারীর সঙ্গে পুরুষের রাষ্ট্রিক বা সামাজিক অধিকারের দিক দিয়ে কোনও ভেদ নেই। তারা সকল বিষয়েই সমান। আর এর ফলে এতকাল পুরুষ ও নারীর যৌন সম্বন্ধ ও বিবাহবন্ধন ঘিরে যে সব আচার, প্রথা, নিয়ম গড়ে উঠেছে সেই সমস্ত কনভেনশন বা সংস্কার সোভিয়েত রাশিয়া একেবারে উঠিয়ে দিয়েছে। পুরুষ ও নারীকে তারা পারস্পরিক সম্বন্ধের দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের আত্মসম্মান ও মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। নর-নারীর মনুষ্যত্বের উপর এত বড় বিশ্বাস কোনও সভ্য সমাজ এর পূর্বে করতে সাহস পায়নি। সোভিয়েত রাশিয়ার নর-নারীরাও যে এ বিশ্বাসের অপমান করেনি, তা আমরা পরে দেখাব।

এই আদর্শ অনুসরণ করে সোভিয়েত রাশিয়া বিবাহবন্ধন ও বিবাহবিচ্ছেদ সম্বন্ধে সর্বপ্রকার বাধ্যতামূলক প্রথা বা সংস্কার তুলে দিয়েছে। আমাদের ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে 'গান্ধর্ব বিবাহ', রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাকে বৈধ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। নর-নারী যদি পরস্পরকে জীবন-সঙ্গী বলে বরণ করে নেয়, তবে তারা স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করতে পারে। রাষ্ট্র বা সমাজ তাতে কোনও বাধা দেবে না। ব্যভিচার বলে কোনও সম্বন্ধ সোভিয়েত রাশিয়ার আইনে নেই। কিন্তু তাই বলে পুরুষরা যে স্ত্রীর উপর অত্যাচার করবে, রাষ্ট্র তা সহ্য করবে না। নারীহরণ, নারীর উপর অত্যাচার এ সব রাশিয়ার আইনে গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য এবং তাতে কঠিন শাস্তি হয়ে থাকে। অথবা নর-নারী যে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন বা অবাধ স্বেচ্ছাচার করবে, তাও রাষ্ট্র বা সমাজ সহ্য করবে না। তেমন কোনও স্বেচ্ছাচারী পুরুষ বা নারীকে কঠিন সামাজিক শাস্তি দেওয়া হবে, রাষ্ট্রিকের অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হবে। অর্থাৎ সোভিয়েত রাষ্ট্র নর-নারী পরস্পরকে স্বাধীনভাবে সঙ্গী নির্বাচন করে জীবনযাপন করতে দেবে, তাই বলে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা, নৈতিক দায়িত্বহীনতার প্রশ্রয় দেবে না।

CamScanner

নর-নারী পরস্পরকে স্বাধীনভাবে নির্বাচন করে আইনত বিবাহবন্ধনেও আবদ্ধ হতে পারে। এই সব বিবাহ রেজিস্ট্রি করাবার অফিসকে বলা হয় 'জাগস' (Zags)। এখানে বিবাহ রেজিস্ট্রি করবার নিয়ম খুব সহজ, কোনও সাক্ষী ডাকবার প্রয়োজন নেই, কোনও শপথ করবার প্রয়োজন নেই। স্বামীকে স্ত্রীর নিকট বা স্ত্রীকে স্বামীর নিকট কোনও প্রতিজ্ঞাও করতে হয় না। কোনওরূপ বাহ্য অনুষ্ঠানেরও দরকার নেই। অবশ্য, কেউ যদি কোনও অনুষ্ঠান বা উৎসব করতে ইচ্ছা করে, তা করতে পারে। কোনও স্বামী-স্ত্রী যদি গির্জায় ধর্মানুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে বিবাহবন্ধন পাকা করতে চায়; রাষ্ট্র তাতেও বাধা দেবে না। এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের আছে, 'জাগস' অফিসে কিভাবে কাজ হয় তার একটা বর্ণনা দিচ্ছি :

বিবাহার্থী পুরুষ বা নারী অফিসের ভিতরে গেলে তাদের একটা ডেস্কে বসতে বলা হল। একজন তরুণী মহিলা সেই অফিসের কর্তা, তিনিই রেজিস্ট্রার। মহিলাটি বিবাহার্থী দু'জনকে কার্ডে ছাপানো একটি বিবৃতিপত্র দিলেন। এতে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিবাহ-সম্বন্ধীয় আইন লেখা আছে। আইনের ধারায় আছে যে, নর-নারীর পরস্পরের সম্মতিক্রমে বিবাহ করা চাই, তাদের বয়স অন্তত ১৮ বৎসর হওয়া দরকার এবং তাদের সনাক্ত করবার জন্য উপযুক্ত দলিলপত্র চাই। আর একটি বিধান আছে যে, যারা একবার অন্য অফিসে রেজিস্ট্রি করেছে, অথচ যাদের মধ্যে ডাইভোর্স বা বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি, তাদের বিবাহ হতে পারবে না। যারা জড়-বুদ্ধি বা বিকৃত মস্তিষ্ক তাদের বিবাহ হবে না। আইনের আর একটি ধারায় আছে, যারা, এই সব নিয়ম ভঙ্গ করবে, তাদের এক হাজার 'রুবল' জরিমানা বা এক বৎসর কারদণ্ড হবে।

রেজিস্ট্রি অফিসার ওই বিবৃতিপত্র প্রত্যেক বিবাহার্থী নর-নারীকে পড়তে দেন। কিন্তু পড়ে নাম দস্তখত করবার জন্য কাউকে অনুরোধ করেন না। তিনি ধরে নেন যে নর-নারী আইনে লিখিত সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত। তিনি তখন 'বর ও কন্যাকে' তাদের নাম, বয়স, সামাজিক অবস্থা, পূর্বে তাদের বিবাহ হয়েছে কি না, সন্তানাদি আছে কি না, জাতি, বৃত্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। স্ত্রী স্বামীর উপাধি গ্রহণ করতে বা নিজের উপাধি রাখতে ইচ্ছুক, তাও জিজ্ঞাসা করেন। এই সব প্রশ্নের উত্তর একখানা বইতে তিনি লেখেন এবং তার নীচে সরকারি মোহর লাগান ও বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হয়েছে বলে ঘোষণা করেন। এর জন্য যে 'ফি' দিতে হয়, তার মূল্য তিন টাকার মতো।

দম্পতিকে রেজিস্ট্রি অফিসার তখন জিজ্ঞাসা করেন, তারা সরকারি চিকিৎসকদের দ্বারা পরীক্ষিত হতে চান কি না? যদি তারা রাজি হন তবে

CamScanner

চিকিৎসকের ঘরে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় প্রত্যেক রেজিস্ট্রি অফিসের সঙ্গে ই একজন করে সরকারি চিকিৎসক আছেন—অবশ্য চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করবার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক নয়।

যে অফিসারের কথা বলা হচ্ছে, সেখানে একজন মেয়ে ডাক্তার আছেন। তিনি প্রথমেই স্ত্রীকে তাঁর নিভৃত কক্ষে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করেন, তারপর স্বামীকে পরীক্ষা করেন। তিনি তাদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন যে, ইচ্ছা করলে তাঁরা কোনও প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারেন। কিন্তু তাঁরা যদি তাঁর পরামর্শ দ্বারা উপকৃত হতে চান তবে সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই ভাল। দম্পতি সন্তান চায় কিনা, এ তাঁর একটি প্রধান প্রশ্ন। যদি তারা সন্তান জন্ম বিলম্বিত করতে চায়, তবে ডাক্তার তাদের জন্মশাসন সম্বন্ধে উপদেশ দান করেন।

বিবাহবিচ্ছেদ করতে হলেও এই রেজিস্ট্রি অফিসে যেতে হয়। বিবাহবিচ্ছেদের আইনও রাশিয়াতে সহজ করা হয়েছে। স্বামী বা স্ত্রী যে কেহ ইচ্ছা করলে বিবাহবিচ্ছেদের জন্য আবেদন করতে পারে। এ জন্য কোনও সাক্ষী ডাকবার দরকার নেই, উকিলের প্রয়োজন নাই, মামলা করবারও প্রয়োজন নাই, বিবাহ রেজিস্ট্রির সময়ে 'বর-কন্যাকে' যে সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, বিচ্ছেদের জন্য দরখাস্ত করলেও সেই শ্রেণীর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। যদি দম্পতির সন্তান হয়ে থাকে, তবে বিচ্ছেদের পর কে তাদের ভার নেবে, এই প্রশ্নটা বিশেষভাবে করা হয়। বিবাহবিচ্ছেদের কারণ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার নিয়ম নেই। বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন গ্রাহ্য হবার পর, স্বামী বা স্ত্রী যদি অপরপক্ষকে তা জানাতে সঙ্কোচ বোধ করে, তবে অনুরোধ করলে রেজিস্ট্রি অফিসের কেরানি পোস্টকার্ডে সেই সংবাদ লিখে অপরপক্ষকে তা জানিয়ে দেবার ভার নেয়।

কোনও স্বামী বা স্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদের অধিকারে গভর্নমেন্ট হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদ হলে দম্পতির সম্পত্তির কি বন্দোবস্ত হবে বা সন্তানাদির কে ভার নেবে, তার ব্যবস্থা করবার অধিকার গভর্নমেন্টের আছে। যদি বিবাহবিচ্ছেদের সময় স্ত্রী রুগ্‌ণ বা উপার্জনে অক্ষম থাকে, তবে সে নীরোগ ও কার্যক্ষম না হওয়া পর্যন্ত পূর্বস্বামীর উপার্জনের এক-তৃতীয়াংশ পাবে। স্বামী যদি বিবাহবিচ্ছেদের সময় স্ত্রী রুগ্‌ণ বা উপার্জনে অক্ষম থাকে, তবে স্ত্রীকেও তার উপার্জনের এক-তৃতীয়াংশ ওই ভাবে দিতে হবে। সন্তানদের ভরণপোষণের ব্যবস্থার দিকে গভর্নমেন্টের কড়া নজর আছে। বিবাহবিচ্ছেদের পর প্রায়ই মায়ের হাতে সন্তানদের ভার দেওয়া হয়। মা যদি মাতাল বা দুশ্চরিত্রা হয়, তবেই কেবল পিতা এই সন্তানদের ভার পেতে পারে।

পুরুষ-নারীর যৌন-সম্বন্ধকে এইভাবে সর্বপ্রকার প্রাচীন প্রথা ও সংস্কার

থেকে মুক্ত করাতে, বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ অতি সহজ হওয়াতে এবং জন্মশাসন বৈধ বলে গণ্য হওয়াতে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার ফল রাশিয়াতে নৈতিক আদর্শের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে বলা যায় কি?

সমগ্র সভ্য জগৎ রাশিয়ার এই নূতন যৌন-নীতি এবং বিবাহের নিয়ম শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। ধারণা হয়েছে যে, রাশিয়া এবার উচ্ছৃঙ্খল, নৈতিক চরিত্রহীন আদিম সমাজে পরিণত হবে। এই সময়েই প্রথম 'nationalisation of women'-এর গল্প প্রচলিত হয়। প্রথম প্রথম এই অভিনব পরিবর্তনের ফলে কিছু কিছু উচ্ছৃঙ্খলা যে না দেখা দিয়েছিল, তা নয়। কতকগুলি যুবক-যুবতীর মধ্যে চরিত্রহীনতাও চরমে উঠেছিল। এই সময়ে রচিত কয়েকখানি রুশিয় নাটক ও উপন্যাসে তার ছায়াও পড়েছে। কিন্তু শীঘ্রই সংবাদপত্র, ট্রেড ইউনিয়ন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান আরম্ভ করল, যুবক সংঘ ও সমিতিগুলিতে এই নিয়ে প্রবল তর্কাতর্কি ও আলোচনা হতে লাগল, এর বিরুদ্ধে জনসভায় বক্তৃতা ও প্রস্তাব পাশ হতে লাগল। সোভিয়েত রাষ্ট্রের সর্বত্র বিষম উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। রাষ্ট্রনায়ক লেনিন স্বয়ং এক বিবৃতিতে নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা ও দায়ীত্বহীনতার তীব্র নিন্দা করে বললেন, এই পাশবিকতা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের পক্ষেই ধ্বংসকর।

প্রবল জনমতের চাপে এই উচ্ছৃঙ্খলতা হ্রাস পেতে লাগল। এখন লোকে সেদিনের কথা এক রকম ভুলে গিয়েছে বললেই হয়। সে সময়ের নাটক ও উপন্যাসে এই সব দুর্নীতির চিত্র পড়ে তারা বরং একটু বিস্ময়বোধ করে।

দুর্নীতি বা নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার দৃষ্টান্ত যে দেখা যায় না, তা নয়। কিন্তু তখন তার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে সভা-সমিতিতে প্রবল গণ্ডগোল হয়, অপরাধীদের সামাজিক বিচার করে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়।

এমনই একটি সামাজিক বিচারের বিবরণ জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে আমরা সংগ্রহ করে দিচ্ছি।

একটি collective farm বা কৃষিসংঘে দূরবর্তী গ্রাম থেকে এক দম্পতি এসে আশ্রয় নিয়েছেন। তাদের বিরুদ্ধে কোনও কিছু বলবার না থাকাতে, সংঘের সদস্যরূপে তাদের ভর্তি করে নেওয়া হল। পুরুষটির বয়স ত্রিশ বৎসরের কাছাকাছি। কিছুদিন কার্যে থাকার পর সে তার স্ত্রীকে ডাইভোর্স করে একজন গোয়ালিনীকে বিবাহ করল। তার পরে দেখা গেল ফার্মের একজন সদস্যের স্ত্রীর সঙ্গে তার অবৈধ সম্বন্ধ হয়েছে। কমিউনিস্ট দল তখনই অপরাধীকে ধরে সামাজিক বিচারের ব্যবস্থা করল। বিচার প্রকাশ্যে হল, চারিদিকের গ্রাম থেকে লোক এসে দর্শকরূপে জমা হল, সমস্ত রাত্রি ধরে বিচার চলল। তারপর সকালে

অপরাধীকে বলা হল যে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তাকে ফার্ম ছেড়ে চলে যেতে হবে। তার স্ত্রীর কিছু হল না, তাকে ফার্মে থাকতে দেওয়া হল। সেও আসামীকে ডাইভোর্স করে ফার্মেরই সদস্যরূপে বাস করতে লাগল। সুতরাং যৌন উচ্ছৃঙ্খলা ও নৈতিক চরিত্রহীনতার বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ায় যে প্রবল জনমত গড়ে উঠেছে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

রাশিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পড়ে, তাদের মধ্যে কোনও ভেদ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ-তরুণীরাই পড়ে, ছাত্রাবাসে এক সঙ্গেই তারা থাকে। সুতরাং যৌন ব্যভিচারের সম্ভাবনা এখানেই সব চেয়ে বেশি হবার আশঙ্কা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সে আশঙ্কা মিথ্যা বলেই প্রমাণিত হচ্ছে। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ-তরুণীদের অবস্থা সম্বন্ধে আমরা কিছু সংগ্রহ করে দিচ্ছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ে তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে। তারা একসঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে, এক জায়গায় বসে খায়, এক বাড়িতে (যদিও পৃথক পৃথক কক্ষে) থাকে। তাদের উপর পাহারা দেবার জন্য কোনও অভিভাবক, রক্ষী বা হাউসকিপার নেই। দিনের বেলায় বা সন্ধ্যাকালে তারা ইচ্ছামতো পরস্পরের কক্ষে যায়, গল্প করে, আলোচনা করে, চা পান ও জলযোগ করে, একসঙ্গে বাইরে বেড়াতে যায়, থিয়েটার পার্টিতে, সভা-সমিতিতে যায়। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার কোনও দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। দুর্নীতির আবহাওয়া মোটেই এখানে নেই। ছাত্র-ছাত্রীরা পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব করে, কখনও কখনও প্রেমে পড়ে, বিবাহও করে। বিবাহের পরও পড়াশুনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা বিশ্ববিদ্যালয়েই থাকে। ছাত্র-ছাত্রীরা বন্ধুত্ব বা প্রেমকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু দুর্নীতির তারা প্রশ্রয় দেয় না। যদি কোনও তরুণ ছাত্র-ছাত্রী বিবাহ করতে চায়, তবে অন্য সকলে তাতে আনন্দিত হয়, উৎসাহও দেয়। বিবাহিত দম্পতির জন্য তারা একটা ঘর আলাদা করে ছেড়ে দেয়। যদি দম্পতির সন্তান হয়, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নার্সারি বা শিশুসদনে তাকে রেখে দিয়ে বাপ-মা পড়াশুনা করতে থাকে। দম্পতি যদি জন্মশাসন করতে চায়, তাও তারা করতে পারে। যারা বিবাহিত নয়, এমন কোনও ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ঘটনাক্রমে যদি দৈহিক সংসর্গ হয় এবং সন্তান জন্মে, তা হলেও তাদের জীবন ব্যর্থ বা কলঙ্কিত হয় না। তারা যাতে সৎ জীবনযাপন করে পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারে, তার জন্য সর্বপ্রকার সুযোগ দেওয়া হয়।

রাশিয়ার এই নূতন যৌন আদর্শ এবং নৈতিক দায়িত্বের প্রভাব সেখানে গেলেই মনে পড়ে। মাঝে মাঝে যে সব ব্যায়াম প্রদর্শনী, কুচকাওয়াজ, মিছিল

CamScanner

প্রভৃতি হয় তাতে হাজার হাজার নর-নারী যোগ দেয়। তাদের দেহে সাধরণত স্বল্প পরিচ্ছদই থাকে। নর-নারী পরস্পরের পাশাপাশিই রাস্তা দিয়ে মিছিল করে, পার্কে পাশপাশি দাঁড়িয়ে কুচকাওয়াজ করে। কিন্তু সে জন্য তাদের মনে কোনও দ্বিধা-সঙ্কোচের ভাব দেখা যায় না, কোনও রূপ বিসদৃশ ব্যাপারও ঘটে না। গ্রীষ্মকালে নদীর ধারে শত শত নর-নারী একসঙ্গে রোদ পোহায়, তাদের দেহে পোষাক-পরিচ্ছদও বেশি থাকে না। দেশের সর্বত্র দল বেঁধে নর-নারী একসঙ্গে বেড়িয়ে বেড়ায়। মস্কো ও অন্যান্য শহরে তরুণ-তরুণীরা এক সঙ্গে প্রীতি-সম্মিলন করে। যদি উৎসব শেষ হতে রাত্রি বেশি হয়ে যায়, তবে অতিথিরা বাড়ি না গিয়ে উৎসব ভবনেই থাকে। তরুণ-তরুণীরা একসঙ্গে একই ঘরে হয়তো রাত্রিযাপন করে। রেলগাড়িতে নর-নারী একই গাড়িতে ভ্রমণ করে, রাত্রে এক গাড়িতেই ঘুমায়, মেয়েদের জন্য কোনও পৃথক গাড়ি নেই। কার্যক্ষেত্রেও কৃষক বা শ্রমিকরূপে নর-নারীরা একসঙ্গেই কাজ করে। কিন্তু কুত্রাপি যৌন-ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। ইউরোপ বা আমেরিকার শহরে পথেঘাটে যৌনভাব উদ্দীপক সিনেমার ছবি দেখা যায়। রাশিয়ার কোনও শহরে তা দেখা যায় না।

মোট কথা, সোভিয়েত রাশিয়া নারীকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দিয়ে, নর-নারীকে একই বেদিতে দাঁড় করিয়ে এর সর্বপ্রকার প্রাচীন সংস্কারকে বর্জন করে, যে নূতন নৈতিক আদর্শ স্থাপন করেছে, তা মানবসভ্যতার ইতিহাসে অপূর্ব। এই দুঃসাহসিক পরীক্ষার পরিণাম ভবিষ্যতে কি হবে বলতে পারি না, কিন্তু এ পর্যন্ত ফল ভালই হয়েছে।

দুঃসাহসিক পরীক্ষা (অংশবিশেষ) ; ১৩৪০/১৯৩৪।

CamScanner

অন্নে-বস্ত্রে শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে সকলের মনুষ্যোচিত অধিকার স্বীকার করেছে

বুদ্ধদেব বসু

আমাদের চোখের সামনে ছিল সাম্যবাদী রাশিয়া—রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি পড়েছিলুম। জারের আমলে যে দেশ ছিল দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ভয়াবহ অন্ধকারে মগ্ন, মাত্র কুড়ি বছরের সাধনার ফলে সে দেশের কী আশ্চর্য নবজন্ম! ফরাসি বিপ্লবের পরে মানুষের মুক্তির ইতিহাসে এত বড় ঘটনা আর ঘটেনি। ইংরিজি অনুবাদে রুশ সাহিত্য পড়ে ছেলেবেলা থেকেই ওই দেশের উপর আকর্ষণ জন্মেছিল, রুশ গল্পে-উপন্যাসে বঞ্চিত উৎপীড়িত বুবুক্ষু বিশ্বমানবের হৃৎস্পন্দন যেমন শুনতে পেয়েছিলুম তেমন আর কোথাও শুনতে পাইনি। সেই দেশ সকল মানুষকে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে, অন্নে-বস্ত্রে শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে সকলের মনুষ্যোচিত অধিকার স্বীকার করেছে, এই খবর একটি গভীর অনুপ্রেরণা হয়ে আমার হৃদয়ে বাজল। মুক্তির বাণী, সাম্যের বাণী—এ তো কবিরই বাণী, যুগে যুগে কত কবির মুখে এই বাণী জ্বলন্ত সুরে বেজেছে;এর কোনও বিশেষ স্থান কি কাল নেই; এ সমগ্র বিশ্ব মানবের চিরকালের সঙ্গীত। এই বাণী শেলির, এই বাণী দেশবিদেশের সকল মহৎ কবির : মানুষকে মুক্তি দাও, মানুষকে ভালোবাসো, কঠোরের বদলে সুন্দরের পূজা করো, পাষাণহৃদয় উৎপাটিত করে রক্তমাংসের হৃদয়কে স্বীকার করো। তাই যখন নবীন রাশিয়ার মূল মন্ত্র আমার কানে এল—'যে কাজ করবে না, সে খাবেও না'—তখন এই বাণীতে যেন বিরাট মহাকাব্যের কল্লোল শুনতে পেলুম। এত বড় কথা কে আর কবে বলেছে! পৃথিবীতে অনেক সুন্দর সভ্যতা জেগেছে এবং ডুবেছে, কিন্তু চাঁদের একটি দিকই যেমন পৃথিবী থেকে দেখা যায় তেমনি সকল সভ্যতার একটি দিকই আমরা দেখেছি এবং সে দিকটি চাঁদের মতোই মনোহর। চাঁদের উলটো পিঠ আমরা কখনও দেখব না, হয়তো তা ঘোর কালো,

CamScanner

হয়তো তা দুঃস্বপ্নের মতো ভয়ানক। কিন্তু সভ্যতার উলটো পিঠটি একটু নাড়া দিলেই বেরিয়ে পড়ে—সেই একতলার ঘরে বোবা অন্ধকারে নরকঙ্কালের সারি, সেখানে দাসপ্রথা, দারিদ্র্য, অত্যাচার, রক্তপাত—তা অতি ভয়ানক। কোটি কোটি লোকের জীবনের মূল্যে কয়েকটি মানুষ সুরভিত অবসরে বসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখবে এটাই ছিল নিয়ম। ভিতরে-ভিতরে প্রতিবাদ জমেছে, এ নিয়ম বিশ শতকে এসে টলেছে, কিন্তু একেবারে ভাঙেনি। সভ্যতার এই অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব যখন সব দেশেই মনীষীর ও শ্রমিকের মনে-মনে দুঃসহ হয়ে উঠেছে, তখন রাশিয়া বজ্রস্বরে ঘোষণা করলে, 'যে কাজ করবে না, সে খাবেও না।' শুধু যে মুখে বললে তা নয়, কাজেও খাটালে। সভ্যতার একতলার ঘরে আলো জ্বলল—শুধু তাই নয়, নীচের তলা বলে কিছু আর রইলই না। সভ্যতার ছন্দোহার বেঢপ বেসামাল চেহারা দূর হল, তা সর্বাঙ্গীণ শ্রীতে উঠল মুঞ্জরিত হয়ে। আমি বলি না রাশিয়াতে সেই নিখুঁত ছন্দের সুষমা আজই গড়ে উঠেছে, হয়তো তা হয়নি, না হয়ে থাকলে দোষও দেব না কারণ বাধা বিস্তর, কিন্তু এ পর্যন্ত রাশিয়া যেটুকু করেছে সেটুকুই আশ্চর্য এবং সবচেয়ে বড় কথা এই যে মানবজীবনে ছন্দের সেই সুষমাই রাশিয়ার লক্ষ্য, তারই জন্যে সেই বিরাট বিচিত্র দেশের অক্লান্ত সাধনা। রাশিয়া নবীন একটি সভ্যতার জন্মভূমি।

একদিকে জার্মানি-ইতালিতে মনুষ্যত্বের অবমাননা ও সভ্যতার বিনাশ; অন্যদিকে রাশিয়াতে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা দান ও সভ্যতার পূর্ণবিকাশের সাধনা : এই জুড়ি দৃশ্য যখন দেখলুম তখন রাজনীতির বড়রকমের একটা অর্থ মনে ধরা দিল। তখন বুঝলুম রাজনীতি শুধু অ্যাসেমবলি হলের বক্তৃতা নয়, মাছ ও পাউরুটির বিতরণ নিয়ে নোংরা কলহ নয়, আমাদের প্রত্যেকের জীবন যাপন, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ রাজনীতির উপর নির্ভরশীল, এবং সেইজন্য তার আলোচনায় আমাদের সকলেরই প্রয়োজন। শান্তির সময়, সুখের সময় নির্লিপ্ত থাকা সম্ভব, হয়তো সে-অবস্থাই স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল, কিন্তু চারদিকে যখন অশান্তির আগুন লেলিহান হয়ে জ্বলে ওঠে তখন কবি বলো শিল্পী বলো ভাবুক বলো কারও পক্ষেই মনের মধুর প্রশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা আর সম্ভব হয় না, যার প্রাণ আছে তার প্রাণেই ঘা লাগে। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও আমরা দেখেছি তাঁর ধ্যানী আত্মস্থতাকে বহির্জগতের পীড়ন বার-বার ভেঙে-ভেঙে দিয়েছে, তীব্রস্বরে তিনি অভিশাপ দিয়েছেন হত্যাকারী অত্যাচারীকে : জাপান যখন চীনকে গ্রাস করতে উদ্যত হল, জাপানের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র বিক্ষোভের প্রমাণ রয়েছে অনেক কবিতায় আর নোগুচিকে লেখা চিরস্মরণীয় পত্রাবলিতে। লোভ জিনিসটা অতি কুৎসিত এবং কবি কুৎসিতকে সইতে পারেন না। তাই আজ পৃথিবী ভরে লোভ যখন তার

CamScanner

বীভৎসতম মূর্তিতে প্রকট তখন আমরা কবিরা, শিল্পীরা স্বভাবতই, নিজের প্রকৃতির অদম্য টানেই, ওই বীভৎসতার বিরুদ্ধে দাঁড়াব—এর মধ্যে রাজনীতির কোনও গূঢ়তত্ত্ব নেই, আমাদের মনুষ্যত্বের, কবিচরিত্রের, এটা ন্যূনতম দাবি।

বর্বরতার বিরুদ্ধাচারণ মনুষ্যধর্ম মাত্র, কিন্তু লেখকদের পক্ষে এর বিশেষ একটু তাৎপর্য আছে। পশুত্বের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড়াতেই হবে, নয়তো আমাদের অস্তিত্বই যে থাকে না। জার্মানি থেকে মনীষীরা যখন একে একে বিতাড়িত হতে লাগলেন, জাপানের বোমাবর্ষণে চীনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিধ্বস্ত হতে লাগল, তখন ঘৃণায় শিহরিত হয়ে এ কথাই ভাবলুম যে দু-দিন পরে এই রকম কোনও পৈশাচিক শক্তি যদি ভারতবর্ষের দিকে বিষাক্ত ফণা উদ্যত করে তা হলে আমরা যারা কবি-শিল্পী-বিদ্যানুরাগী আমরা আমাদের স্বাধিকার থেকে সকলের আগে বঞ্চিত হব, এই দুর্গত পরাধীন দেশেও চিন্তার ও আত্মপ্রকাশের যেটুকু স্বাধীনতা আছে সেটুকুও আর থাকবে না; শুধু যে আমাদের জীবিকা কিংবা জীবন যাবে তা নয়, যা কিছু আমাদের কাছে মূল্যবান, যেসব জিনিস আছে বলে আমরা বাঁচতে চাই এবং যা না-থাকলে আমাদের জীবনের কোনও মানে থাকে না, সব একেবারে ছারখার হয়ে যাবে। স্প্যানিশ যুদ্ধে, চীন-জাপানের যুদ্ধে এটুকু আমাদের শিক্ষা, বৃহত্তর রাজনীতিতে সেই প্রথম দীক্ষা।

CamScanner

সোভিয়েত সভ্যতা

বিনয় ঘোষ

সমাজ ও সেক্স

যৌন-সম্বন্ধ ও মনোভাব সমাজব্যবস্থার প্রতিবিম্ব। প্রথমে বলেছি যে বর্তমান যুগের পরিবার ধ্বংসোন্মুখ ধনতান্ত্রিক সমাজের বিকট প্রতিচ্ছবি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে আমরা যদি একটি মাইক্রোস্কোপ ঘুরিয়ে জরাজীর্ণ ধনতান্ত্রিক সমাজকে দেখি তাহলে তার মধ্যে যে অনুপরমাণুগুলি দেখব সেগুলিকেই বলা চলে ছোট বড় আধুনিক 'হোম' বা পরিবার। মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগের গৃহ ও পরিবার সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল, বিগত মহাযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর যুগের ফ্রয়েডীয় ধারণার সঙ্গে তার পার্থক্য অনেক। মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগের গৃহ ছিল শান্তিময় ও সুন্দর; গৃহের মতো আর দ্বিতীয় কোনও স্থান ছিল না; পিতামাতাকে সম্মান করা ছিল নীতিকথা। এই শান্তিময় পরিবার ছিল তৎকালীন শান্তিময় ও স্থির ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রতিলিপি। তারপর মহাযুদ্ধের সময় ও যুদ্ধের পরে যখন ধনতান্ত্রিক সমাজের ফাটল চোখে পড়ে তখন যুদ্ধক্ষেত্রের বিকৃত গোঙানি এবং দেশের আভ্যন্তরীণ নৈরাশ্য ও ক্ষ্যাপামি গৃহে ও পরিবারে পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়। মধ্য-ভিক্টোরীয় পারিবারিক স্থিরতা ও নৈতিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ফ্রয়েড বলেন, গৃহের মতো আর দ্বিতীয় কোনও স্থান নেই, শুধু এর সঙ্গে যোগ করে দেন, একমাত্র পাগলা গারদ ব্যাতীত। ফ্রয়েড বলেন, ভগবান পরিবারের উপর শুধু আশীর্বাদ বর্ষণ করুন—তবে মানসিক বৃদ্ধ ও রুগ্নদের জন্যে। ফ্রয়েড আরও বলেন, পিতামাতাকে সম্মান? অসম্ভব, তাদের মতো 'অসম্মানের' পাত্র আর নেই। মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগের গৃহস্থ ফ্রয়েডের কথা শুনলে শিউরে উঠতেন, কিন্তু ফ্রয়েডের আবির্ভাব ও ফ্রয়েডীয় উক্তি অবশ্যম্ভাবী, এবং উত্তরসামরিক যুগ মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগ থেকে অনেক দূর। ধনতন্ত্রের সূর্য তখন কামানের গর্জন শুনে অস্তপথে যাত্রা করেছে।

বিপ্লবী বৈজ্ঞানিক না হলেও ফ্রয়েডের বিশ্লেষণ-শক্তি অসাধারণ। মনস্তত্ত্ব বা মনোবিকলনের ক্ষেত্রে তিনি কোনও বৈপ্লবিক যুগান্তর আনেননি। তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন ভিক্টোরীয় যুগের গোঁড়ামি ও নৈতিকতার বিরুদ্ধে। কিন্তু এই বিদ্রোহ

ছিল স্থিত-সমাজব্যবস্থার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাই তিনি দৃষ্টির গভীরতায় সমাজের অনেকখানি তলদেশে পর্যন্ত নেমে গিয়েও সামাজিক ব্যাধির মূল স্পর্শ করতে পারেননি, আভাস দিয়ে গিয়েছেন মাত্র। বিপ্লবীদের কাছে তাঁর গবেষণা ও আভাস দিয়ে গিয়েছেন মাত্র। বিপ্লবীদের কাছে তাঁর গবেষণা ও বিশ্লেষণের সার্থকতা এই দিক থেকে যথেষ্ট। সমরোত্তর যুগে ধনতান্ত্রিক সমাজ যে প্রচণ্ড সঙ্কটের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, যে অভাবনীয় বিশৃঙ্খলা ও ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে প্রত্যেক মানুষকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল এবং ফলে যেসব মানসিক ব্যাধি ও বিকারের লক্ষণ চারিদিকে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, ফ্রয়েডীয় অ-নৈতিকতা (Cathartic morals বা New morality) তারই প্রকাশ মাত্র। ধ্বংসোন্মুখ ধনতান্ত্রিক সমাজের দুর্বিসহ বাস্তববোধের কবল থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে 'ব্যক্তিগত সুখের' ঔষধ সেবন প্রয়োজন ছিল। ফ্রয়েড অবশ্য আধুনিক পরিবারের (family) নানারকম ব্যাধিগ্রস্থ মানসিক বন্ধনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে ধনতান্ত্রিক সমাজের এই অস্বাস্থ্যকর ইনস্টিটিউশনের ধ্বংসের প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত করেছেন, কিন্তু এযুগের একজন শ্রেষ্ঠ মনোবৈজ্ঞানিক হয়েও ঐতিহাসিক দৃষ্টির অভাবে তিনি শুধু আভ্যন্তরিণ 'mechanisms and motivations'-এর কথাই বলে গিয়েছেন, বহির্জগতের প্রত্যক্ষ কারণ উপলব্ধি করতে পারেননি। তা হলেও ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনকে বর্তমানের সঙ্কটাপন্ন সাম্রাজ্যবাদী যুগের পারিবারিক প্রেম, প্রীতি ও স্নেহের নির্মম বিদ্রুপাত্মক সমালোচনা বলা চলে। তাঁকে যদি মুমূর্ষু ধনতান্ত্রিক পরিবারের মৃত্যুদূত বলা যায় তা হলে ভুল হয় না।

এই পরিবারের রূপ কি? নূতন শিশু জন্মে হাত পা নেড়ে দেখল মা, তাকিয়ে দেখল বাবা এবং আরও একদল গুরুজন শ্যেনদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। প্রথম যখন জ্ঞানের উন্মেষ হল তখন দেখল লতাগুল্মের মতো সে বাপ মা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের জড়িয়ে বেড়ে উঠছে। পরনির্ভরতা তার সর্বপ্রথম চেতনা। বালক নির্ভর করছে তার বাপ মায়ের উপর তার বৃদ্ধির জন্য, বাপ মা নির্ভর করছেন সন্তানের উপর তাঁদের অপসৃয়মান আবেগ ও চূর্ণস্বপ্নের শেষ পরিপূরক বলে। এইভাবে দিনে দিনে বালক বেড়ে উঠে বাপ মা ও জ্যেষ্ঠদের সজাগ দৃষ্টির ছায়ায়। স্বাভাবিকভাবে যখন ভালবাসার অনুভূতি তার প্রাণে জাগে তখন সে দেখে যে সেই ভালবাসার প্রকাশের পথের সামনে নিষিদ্ধের অনতিক্রম্য প্রাচীর। টাবুর বেড়াজালে বন্দি ভালবাসা তখন প্রশস্ত স্বভাবী পথ ছেড়ে অ-স্বভাবী অজাচারের (incest) অলিগলিতে চুপিসাড়ে প্রবেশ করে অপরাধীর মতো। তারপরে শুরু হয় ঘৃণা ও ভালবাসা, ভালবাসা ও ঘৃণার অবিরাম একঘেয়ে দ্বন্দ্ব। বাপ মা ভাইবোনের স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েও বর্ধিষ্ণু বালকের মন চারিদিকের অসূয়া

ও ঘৃণার অন্ধকারের মধ্যে একটু করুণা, একটু ভালবাসার জন্য কাতরায়। প্রকাণ্ড এক পাথরের চাঁই-এর মতো সাধের ও সুখের পরিবার বুকের উপর চেপে বসে শ্বাস রুদ্ধ করে দিতে চায়। কিন্তু মুক্তির কোনও পথ নেই, চারিদিকে সেই নিষ্ঠুর নিষিদ্ধের কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা। উদ্বিগ্ন ও উন্মত্ত মন তখন প্রতিহিংসা-কাতর হয়ে ওঠে। স্বকাম (narcisism) ও অহমিকাকে (egotism) আশ্রয় করে সে তার ব্যর্থতার ক্ষতি-পূরণ করতে চায়। এ-যুগের বৃহত্তম উন্মাদাবাস ক্ষয়িষ্ণু ধনতান্ত্রিক পৃথিবীতে সে বাকি জীবন করুণান্ত নাটকের নায়কের অভিনয় করে।

আবেগ ও অনুভূতি এইভাবে পরিবারের মধ্যে নজরবন্দি হয়ে থেকে বাইরের পৃথিবীর মুক্ত আবহাওয়ায় ও আলোবাতাসে ডানা মেলতে পারে না। সভ্যতা ও সংস্কৃতি হয় সঙ্কীর্ণতার নামান্তর। বাপ মা, ভাইবোনের সীমাবদ্ধ পরিবারের বাইরে ভালবাসা বৃহৎ মানবিক পরিবারের মধ্যে বিলীন হতে পারে না। প্রতিবেশীকে ঘৃণা করতে, স্বজন বন্ধুর সঙ্গে রেষারেষি করতে যে পরিবারে শিক্ষাগুরুরা বাল্যকাল থেকে উপদেশ দেন, সেই পরিবারের পরিপুষ্ট মন বা প্রাণ কোনওদিন মানবিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির আভাস পর্যন্ত পায় না। অজাচারের অলিগলিতে ঘুরে অনাচার ও দুর্নীতি হয় জীবনের একমাত্র পাথেয়। হিংসা, বিদ্বেষ, অসূয়া, ঘৃণা, উন্মাত্ততা ও রুদ্ধ আবেগ শেষ পর্যন্ত মানুষের পরিবর্তে কতকগুলি সমাজ-হন্তার সৃষ্টি করে। সংস্কৃতি, শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি সমাজের প্রত্যেক ক্ষেত্রে খুনী ও ডাকাতের সংখ্যা বেড়ে যায়। শুভবুদ্ধি ও যুক্তির উপর রাহাজানি করাই হয় শ্রেষ্ঠ মানবিক ধর্ম। পৃথিবী হয় সেই ছোট ঘৃণ্য পরিবার, ব্যথিত মনের একমাত্র আশ্রয়স্থল। কিন্তু ব্যাধির নিরাময় সেখানে সম্ভব হয় না। সুতরাং অহমিকা-স্বকাম-নৈরাশ্য-পরিবার—জীবন শেষ পর্যন্ত এই সর্বনাশী গোলকধাঁধায় ঘুরে একদিন অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। ম্লান দৃষ্টিপথে গ্লানিকর অতীত বেদনা ও ব্যর্থতার পরিদৃশ্য ভেসে ওঠে। এই হল বর্তমান যুগের নীতিবাগীশদের পরিবার, প্রেম ও নৈতিকতার যথার্থ রূপ, প্রমাণ হচ্ছে পৃথিবীর শতকরা নিরানব্বইটি মধ্যবিত্ত পরিবার।

কিন্তু সোভিয়েত পরিবারের রূপ কি? প্রেম ও নৈতিকতার? বিপ্লবের ঢেউ যখন সমাজের ভিত্তিকে ভেঙে চুরমার করে দেয় তখন শতাব্দীর সঞ্চিত সমাজের গলিত পচা আবর্জনা যে প্রবল বন্যার বেগে ভেসে এসে পরিবেশ দূষিত করবে তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। বিপ্লবের পর নূতন সোভিয়েত সমাজের এই অবশ্যম্ভাবী নৈতিক বিপর্যয় সম্বন্ধে রাশিয়ার বিপ্লবী নেতা ও কর্মীরা একদিন যথেষ্ট চিন্তা ও আলোচনা করেছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে এতদিনের কারাবন্দি অনুকাঙ্খা (impulse), নৈষ্ঠিক অতিনৈতিকদের নজরবন্দি যৌনক্ষুধা, হঠাৎ মুক্তি

পেয়ে কয়েকদিনের মধ্যে সুন্দর বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিতৃপ্ত হতে পারে না। লেনিন এই বিষয় নিয়েই সেই সময় একদিন ক্লেরা জেটকিনের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। লেনিন বলেছিলেন :

"শ্রমজীবী বিপ্লবের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বিবাহ ও যৌন-সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আর একটি বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছে। এই জটিল সমস্যাগুলি মেয়েদের এবং যুবকদের স্বার্থের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। তারা সকলেই উচ্ছৃঙ্খল যৌন-ব্যাধিগ্রস্ত। তাজা বয়সের সমস্ত দুর্ধর্ষতা নিয়ে যুবকরা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। অবশ্য এই বিদ্রোহের অর্থ বোঝা যায়। যুবকদের কাছে ঋষিদের তপশ্চর্যা বা জঘন্য বুর্জোয়া নৈতিকতার বিশুদ্ধতা প্রচার করার কোনও সার্থকতা নেই। স্বাভাবিক কারণবশত আজকের দিনে যে সব যৌন-সমস্যা দেখা দিয়েছে সে সম্বন্ধে যুবকরা বিশেষ-ভাবে চিন্তা করে কিনা সন্দেহ। এর ফল ভয়াবহ হতে বাধ্য। অবশ্য যৌন-জীবনের প্রতি যুবকরা তাদের মনোভাব যে পরিবর্তন করেছে তারও একটা ভিত্তি ও নীতি আছে। অনেকে বলে যে তারা 'বিপ্লবী' ও 'সাম্যবাদী'। তারা সত্যসত্যই তাদের এই রকমই ভাবে। কিন্তু আমি একজন বুড়ো মানুষ, আমার মন এতে সাড়া দেয় না। যদিও আমি যে কোনও ব্যক্তির চাইতে একজন অনেক কম গম্ভীর তপস্বী তা হলেও যুবকদের এই তথাকথিত নূতন যৌন-জীবন, এমন কি প্রৌঢ়দেরও, আমার কাছে প্রায়ই পুরোপুরি বুর্জোয়া বলে মনে হয়। একে আমি বুর্জোয়া গণিকাবৃত্তির আর এক নূতন সংস্করণ বলে মনে করি। স্বাধীন ভালবাসা বলতে আমরা সাম্যবাদীরা যা বুঝি তার সঙ্গে এর কোনও সম্বন্ধ নেই। তুমি নিশ্চয় জানো সাম্যবাদী সমাজে যৌনাকাঙ্খা এবং ভালবাসার তাগিদ এমন সুন্দর ও সরলভাবে পরিতৃপ্ত হবে যেমন স্বাভাবিক তৃষ্ণার সময় এক গ্লাস জল পান করলে হয়ে থাকে তেমনি তার কোনও খারাপ প্রতিক্রিয়া হবে না দেহ বা মনের উপর। কিন্তু আমাদের যুবকরা এই 'এক গ্লাস জলে'র নীতি নিয়ে দিশাহারা হয়ে মেতে উঠেছে। অনেক যুবকযুবতীর সর্বনাশের কারণ হয়েছে এই নীতি। এই নীতির ভক্তবৃন্দ বলেন যে এহচ্ছে মার্কসীয় নীতি। ধন্যবাদ ওই মার্কসবাদীদের।

আমি এই 'এক গ্লাস জলে'র নীতিকে মার্কসবাদ ও সামাজিক কল্যানের পরিপন্থী বলে মনে করি। তৃষ্ণা নিশ্চয়ই দূর করতে হবে, কিন্তু কোনও সুস্থ লোক স্বাভাবিক অবস্থায় কি রাস্তায় শুয়ে থাকে এবং নর্দমার থেকে জল তুলে খায়? না, যে গ্লাসে বারোজনে মুখ দিচ্ছে সেই গ্লাসে খায়? কিন্তু এর সামাজিক দিকটাই প্রধান বিচার্য বিষয়। জলপান করা ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু দ'জন ব্যক্তির মধ্যে ভালবাসা হয় এবং তৃতীয় একজন, সম্পূর্ণ নূতন আর একটি জীবন সেই ভালবাসা সৃষ্টি করে। সমাজের স্বার্থ এইখানে—

একজন সাম্যবাদী হিসাবে আমি এই 'এক গ্লাস জলে'র নীতি সমর্থন করি না, 'ফ্রি লভ'-এর ছাপ তার গায়ে থাকলেও। এ নূতনও নয়, সাম্যবাদ সম্মতও নয়। তুমি বোধ হয় জানো, গত শতাব্দীর মধ্যভাগে কথা-সাহিত্যে একেই বলা হত 'অন্তরের মুক্তি'। আসলে কিন্তু এটা 'স্থূল দেহের মুক্তি' ভিন্ন আর কিছুই না।

'আমি অবশ্য ব্রহ্ম চর্য প্রচার করছি না। কোনও দিন করবও না। আমার চিন্তার গতিই সে দিকে নয়। সাম্যবাদ 'ব্রহ্ম চারী সৃষ্টি করবে না, ভালবাসার পূর্ণতার মধ্যে জীবনকে আনন্দময় ও উদ্দীপনাময় করবে। আমার মতে যৌনজীবনের বন্ধনহীন স্বেচ্ছাচারিতা, বর্তমানের যা আদর্শ, তাতে কখনও জীবনের আনন্দ ও শক্তি বাড়ে না, বরং কমে। বিপ্লবের সময় এরকম জীবনী শক্তির ক্ষয় খারাপ, অত্যন্ত খারাপ। যুবকদের প্রয়োজন শক্তি, আনন্দ, প্রেরণা। খেলাধূলা, ভ্রমণ, ব্যায়াম, পড়াশুনা, গবেষণা, মানসিক উৎকর্ষের জন্যে নানা বিষয়ে কৌতুহল—এই সব সংঘবদ্ধভাবে প্রবর্তন করতে হবে। বক্তৃতা দেওয়া বা আলোচনা করার চেয়ে এতে যুবকদের যৌন সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে। ...তুমি বোধ হয় কমরেড 'x'-কে জানো, বেশ সুন্দর শক্তিমান যুবক। কিন্তু তা হলেও তার দ্বারা যে কিছু হবে বলে আমার মনে হয় না। সে কেবল তার প্রেমিকাই বদল করছে, একটা ছেড়ে আর একটাকে ধরেছে। এতে রাজনীতিক সংগ্রাম বা বিপ্লব কিছুই করা যায় না। সেই সব মেয়েরও কাজকর্মে ঐকান্তিকতার উপর আমার আদৌ বিশ্বাস নেই যারা রাজনীতিকে তাদের ব্যক্তিগত রোমান্সের ক্ষেত্র মনে করে। ছেলেদের যারা মেয়েদের আঁচলের পিছনে ঘুরে বেড়ায় এবং পদে পদে প্রেমে পড়ে তাদেরও আমি বিশ্বাস করি না। এসব ছেলেমেয়ে নিয়ে বিপ্লব হয় না। বিপ্লবের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি ও জনসাধারণের প্রাণপণ একাগ্রতা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন। ক্ষয়িষ্ণু সমাজের নায়ক-নায়িকার মতো ব্যভিচারী জীবনের বিলাসিতার যারা পক্ষপাতী তারা বিপ্লবের শত্রু। উচ্ছৃঙ্খল যৌনজীবন ধ্বংসোন্মুখ সমাজের প্রতীক। শ্রমজীবী শ্রেণী বর্দ্ধিষ্ণু শ্রেণী। মদ খেয়ে তার ভুলে থাকার বা চাঙ্গা হবার প্রয়োজন নেই। তাকে সরল, স্বাভাবিক হতে হবে, একশোবার হতে হবে। সংযম ও নিষ্ঠাই বড় কথা—দাসত্ব নয়; ভালবাসতে হলে এই সংযমের প্রয়োজন।

যুবকদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি বিশেষ চিন্তিত হয়েছি। বিপ্লবের এটাও একটা অংশ। যদি বিপ্লবের পর ধ্বংসোন্মুখ ধনতান্ত্রিক সমাজের সমস্ত দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—তা হলে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে আমাদের এখনই প্রস্তুত হতে হবে।"

সোভিয়েত সভ্যতা, 'পরিবার ও প্রেম' (অংশবিশেষ); ১৯৪২

রুশ-জীবনের রূপ

সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়

অজানাকে জানবার আকুল আগ্রহ যেখানে বাধা পায়, সেখানেই মানুষ খুলে দেয় কল্পনার আঁখি। কল্পনার দৃষ্টিতে মানুষ যা দেখে, তা যে সব সময়ে বাস্তবের সঙ্গে খাপ খায় তা নয়। সুতরাং সে সমস্ত ক্ষেত্রে সত্য বিকৃত হওয়াই স্বাভাবিক। রুশ-জীবনের রূপ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও অনেকটা সে ধরনের হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যে রাশিয়ার সাধারণ জীবন একদিন ছিল ইউরোপের সর্বনিম্ন ধাপে; কি করে এবং কি জাদুস্পর্শে তারাই এগিয়ে গেল সকলের আগে আর কিইবা তার বর্তমান রূপ, তা জানতে আগ্রহ হওয়া সকলেরই স্বাভাবিক। বিশেষত যারা পড়ে আছে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যে ও সাবলীলতায় সকলের পেছনে, তাদের তা জানবার আগ্রহ অন্যের চেয়ে আংশিক বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের দেশের যারা সর্বহারা, তারা জ্ঞান ও অর্থ, সব কিছুতেই এত নিঃস্ব যে, সে উত্থানের ইতিহাস সমালোচনা দূরে থাক, তাদের জীবনধারা সম্বন্ধেও কল্পনা করা তাদের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার।

রাশিয়া সম্বন্ধে জানতে হলে আমাদের মতো নিঃস্ব জাতির বই পড়ে কল্পনা করা ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু সে ধরনের বইয়ের প্রচলন এদেশে খুব কম; যাও পাওয়া যায়, সংগ্রহ করে পড়া বা পয়সা দিয়ে কেনা অনেকের পক্ষেই অসাধ্য। সেই জন্যই রাশিয়াকে 'স্বপন দেশের সুন্দরী'; 'রহস্যের রংমহল' প্রভৃতি উদ্ভট আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়। আবার অনেককেই আপশোষ করতে শোনা যায় যে, রাশিয়ায় নাকি অজ্ঞাত ভাষার তথ্যবহুল একখানা বই আছে তাতে অনেক কিছু জানবার; কিন্তু কি রহস্যও আছে সেখানে আমাদের তা জানবার উপায় নাই। এমনি আরও কত কি!

যাই হোক, রাশিয়ার জীবনের মোটামুটি একটু আভাস দিতে চেষ্টা করব— সবিস্তারে বলতে গেলে প্রবন্ধ না হয়ে এক বই হয়ে যায়। প্রথমেই ধরি, জন্ম। অন্যান্য সভ্য দেশের মতো হাসপাতাল বা ধাত্রী ডেকে মেয়েদের প্রসব করানো হয়; কিন্তু ধরণ অতি উচ্চ। আবশ্যকীয় ঔষধপত্রের জন্য কোনও পয়সা খরচ করতে হয় না, স্টেট হতেই তা পাওয়া যায়। ধাত্রীদের সনদের জন্য পরীক্ষা পাস

CamScanner

করতে হয়; সনদ ব্যতীত কাউকেও ধাত্রীর কাজ করতে দেওয়া হয় না। ধাত্রীরাও স্টেট হতে মাহিনা পায়। স্বাধীন শিক্ষা তাদের এতটা উঁচুতে নিয়ে গেছে যে, ধাত্রীরা কখনও বেশি খাটুনির অজুহাতে বকশিসের দাবি তো করেই না, উপরন্তু কেউ দিতে চাইলেও তা ঘৃণাভরেই প্রত্যাখ্যান করে।

প্রসূতিদের কষ্টলাঘবের জন্য রাশিয়া সর্ববিধ আয়োজন করে রেখেছে। ১৯৩৪ সালে রাশিয়ায় এক প্রকার ইনজেকশন আবিষ্কার করেছে, যা প্রসূতিদের প্রসবব্যথারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ করলে প্রসবব্যথা কমে যায় ও শরীরের কোনও যন্ত্রের ক্ষতি না করে সুখপ্রসবে সাহায্য করে।

প্রত্যেক পিতামাতাই প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তান পালন করতে বাধ্য। তৃতীয় সন্তানের ভরণপোষণের ও শিক্ষার আবশ্যকীয় ব্যয়ের অর্ধেক দেবে পিতামাতা ও অর্ধেক দেবে স্টেট। তৃতীয় সন্তানের পরে আর যত সন্তান হবে, স্টেটই তাদের ব্যয় বহন করবে। যে সমস্ত দেশ বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণে পিতামাতাকে উৎসাহিত করে, তাদের দৃষ্টি আমি রাশিয়ার জনসংখ্যা-বৃদ্ধির জন্য উল্লিখিত উৎসাহদানের দিকে আকর্ষণ করছি।

রাশিয়ার প্রত্যেক ছেলেমেয়েদের ষোলো বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক। এ অল্প সময়ের মধ্যেই তারা আমাদের দেশের বি.এ, বি.এসসি-র মান পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করে। তাদের সে শিক্ষার আরও একটু বৈশিষ্ট্য এই যে, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, রসায়ন, ভূগোল, ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র, সাহিত্য, অঙ্ক প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়েই শিক্ষা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। আমাদের দেশে যারা বিজ্ঞান পড়ে, কলাশাস্ত্র তাদের কাছে অজানা থাকে; আর যারা কলাশাস্ত্র পড়ে, বিজ্ঞানের ধারও তারা ধারে না; কিন্তু রাশিয়ায় উভয় শিক্ষাই একসঙ্গে চলে।

এস্থলে রাশিয়ার শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু না বললে, বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। রাশিয়ার শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা অতি মনোজ্ঞ। মানবজীবনের ভিত্তি রচিত হয় শিশু-শিক্ষাতেই—এই কথাটি রাশিয়ার মতো অন্য কোনও দেশ এমন কার্যকরী ভাবে গ্রহণ করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ও স্বতন্ত্র। প্রত্যহ সকালে শিশুরা বিদ্যায়তনে আসে। মেয়েদেরই সাধারণত সে-সব বিদ্যালয়ে শিক্ষায়িত্রী করা হয়। কারণ শিশুদের অন্তর নারীর মতো পুরুষ বুঝতে পারে না। প্রতি মাসের নির্দিষ্ট সময়ে ডাক্তার শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে। শিশুদের নিদ্রা ও খাদ্যের উপর সেখানে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। ছোট শিশুদের চুপ করে থাকা, খেলাধূলা ও বর্ণপরিচয় প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় আবার প্রত্যেককে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলেছিলেন যে, আমাদের দেশের ছেলেরা যখন এম.এ.

বা এম.এসসি. পাস করে, তখনই তারা লাভ করে সত্যিকার জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা। কিন্তু আমাদের যে এমনি দুর্ভাগ্য, কার্যত সেইখানেই হয় আমাদের শিক্ষার পরিসমাপ্তি। আমরা অবশ্য কল্পনাও করতে পারি না যে, রাশিয়ার ছেলেমেয়েরা কি করে এত অল্প বয়সে এত বেশি শিক্ষালাভ করে। তাদের শিক্ষা প্রণালী এতই সুন্দর ও সহজ যে, সত্যই তা সম্ভব হয়। আচার্য রায়ের কথায় বলতে গেলে এইটুকু বলা চলে যে, রাশিয়ার বাধ্যতামূলক শিক্ষা শেষ করলেই তাদের প্রায় প্রকৃত জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা জন্মে। বাধ্যতামূলক শিক্ষার পরে শতকরা অল্প কিছু ছাড়া প্রায় সকলেই উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য পড়াশুনা করে। সুতরাং তাদের উচ্চ শিক্ষা যে কত উচ্চ, তা সহজেই অনুমেয়।

রুশ-জীবনের প্রত্যেকটি স্তরেই ব্যক্তিস্বাধীনতার স্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখা যায়। স্কুলের ছাত্ররাই তাদের শিক্ষক নির্বাচিত করে। অধিকাংশ ছাত্র যে শিক্ষককে পছন্দ করে না, সে শিক্ষককে অপসারিত করার ব্যবস্থা আছে। কাজে কাজেই শিক্ষক সব সময়ে ছাত্রদের সুখ, সন্তুষ্টি ও শিক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখতে বাধ্য হন। অবশ্য শিক্ষকতা না থাকলেও, স্টেট তাকে অন্য কাজে নিযুক্ত করতে বাধ্য; কিন্তু অক্ষমতার অপযশ তারা গায়ে মাখাকে খুবই ঘৃণার চোখে দেখে। সে জন্যই শিক্ষকেরা ছাত্রদের মৈত্রীর মধ্যে দিয়ে অধ্যাপনা করতে চেষ্টা করেন। তা ছাড়া আমাদের মতো তাদের বিদেশি ভাষায় লেখাপড়া করতে হয় না। বিদেশি ভাষায় যা এক মাসে আয়ত্ত করা যায়, মাতৃভাষায় সেই বিষয়ই একচতুর্থাংশ সময়ে আয়ত্তে আসে। ভূগোল প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় তাদের ছায়াচিত্রের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। যে ভূগোল আমাদের দেশে নীরস বিষয় বলে শতকরা অতি অল্প ছাত্রই ভাল ভাবে পড়ে, তাকেই রাশিয়া ছায়াচিত্রযোগে এমন সরস ও সুন্দর করে তুলেছে যে, প্রত্যেকটি ছাত্র ভূগোলে বেশ চমৎকার জ্ঞান অর্জন করে। এমনি করে পাঠ্য বিষয়কে যদি সহজ ও সুন্দর করে তোলার ব্যবস্থা থাকে আর ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে থাকে অন্তরিকতা, তা হলে অল্পদিনে বেশি শিক্ষা করা কারও পক্ষেই অসম্ভব কিছু নয়।

রুশ-ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া হয় তিন প্রকার— (ক) সংস্কৃতিমূলক (খ) শরীরবিষয়ক ও (গ) বৃত্তিমূলক। সংস্কৃতিমূলক শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, এবার বাকি দুটি সম্বন্ধে আভাস দেব। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অন্যান্য শিক্ষা হতেও শরীরবিষয়ক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যচর্চার দিকে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। প্রতি সপ্তাহের নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্রদের বিশেষজ্ঞের নিকট শরীরবিষয়ক শিক্ষা নিতে হয় ও প্রত্যহ উপযুক্ত সময়ে শরীরচর্চা অবশ্যকর্তব্য। উক্ত বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ দেওয়ার জন্য পদক-পারিতোষিকের ব্যবস্থা আছে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষাও ছাত্রদের বাধ্যতামূলক। প্রত্যেক ছাত্রকেই নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী যে কোনও একটা বৃত্তি শিক্ষা করতে হয়, যাতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা সমাপনান্তে যারা উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য না যায়, তারা কাজ শেখার জন্য বৃথা সময় নষ্ট না করে কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে। অভিজ্ঞ শিক্ষকের পরিচালনায় ছাত্ররা কল, কারখানা, স্টুডিও, ল্যাবরেটরি প্রভৃতি দেখতে যায়। শিক্ষকের সতর্ক দৃষ্টি থাকে ছাত্রদের রুচির উপর—কোনও শিল্প বা কোনও প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে তাদের কিরূপ মতামত। উল্লিখিত উপায়ে ছাত্রবৃত্তিমূলক শিক্ষার বিষয় নির্বাচিত হয় এবং পরীক্ষামূলক ভাবে তাদের সে সব বিষয় শিখতে দেওয়া হয়। কিছুদিন কোনও একটা বিষয়ে শিক্ষালাভের পর ছাত্র যদি তা তার রুচির প্রতিকূলে বলে মনে করে, তখনই সেই বিষয় সে বদলে নিতে পারে। বাধ্যমূলক শিক্ষা শেষের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক ছাত্রকেই বৃত্তিমূলক শিক্ষার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। সেই সার্টিফিকেটানুযায়ী স্টেট তাদের তাদের কাজে নিযুক্ত করে।

বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা ও খরচাদি স্টেটই বহন করে। যারা উচ্চশিক্ষার অভিলাষী হয়, তাদের তা নিজ খরচেই করতে হয়। তবে মেধাবি ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত সাহায্যের ব্যবস্থা আছে। যারা প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হবে বা এমনি ধরনের কোনও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা বৃত্তিভোগী ছাত্রদের তালিকা স্থিরীকৃত হয়।

উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করার জন্য পুরুষ নারী সকলকেই উৎসাহ দেওয়া হয়। এমন কি উচ্চ শিক্ষার বিদ্যায়তনের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর বাস করার মতো পৃথক ছাত্রাবাস আছে। স্বামী-স্ত্রী দুজনের যে কোনও একজন সেখানকার ছাত্র হলেই সে সব ছাত্রাবাসে থাকতে পারে। যদি স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বিদ্যায়তনের বিদ্যার্থী হয়, তা হলে তো কোনও কথাই থাকে না। বিদ্যায়তনের সঙ্গেই বিবাহিত ছাত্র-ছাত্রীদের সন্তানপালনের জন্য 'নার্সিং হোম' আছে।

আমাদের অনেকের ধারণা—ছেলে পড়ছে, সুতরাং বিয়ে দিলে পড়ার ক্ষতি হবে বা বিয়ে দিলেও, পাঠ্যাবস্থায় বউ-ছেলেকে একত্রে বাস করতে দিলে তা পড়ার পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু রাশিয়ার চিন্তাবীরেরা বহু অনুসন্ধানের পর, যা স্থির করেছে, তা আমাদের ধারণার ঠিক বিপরীত। তারা বলে, যাদের পরিণত বয়সের পরও উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকতে হয়, তার উপযুক্ত সময়ে বিয়ে না করলে বিদ্যাশিক্ষায় আশানুরূপ ফললাভ করতে পারে না। কারণ অনেক সময়ে তাদের যৌনক্ষুধাসম্ভূত বিভিন্ন ব্যাধিগ্রস্ত হতে ও যুব-সুলভ প্রেমচিন্তায় কালাতিপাত করতে দেখা যায়—যাতে তাদের মনের একাগ্রতা ভেঙে যায় ও অন্তর হয়ে ওঠে চঞ্চল। আর যারা বিয়ে করেও নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে,

CamScanner

তাদের অবস্থা আরও খারাপ হয় বলেই তাঁরা বলেন। দূরগত প্রিয়া বা প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে দীর্ঘশ্বাস ও মনস্তাপেই তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি কেটে যায়।

উচ্চ শিক্ষা সমাপনান্তে যে যে বিষয়ে যারা মেধাবি বলে বিবেচিত হয়, তাদের স্টেট হতে সে সব বিষয়ের চর্চার জন্য নিয়োগ করা হয়। যারা কবি, তারা আকুণ্ঠ চিত্তে গেয়ে যাবে ভবিষ্যতের গান, সাহিত্যিক সৃষ্টি করবে সভ্যতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নকশা, বৈজ্ঞানিক খুঁজে বেড়াবে আবিষ্কারের আভাস, কৃষি, শিল্পবিৎ প্রভৃতি চালিয়ে যাবে তাদের গবেষণা। এমনি করে প্রত্যেক বিভাগের গবেষণায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের সভায় উপস্থিত হয়ে নিজেদের গবেষণা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে হয়। ফলে বিজ্ঞান বা কোনও বিষয়ে যদি কেহ কোনও নূতন তথ্যের আভাস দিতে পারে, অন্যান্য সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তাকে করে তোলে দ্রুত ফলপ্রসূ ও জনহিতকর। অবশ্য বুর্জোয়া দেশের মতো আবিষ্কারকের ব্যক্তিগত কোনও স্বার্থ তার নিজস্ব আবিষ্কারের উপর থাকে না বা আবিষ্কারের মূল সূত্রটি গোপন রাখবার মতো কোনও প্রশ্রয় সেখানে দেওয়া হয় না; প্রত্যেক আবিষ্কারক তার গবেষণার প্রত্যেকটি তথ্য কেন্দ্রীয় সমিতিতে ব্যাখ্যা করতে বাধ্য।

মনে করুন—একজন রাসায়নিক বিশ্লেষণ করলেন—পেঁয়াজে কি কি উপাদান আছে। অন্যান্য সকল গবেষণাকারী তা জানতে পারল এবং তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করল। কৃষিবিৎ পেঁয়াজে এমন সার প্রয়োগ করতে লাগল, যাতে সেই সব উপাদান প্রচুর পরিমাণে আছে। রঞ্জনবিশারদ তথ্যটি নিয়ে ভেবে দেখলেন যে, কাপড় রং করতেও সেই সমস্ত উপাদান ব্যবহৃত হয়; সুতরাং তার পরিবর্তে পেঁয়াজ ব্যবহার করলে অতি অল্প খরচেই রং করা হয়। এমনি করেই এক একটি আবিষ্কৃত তথ্যকে বিভিন্ন ভাবে রাশিয়া কাজে লাগাবার সুবিধা পায়।

কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক সকলেই স্টেট হতে পারিশ্রমিক পায়। তাদের লিখিত বই ও সংবাদপত্রাদি রাশিয়ার প্রচলিত প্রত্যেক ভাষায় অনুদিত হয়ে সাধারণের নিকট আত্মপ্রকাশ করে। জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি এদেরই একটি সমিতির উপর ন্যস্ত।

শ্রম রাশিয়ায় বাধ্যতামূলক। পুরুষ-নারীর কোনও অধিকার স্বাতন্ত্র্য সেখানে নেই। অধিবাসীরা কাজ করবে, স্টেট তাদের বাঁচিয়ে রাখবে—পরস্পর পরস্পরের নিকট যেন অঙ্গীকারবদ্ধ। সারা পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র রাশিয়ার অভিধানেই বেকার শব্দের উল্লেখ নাই, তা ছাড়া সর্বত্রই এর অস্তিত্ব সমাজের অঙ্গে দুষ্ট ক্ষতের মতো পীড়া দিচ্ছে। শিক্ষাসমাপনান্তে আপন আপন বৃত্তিমূলক শিক্ষার সার্টিফিকেট দাখিল করেই তারা খালাস—স্টেট তাদের

সার্টিফিকেটানুযায়ী কাজ দিতে বাধ্য।

মনে করুন—বাধ্যতামূলক শিক্ষার সময়ে বৃত্তি হিসাবে আমি তাঁতের কাজ শিখেছিলাম। আমার শিক্ষাশেষে আমাকে কাপড় কলের বয়নবিভাগে নিয়োগ করা হল। রাশিয়ায় সাধারণত শ্রমিকদের ছয় ঘন্টা কাজ করতে হয়। এই ছয় ঘন্টার মধ্যেও চার ঘন্টা practical ও দু ঘন্টা theoretical training নিতে হবে। উক্ত বিভাগের পাঠ্য আমার যখন শেষ হয়ে যাবে, তখনই আমাকে অন্য বিভাগে বদলি করে দেওয়া হবে। ক্রমে ক্রমে কটন মিল হতে আমি গেলাম লোহার কারখানায়, লোহার কারখানা হতে ঔষধ তৈরির কারখানায়। এমনি করে উপযুক্ত বয়সে বৃদ্ধবয়সের মাসোহারা নিয়ে আমি যখন ঘরে গিয়ে বসলাম, তখন হিসাব করে দেখলাম যে, যে অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি ঘরে ফিরলাম তা যে কোন লোকের পক্ষে গর্বের বিষয় এবং সে অভিজ্ঞতা দিয়ে আমি বিনা দৈহিক পরিশ্রমে দেশের ও দশের যথেষ্ট উপকার করতে পারি। এমনি ধরনের অভিজ্ঞ লোক রাশিয়া ছাড়া অন্যত্র খুব বিরল নয় কি?

অনেকে হয়তো মনে করতে পারেন যে, কারখানা যখন স্টেটের বলে বিবেচিত হয়, নিশ্চয় তার উপরে স্টেটের একটা অপ্রতিহত ক্ষমতা আছে। কিন্তু সত্যি তা নয়। স্টেটেরই উদ্যোগে তৈরি হবে কারখানা, কিন্তু তা চালিত হবে শ্রমিকদের দ্বারাই। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক কারখানার শ্রমিকরাই মালিক। প্রত্যেক বিভাগের ইন-চার্জ প্রভৃতি নিজেরাই মনোনিত করে নিজেদের মধ্য হতে আর প্রত্যেক বিভাগ একসঙ্গে মনোনীত করে তাদের ম্যানেজার প্রভৃতি।

রাশিয়ার এই ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ভুল বুঝবার অবকাশ নাই। তাদের নির্বাচন প্রনালী ও ধারা কোনও বুর্জোয়া দেশের মতোও নয়। নির্দিষ্ট কয়েক মাস অন্তর প্রত্যেক নির্বাচিত লোককে তার সহকারী শ্রমিকদের নিকট জবাবদিহি করতে হয়, হিসাব দিতে হয় এই কয় মাসের জন্য সে তাদের জন্য কি করেছে? যদি নির্বাচিতের বিরুদ্ধে কারও কোনও অভিযোগ থাকে, উক্ত কমিটিতে সে তা প্রকাশ করতে পারে। অভিযোগ প্রমানিত হলে, নির্বাচিত ব্যক্তিকে শাস্তি নিতে হবে। শাস্তিও নির্ধারিত হবে কমিটির নির্দেশানুযায়ী। এই সমস্ত কমিটির নাম 'লিনচিন কমিটি'।

'লিনচিন কমিটি' সম্বন্ধে আমার একটি ঘটনা জানা আছে; এখানে ব্যক্ত করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। এক কমিটিতে জনৈকা স্কুল-পরিদর্শিকার কাজের হিসাব তলব করা হল। তিনি সন্তোষজনক কৈফিয়েত দিয়ে বসলেন। সভার তরফ থেকে কোনও অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে এল না, কেবলমাত্র তাঁর এক বন্ধবী দাঁড়িয়ে বললেন,—'আমি জানি, একদিন কাজের সময়ে ইনি আমার বাড়িতে বসে গল্প করে কাটিয়েছেন।' পরিদর্শিকা সে অভিযোগ অস্বীকার

করতে পারলেন না। তার জন্য বিচারে তাঁকে সতর্ক করে সে যাত্রা রেহাই দেওয়া হল। আমাদের দেশ হলে সম্ভবত এমন ধরনের বান্ধবীকে বিশ্বাসঘাতক বলেই অভিহিত করা হত। কিন্তু সেখানে মানুষের মনোবৃত্তিই অন্য রকম। স্বাধীন মতের অবাধ অভিব্যক্তির মূল্য তারা দিতে জানে, আমরা জানি কিনা সন্দেহ।

আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের প্রাচুর্যে রাশিয়া আজ অতি সমৃদ্ধ। তবে বুর্জোয়া দেশে নূতন যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের ফলে লাভবান হয় ধনী এবং বেকারের খাতায় সংখ্যা বেড়ে যায়; কিন্তু রাশিয়ায় এর কোনওটাই হয় না, সেখানে হয় শ্রম লাঘব। মনে করুন—কলকাতা শহরের কাপড়ের চাহিদা মেটাতে রোজ পাঁচ হাজার গজ কাপড় দরকার। বর্তমানে পাঁচশত তাঁতি ১০ ঘন্টা দৈনিক ঠকঠকি তাঁত চালিয়ে দাবি মেটাচ্ছে। যদি ঠকঠকি তাঁত তুলে দিয়ে সেখানে power loom বসানো হয়, তবে আমরা ৪০০ তাঁতিকে জবাব দিয়ে ১০০ তাঁতিকে দিয়েই ১০ ঘন্টা কাজ করিয়ে ঈপ্সিত পাঁচ হাজার গজ কাপড় বুনে নেব, কিন্তু রাশিয়ায় নূতন কোনও আবিষ্কারের ফলে কলের উৎপাদনশক্তি যদি বেড়ে যায়, তবে তারা লোক সমান রেখেই অনুপাতানুসারে শ্রমের সময় কমিয়ে দিয়ে অবশ্যকীয় জিনিস তৈরি করে নেয়। সেই জন্যই তারা সম্ভবত শ্রমিকদের চার ঘন্টা দৈনিক শ্রম করিয়ে দু ঘন্টা করে theoretical শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়।

কৃষিপ্রধান দেশ সাধারণত গরীব হয় আর শিল্পপ্রধান দেশ হয় সমৃদ্ধ। তাই রাশিয়া জারের কবল হতে মুক্ত হওয়ার পর হতেই কৃষিকে শিল্পে উন্নয়নের চেষ্টা করছে। সম্প্রতি মস্কো হতে প্রচারিত এক বেতার বক্তৃতায় আমরা জানলাম যে, রাশিয়ায় কৃষি-উন্নয়ন সমাপ্ত হয়েছে। তারা এবার শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে নূতন পরিকল্পনানুযায়ী কাজ আরম্ভ করবে। যে রাশিয়ায় দুর্ভিক্ষ ছিল প্রতি বর্ষের দুর্নিবার অথিতি, সেই দেশই সারা বিশ্বকে স্তম্ভিত করে প্রকাশ করেছিল যে, যুদ্ধ যদি না বাধত, তা হলে তারা রুটি জল সাধারণকে বিনা পয়সায় বিতরণ করতে সক্ষম হত। কোথায় দুর্ভিক্ষ আর কোথায় বা বিনা পয়সার রুটি—এত অল্প সময়ের মধ্যে এতটা অভাবিত উন্নতি যে, আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

জল-চলাচলের প্রতিকূল হতে পারে, এমন ধরনের চলাচলের রাস্তা ও রেলপথ প্রভৃতি আবশ্যক বোধে তারা মাটির নীচে টিউব করে নিয়েছে। যে সমস্ত স্থান জলাভাবে অনুর্বর, তার উপর দিয়ে তারা চালিয়ে দিয়েছে খরস্রোতা নদীর গতি। কোন জমিই কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় এবং সব কিছুই স্টেটের ও অনুমোদিত সংঘের; সে জন্যই কৃষির উন্নতি সেখানে এতটা দ্রুত সম্ভবপর হয়েছে। অল্প খরচে অধিক উর্বর সার বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিকরা আবিষ্কার করে কৃষিকে নিয়ে গেছে দ্রুত উন্নতির পথে। উল্লিখিত প্রথায় সমগ্র দেশকে উর্বর

CamScanner

করেও তারা আজ আরও চাষের উপযোগী জমি চায়। অবশ্য এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, মেরু অঞ্চলের দিকে রাশিয়ার এলাকাধীন কিছু জমি আছে, যাতে সারা বৎসরই বরফ জমে থাকে, তাতে চাষ আবাদ চলে না। তবে সুখের বিষয় এই যে হিটলারের মতো তারা অস্ত্র হাতে নিয়ে চাষের উপযোগী জমি খুঁজতে বেরোয়নি, বিজ্ঞানের সাধনায় তারা নিজ অধিকারের মধ্যেই তা পূরণ করতে সমর্থ হয়েছে। শুনে হয়তো সকলের পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব হবে না যে, দু-তিন তলা মঞ্চের উপর পর্যন্ত চাষ করে তারা প্রচুর শস্যোৎপাদন করছে।

মাটিতে হয়তো কপির চাষ করেছে; তারই চার হাত উপরে মঞ্চপরি চাষ করেছে বিট, তার খানিক উপরে আলু, তার উপরে পালং। মঞ্চের উপর ইট পাটকেল জড় করে তাতে পাতলা এক পরতা সার মিশ্রিত মাটিতে চাষ হচ্ছে। কৃত্রিম উপায়ে সূর্যরশ্মি সরবরাহ করে তাকে জোগান দেয় বেড়ে ওঠার উপাদান। কৃষিক্ষেত্রের কিছু দূরে দূরেই গভীর নলকূপ আছে, তাতে অস্থায়ী বৈদ্যুতিক পাম্প বসিয়ে সারা মাঠ ভাসিয়ে দিয়ে যায়।

কো-অপারেটিভ সোসাইটির তত্ত্বাবধানে চাষ আবাদ হচ্ছে। তারাই শস্য সংগ্রহ করে প্রয়োজনমতো দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দেয়। কো-অপারেটিভ সোসাইটির পরস্পরের সহিত যোগাযোগ এমনই সুস্পষ্ট যে, চাহিদার অতিরিক্ত যাতে উৎপন্ন করা না হয়, তার দিকেও তাদের দৃষ্টি আছে। বাংলার পাট চাষীর মতো ভবিষ্যৎ না ভেবে উৎপন্ন করে পরের মুখের দিকে তারা তাকিয়ে থাকে না।

বিক্রয়ের ব্যাপারও সব কিছুই কো-অপারেটিভ পরিচালনা করে। প্রত্যেকেই যথা-প্রয়োজন কিনতে পারে। খুব বেশি অপব্যয়ী না হলে, পয়সার অভাব সেখানে কারও নাই। পুরুষ-নারী প্রাপ্তবয়স্ক সকলেই উপার্জন করে। 'একা উপায় করি ৫০ টাকা, খেতে ১৪ জন'—এমন ধরনের কথা আজকাল রাশিয়ার কোনও নগণ্য কোণেও শুনতে পাওয়া যায় না। সন্তানও ২ টার বেশি হলে, স্টেট ভরণপোষণের খরচ দেয়। তাদের প্রত্যেকটি শ্রমিকের গড়ে মাসিক আয় ১৯৪০ সালে ছিল সাড়ে চারি শত টাকা। সুতরাং তাদের দেশে বই কিনে পড়া, থিয়েটার, বায়স্কোপ দেখা ও জীবনকে আনন্দে মগ্ন রাখা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

মানুষ সেখানে এতটা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও এতটা স্বচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও, তারা যে অপরাধ করে না তা নয়। রাশিয়ায় অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থাও অন্য সব কিছুর মতো অদ্ভুত। কোনও অপরাধ করলে তাদের জেল হয়। জেল বলতে বড় বড় প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, সঙ্গীনধারী পুলিশ পাহারা মোতায়েন করা কিছুর কল্পনা করলে অবশ্য ভুল হবে। সামান্য দুফেরতা তারের বেড়া দেওয়া একটা পল্লীর মতো দেখতে তার বাহ্যিক অবয়ব। তারের বেড়াটা যেন সীমা-নির্দেশের জন্যই দেওয়া

CamScanner

হয়। পল্লীর ভিতরে সব কিছুই আছে—হাট-বাজার, কারখানা, শিক্ষা ও আনন্দের সব কিছুই। কয়েদিরা কাজ করে কারখানায়, শ্রমের মূল্যও পায় সকলের মতোই। শুধু বাইরের সঙ্গে পার্থক্য এই যে, কয়েদিদের জেলের ভিতরেই স্থাপিত নৈতিক শিক্ষাপীঠে লেকচার শুনতে হয়। প্রশ্ন হতে পারে—তবে শাস্তি হল কই? কথাটি সত্যই, আমাদের কাছে এ শাস্তি বলে মনে করার মতো অবস্থা আজও আসেনি। এ সব জেলে কয়েদিরা ইচ্ছা করলে সপরিবারেও থাকতে পারে। তবে স্বামীর অপরাধে স্ত্রী সেখানে অতি অল্পক্ষেত্রেই কয়েদখানায় যেতে রাজি হয় বা স্ত্রীর অপরাধে স্বামীও তা চায় না। তা হলেও স্বামী-স্ত্রী অস্থায়ী ভাবে স্বামী-স্ত্রী রূপে দেখা করার সুবিধা আছে। কয়েদিরা বৎসরে একবার সপরিবারে রাশিয়া ভ্রমণের সুযোগ পায়। যখনই জেলার বিবেচনা করে যে, অপরাধী তার অপরাধ বুঝতে পেরেছে এবং সংশোধন হয়ে গেছে, তখনই তাদের মুক্তি দেওয়া হয়।

এবার বলব—এ জেলে তাদের শাস্তি কিসে হয়। সাধারণত বেশ্যাপল্লীকে মানুষ ঘৃণার চোখে দেখে, তেমনি রাশিয়ানরা কয়েদি ও জেলকে অনুরূপ ঘৃণার দৃষ্টিতেই দেখে। ওখানে যাওয়াই যে ঘৃণার ব্যাপার, তা সকলের অন্তরেই সদা জাগরূক। এই ঘৃণা যদিও অশিক্ষিত মানুষের তেমন গায়ে বাধে না, কিন্তু শিক্ষিত লোকের প্রাণে তা বিশেষ ভাবেই লাগে। রাশিয়ায় বর্তমানে উক্ত ধরনের অশিক্ষিত আর নাই। তাদের বিবেক সাধারণের দৃষ্টির তলে এমন সঙ্কুচিত হয়ে উঠে যে, তাই তাদের সব চেয়ে বড় শাস্তি।

বিবাহিত জীবনযাপনের জন্য রাশিয়ায় উৎসাহ দেওয়া হয়। যুবক ও যুবতীর অন্তরের মিল হলেই তাদের মধ্যে বিবাহবন্ধন হতে পারে। বিবাহবিচ্ছেদের নিয়মেরও কড়াকড়ি আদৌ নাই। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের এক পক্ষ বিবাহ-বিচ্ছেদের পক্ষপাতী হলেই তা সম্ভব হতে পারে; কিন্তু তার শর্তটি একটু জটিল। বিচ্ছেদকামী পক্ষকেই সমস্ত সন্তানসন্ততির ব্যয়ভার বহন করতে হয়। একদল সন্তান সহ যদি কোনও যুবতী বিবাহ-বিচ্ছেদের পর পৃথক হয়ে দাঁড়ায়, এমন অতি অল্প যুবকই আছে যারা পরের ছেলেকে পরিবারভুক্ত করে বিবাহিত জীবনযাপনে ইচ্ছুক হয়। সুতরাং যাদের ছেলেমেয়ে হয়েছে, তেমন দম্পতি অনিবার্য কারণ ছাড়া বিবাহ-বিচ্ছেদের পক্ষপাতী হয় না। সন্তানহীন যুবকযুবতীর মধ্যেই বিচ্ছেদের প্রাচুর্য কিছু বেশি দেখা যায়।

রাশিয়ায় লোক শিক্ষার ব্যবস্থা অতি সুন্দর। জাতীয় নাট্যপরিষদ রাশিয়ার সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। তারা তাদের এলাকায় লোক-শিক্ষামূলক অভিনয় করে বেড়ায়। এসব অভিনয় দেখতে কারও পয়সা খরচ হয় না। আসনের তারতম্য বলে কোনও জিনিসই সেখানে নাই। নাট্য-পরিষদের অভিনেতারা এমনই দক্ষ

CamScanner

যে, সাধারণ ইহা কোনও প্রচার বলে মনে করবার অবকাশ পায় না। অভিনয়ের নাটকগুলি বিপ্লবী সাহিত্যিকদের রচিত এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের অনুমোদিত। তা ছাড়া রাশিয়ার সর্বত্র থিয়েটার বায়স্কোপ যথোপযুক্ত আছে। সে সবের মালিকও স্টেট অর্থাৎ জনসাধারণ।

এবার কিরূপে আদের শ্রমের মূল্য নির্নীত হয়, তা বলল। কোনও উৎপন্ন জিনিসের কাঁচামালের মূল্য বাদ দিয়ে যা থাকে, তাই সেখানে শ্রমের মূল্য। মনে করুন, পাঁচ সের তুলা এক টাকা দিয়ে কেনা হল। এই তুলা দিয়ে তৈরি হল চার জোড়া কাপড়। কাপড়ের মূল্য নির্ণীত হবে শ্রমের মূল্যের উপর। দেখা গেল, এই চার জোড়া কাপড় তৈরী করতে সব রকমে মিলিয়ে মোট কুড়ি ঘন্টার শ্রম আবশ্যক হয়েছে। যদি প্রতি ঘন্টার মূল্য আট আনা করে ধরা হয়, তবে কাপড়ের দাম দাঁড়ায় এগারো টাকা, ইচ্ছে করলে চার জোড়া কাপড়ের মূল্য ৪১ টাকাও ধরতে পারি। শ্রমিকদের যত বেশি হারে পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভব হবে, ততই তাদের কেনার ক্ষমতাও বেড়ে যাবে; অবশ্য শ্রমিকদের দেয় পারিশ্রমিক-নির্ধারণের জন্য ক্ষেত্র-বিশেষে বিবিধ পন্থা অনুসৃত হয়; কিন্তু তার মূল সূত্রটি এই।

তা ছাড়া শ্রমিকদের মধ্যেও আয়ের তারতম্য দৃষ্ট হয়। সাধারণত রাশিয়ায় বাধ্যতামূলক শিক্ষা-শেষের পরই কার্যকালের আরম্ভ হয়। যারা বাধ্যতামূলক শিক্ষা শেষের পরও উচ্চ শিক্ষায় সময় কাটায়, তাদের সে সময়ের শ্রমের মূল্য শিক্ষাসমাপনান্তে দেওয়া হয়। মনে করুন, কুড়ি বৎসর বয়স হতে পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তাদের কার্যকাল নির্দিষ্ট থাকে। যারা ২৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত উচ্চশিক্ষায় অতিবাহিত করল বা তার বেশি বয়স পর্যন্ত বিদ্যায়তনের গণ্ডির মধ্যে রইল, তারা প্রকৃতপক্ষে সেই কয় বৎসরের উপার্জন হতে বঞ্চিত রইল। সেই কারণেই যখন শিক্ষা শেষ করে তারা কর্মজীবনে আসে, তখন সেই কয় বৎসরের মোটামুটি আয়ের একটা মান স্থির করে তা তার পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত অবশিষ্ট কয় বৎসরের আয়ের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়।

অনেকের ধারণা রাশিয়ায় অর্থসঞ্চয় নিষিদ্ধ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। ব্যক্তিগত মূলধন খাটিয়ে অন্যের শ্রমার্জিত অর্থের উপার্জন নিষিদ্ধ, কিন্তু নিজের শ্রমকে সৎভাবে কাজে লাগিয়ে উপার্জন ও তা ব্যয়ের স্বাধীনতা প্রত্যেকেরই আছে। নিজের শ্রমার্জিত অর্থ উদ্বৃত্ত হলে, সঞ্চয় প্রত্যেকেই করতে পারে, কিন্তু সঞ্চয়ের দিকে ঝোঁক বিশেষ কাহারও নাই। বংশধরদের জন্য ভাবনা নাই; নিজের বৃদ্ধবয়সের ভরণ পোষণও সব কিছুই স্টেট হতে পাওয়া যায়; সুতরাং সঞ্চয়ের দরকার কি?

প্রর্বত্তক; আষাঢ় ১৩৪৮/১৯৪১

বাংলার চাষী

শান্তিপ্রিয় বসু

শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠা হলে বহু শ্রমিক শিল্পকারখানায় কাজের সুযোগ পাবে এবং তার দ্বারা কৃষিজীবীর সংখ্যা লাঘব হবে। কৃষিজীবীর সংখ্যা কম হলে প্রতি পরিবারের পক্ষে স্বচ্ছন্দে জীবন ধারনের উপযুক্ত চাষের জমি পাওয়া সম্ভব হবে। কৃষিক্ষেত্রের আয়তন বৃদ্ধি পাবে এবং তাতে বৃহদায়তন কৃষি ব্যবসায়ের পথ সুগম হবে। এই সমস্ত উপায়ে সাধারণ আর্থিক অবস্থাও উন্নত হবে। কারখানায় প্রস্তুত ব্যবহারিক পণ্যদ্রব্যগুলির বিনিময়ে শ্রমশিল্পীগণ চাষীদের কাছ থেকে কৃষিজাত দ্রব্য ক্রয় করবে। শিল্পের সাহায্যে প্রকৃষ্ট চাষের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক সার প্রস্তুত হতে পারবে এবং এইভাবে শিল্প ও কৃষি পরস্পরের সহায়তা করে ক্রমে সমৃদ্ধি লাভ করবে।

কিন্তু এই প্রয়োজনীয় কর্তব্য কী উপায়ে সম্পন্ন হতে পারে? বিরোধী লোকের দল শক্তিমান বাধা হয়ে কৃষির উন্নতির পথে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু একথা সত্য যে বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে কোনও উন্নতির আশা করা যায় না। নিম্নলিখিত উপায়গুলি গ্রহণ করা হলে এদেশের চাষের এবং চাষীর উন্নতি সম্ভব :

১. যারা জমি চাষ করে একমাত্র তাদের হাতেই জমির স্বত্ব সমর্পণ।
২. ঐকত্রিক নীতিতে বৃহদায়তন কৃষির প্রবর্তন।
৩. দেশে বিস্তৃতভাবে শিল্প সংস্থাপন।
৪. কৃষিতে সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞানের প্রয়োগ।

এই উপায়গুলি অনেকের কাছে অসম্ভব মনে হতে পারে কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়াতে এই নীতিগুলি গ্রহণ করা হয়েছে এবং অপ্রত্যাশিত ফল লাভ হয়েছে। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়ার চাষীশ্রেণীর অবস্থা বর্তমান বাংলাদেশের চাষীর অবস্থার চেয়ে কোনও অংশে প্রকৃষ্টতর ছিল না। সমান দারিদ্র্যে ও দুঃখ-কষ্টে তারা দিনপাত করত এবং একই প্রাচীন প্রথায় চাষের কাজ হত। দেশের অতি উর্বর ১৬ কোটি ৭০ লক্ষ একর জমি ছিল ২৮,০০০ ধনী মালিকের হাতে আর ১৯ কোটি ৭০ লক্ষ একর জমি ছিল ১ কোটি চাষী পরিবারের অধীনে এবং সে জমির

CamScanner

অনেক অংশ অত্যন্ত অনুর্বর ছিল। শতকরা ৩০ ভাগ চাষীর লাঙল টানার ঘোড়া ছিল না, ৩৪ ভাগের যন্ত্রপাতি এবং ১৫ ভাগের জমি ছিল না। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পরে এই অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে যায়। জমির মালিকত্বের উচ্ছেদ হয় এবং যারা নিজে জমি চাষ করে তাদের হাতে জমির স্বত্ব অর্পণ করা হয়। ক্ষেত্রগুলি বৃহদায়তনের না হলে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষ করা সম্ভব হয় না— সে কথা ছোট ছোট চাষীদের ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া হয় এবং ১৯২৯ সালে বিপ্লবের ১২ বৎসরের মধ্যে ১০ লক্ষ চাষী পরিবার একত্র হয়ে ৫৭,০০০টি ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করে। ১৯৩৮ সালের মধ্যে তার সংখ্যা আরও অনেক বৃদ্ধি পায়, সে বৎসরে দেখা যায় ১ কোটি ৮৮ লক্ষ পরিবার ২,৪৩,৩০০টি ক্ষেত্র স্থাপন করেছে। সেই সময়ের মধ্যে কর্ষণাধীন জমির শতকরা ৯৯ ভাগেরও বেশি ঐকত্রিক নীতিতে চাষ হতে থাকে। সোভিয়েত আইন ও নিয়মাবলিতে লিখিত আছে যে ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রগুলির অধীনে যে চাষের জমি আছে সেই জমি চাষের কাজে ব্যবহারের জন্য বিনা ব্যয়ে অনির্দিষ্ট কালের অর্থাৎ চিরকালের জন্য দেওয়া হয়।

ঐকত্রিক কৃষির সঙ্গে সঙ্গে চাষের কাজে যন্ত্রপাতির ব্যবহারও বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯১০ সালে রাশিয়ার ১ কোটি কাঠের লাঙল, ১ কোটি ৭৭ লক্ষ কাঠের আঁচড়া চাষীরা ব্যবহার করত, কিন্তু ১৯৩৮ সালে ঐকত্রিক কৃষিক্ষেত্রগুলিতে ৪,৮৩,৫০০টি ট্র্যাক্টর, ১,৫৩,৫০০টি কম্বাইন এবং অন্যান্য অসংখ্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি চাষের কাজে নিযুক্ত হয়। উক্ত প্রকারের কৃষিক্ষেত্রগুলির জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি চাষের কাজে নিযুক্ত হয়। উক্ত প্রকারের কৃষিক্ষেত্রগুলির জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতি নির্মাণের কাজে বড় বড় শিল্পকারখানা স্থাপিত হয়েছে। ১৯৩১ সালের প্রারম্ভে ৬,৩৫০টি ট্র্যাক্টর ও যন্ত্রমেরামতকারী প্রতিষ্ঠান ছিল ও দেশের সর্বত্র সকল ঐকত্রিক ক্ষেত্রগুলির চাহিদা পূরণ করে। স্টালিনগ্রাদ ও চিলিয়াবিনস্কে ট্র্যাক্টরের ও সারাটভ, জ্যাপোরোজিয়ে এবং রস্টভে শস্যচ্ছেদনকারী কম্বাইনের বড় বড় যন্ত্রশালা নির্মিত হয়েছে।

ঐকত্রিক ক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত আদর্শে চাষের কাজ পরিচালিত হয়। তার দ্বারা যে লাভ হয় তার থেকে রাষ্ট্রের পাওনা মিটিয়ে বাকি অংশ সমবায় সমিতির সকলের মধ্যে ভাগ হয়। পরের উপার্জিত অর্থে প্রতিপালিত ও আলস্যে দিন যাপন করে এমন লোকের শ্রেণী রাশিয়াতে লোপ পেয়েছে। সে কারণে সেখানকার চাষী নিজের কাজ আরও উৎসাহের সঙ্গে সম্পন্ন করতে পারে, যেহেতু সে জানে যে পরিশ্রমের দ্বারা সে নিজের অবস্থাই উন্নত করতে সমর্থ হবে, তার শ্রমের ফলে অংশীদার কেউ নেই। চাষীর কোনও কারণে অবস্থা খারাপ

হলে তার সুবিধা গ্রহণ করবে (যেমন মহাজন) এমন লোক সে দেশে নেই এবং দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দুর্যোগের ভয়ও বিজ্ঞানের সাহায্যে দূর হয়েছে। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে সকল ঐকত্রিক ক্ষেত্রগুলির আয় হয়েছিল ১,৮৩০ কোটি রুবল। ১ কোটি ৮৮ লক্ষ পরিবারের মধ্যে সে আয় ভাগ হলে প্রতি পরিবার বৎসরে প্রায় ১,০০০ রুবল করে পায় (১ রুবল= ১.৪ টাকা); ব্যক্তিগত কৃষিশ্রমিকদের আয়ও অনেক হয়। রাষ্ট্রের অধীনে কৃষিক্ষেত্রগুলিতেই যে শ্রমিকগণ সর্বদা কাজ করে ১৯৩৮ সালে দেখা যায় তারা প্রত্যেকে বৎসরে গড়ে ২,৩৯৬ রুবল করে উপার্জন করেছে। সরকারি শূকর প্রজননকার্যে প্রত্যেক শ্রমিক গড়ে ২,৪৯৯ রুবল, মেষপালন ও প্রজননকার্যে ২,২৭৮, দুগ্ধ ও মাংস তৈরি ২,২১৯ এবং শস্য উৎপাদনে ২,৭৪২ রুবল বৎসরে আয় করে। এই সালের ট্র্যাক্টর-চালকগণ ও দুগ্ধশালার নারীকর্মীগণ মাসে ১৭৪ রুবল করে পায়। অত্যন্ত নিপুণ কর্মীরা আরও বেশি পায়। ১৯৩৮ সালে একটি ট্র্যাক্টর-চালক বেবিচ ৬ মাসে ৫,৫০০ রুবল এবং মস্কোর নিকট একটা সরকারি দুগ্ধশালার ২টি নারীশ্রমিক ৮০০-১,০০০ রুবল রোজগার করে। এই আয়ের অঙ্কগুলি অত্যন্ত অধিক সন্দেহ নেই কিন্তু এই আয়ের ফলে চাষীদের যতখানি সুখসুবিধা লাভের সম্ভাবনা প্রকৃতপক্ষে তারচেয়েও বেশি সুখে ও স্বচ্ছন্দে তারা জীবনধারণ করে। তাদের জন্য বিনা ব্যয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা আছে।

এদেশের লোকের কাছে এ সকলই বিস্ময়কর বলে বোধ হবে। ২৫ বৎসর পূর্বে রাশিয়ার চাষীদের কাছেও এ কল্পনা অতীত ছিল। কিন্তু ২৫ বৎসরের কম সময়ের মধ্যে সমস্ত দেশের চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। ম্যুজকদের ঘোড়ায়-টানা কাঠের লাঙলে চষা অসংখ্য ছোট ছোট ক্ষেত্রগুলির স্থানে বড় বড় ঐকত্রিক ক্ষেত্র স্থাপিত হয়েছে এবং ট্র্যাক্টর ও কম্বাইনের সাহায্যে ফসলের চাষ হচ্ছে। এ আমাদের দেশেও হতে পারে। রাশিয়াতে যা সম্ভব হয়েছে এদেশেও তাই সম্ভব। সেই একই সময়ের মধ্যেই চাষীদের সমান অবস্থায় আনা যেতে পারে যদি উক্ত উপায়গুলি প্রয়োগ করা যায় এবং কি প্রকারে তা সম্ভব হতে পারে তা বিবেচনা করা দরকার।

বাংলার চাষী (অংশবিশেষ); ১৯৪৪

CamScanner

সোভিয়েত রাষ্ট্রে প্রাচীনত্বের ধারা

শত্রুঘ্ন রায়

ককেশাস পর্বত শ্রেণীর অন্তরালে সান্ধ্যসূর্য অস্ত গেছে। পল্লীতে পল্লীতে ফিরে এসেছে কর্মক্লান্ত কৃষকেরা। পাইপ ধরিয়ে পুরুষেরা বসল মজলিশ জমিয়ে। মেয়েরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে শুরু করল নৃত্যগীত। তাদের উচ্ছল আনন্দে দিনান্তের শ্রান্তির অবসাদ কোথায় মিলিয়ে গেল।

সোভিয়েত রাষ্ট্রে গ্রাম্য কৃষ্টির এই ধারা এখনও চলেছে অপ্রতিহতবেগে। গত পঁচিশ বছরের মধ্যে দেশময় একটা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ঝড় বয়ে গেল, কিন্তু জনসঙ্গীতের প্রাচীন রূপ জাতীয় সম্পদেরই অঙ্গরূপে পরিগণিত হল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অনুরূপ পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। পুরাতন জীবনপদ্ধতির ভগ্নস্তূপের ওপর নতুনত্বের ধ্বজা সগর্বে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আর হয়েছে কৃষক সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ তিরোভাব। অথচ সকল দেশে কথ্য ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি এদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। রাষ্ট্রবিপ্লবের পরে কয়েক বৎসরের মধ্যে রাশিয়ার রূপ গেছে বদলে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল অঞ্চল হয়ে উঠেছে শিল্পপ্রধান, কৃষকরা হয়েছে সংঘবদ্ধ, ককেশাসের পার্বত্য জাতিদের মধ্যে এসেছে একটা বিরাট অর্থনৈতিক পরিবর্তন। কালের করাল কবলকে উপহাস করে চলেছে শুধু জনসঙ্গীতের ধারা। নতুন যুগের সঙ্গে প্রাচীন কৃষ্টির একমাত্র বন্ধন আজও সরস করে রেখেছে গ্রাম্য জীবনকে।

এই জনসঙ্গীত রাষ্ট্রের কাব্য জগতে একটা নির্দিষ্ট স্থান পেয়েছে। এই সঙ্গে পুনরায় দেখা দিয়েছে বীরত্ব কাহিনীর উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা। এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্র বিপ্লবের পর জনসাধারণের মন নতুন সৃষ্টির আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠল। তারা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করল। কবি ও লেখক সম্প্রদায় এই বিরাট পরিবর্তনের একটা সুসঙ্গত হিসাব-নিকাশ করবার আগেই জনসাধারণের অভিজ্ঞতা ও মানসিকতা মূর্ত হয়ে উঠল গ্রাম্য সাহিত্যের ভেতর দিয়ে। দ্বিতীয়ত, এই বিপ্লবের ফলে জারদের অত্যাচার থেকে দেশের ক্ষুদ্র সম্প্রদায়রা চিরতরে মুক্তি পেল। সোভিয়েত রাষ্ট্র বলতে তো একটা জাতি, তার

ভাষা ও কৃষ্টি বোঝায় না। এর মধ্যে আছে ষোলটি স্বায়ত্তশাসনধর্মী সাধারণতন্ত্র। প্রত্যেকটির ভাষা স্বতন্ত্র, জাতীয় সত্তা পৃথক। এদের মধ্যে আবার ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের জন্য স্বায়ত্তশাসিত এলাকা নির্দিষ্ট আছে। অখন্ড জাতীয়সত্তা রক্ষাকামী সব সম্প্রদায়কেই ভাষা ও কৃষ্টির পার্থক্য। অন্যথায় স্বায়ত্তশাসনলাভ তাদের ভাগ্যে ঘটে না। বহু জাতির সমন্বয়ে সোভিয়েত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও কৃষ্টিগত আদর্শ সংগঠিত হলেও এদের জীবনের লক্ষ্য এক, সমাজ দর্শনের প্রভাবও সর্বত্র একরূপ।

সোভিয়েত সম্বন্ধে এত কথা বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, জনসাহিত্য বুঝতে হলে রাষ্ট্র সম্বন্ধে একটি তথ্য জানা দরকার। সমগ্র জাতির ভাবধারা এর মধ্যে নিহিত, আর দেশের সর্বত্র যে রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে তার ছায়াও এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। বীরত্ব গাথা, পৌরাণিক কাহিনী, রূপকথা, গ্রাম্য গীতি-নৃত্য, বিবাহ ও শোক-সঙ্গীত প্রভৃতি জনসাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে এই পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। সত্য বটে কবিতার প্রাচীন ছন্দরূপ ও লিপিচাতুর্য রক্ষিত হয়েছে, কিন্তু জনসাধারণের প্রতিভার নতুন পরিস্ফূরণ এর মধ্যে এনে দিয়েছে অভিনব প্রেরণা, একটা আশ্চর্য ভাবের সমৃদ্ধি।

উনিশশো আঠারো থেকে একুশ সাল পর্যন্ত রেড আর্মি ও গেরিলা যোদ্ধারা দেশের ধনিক সম্প্রদায় ও বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম চালিয়েছিল। এই মহান ঘটনা প্রধানত প্রভাব বিস্তার করেছে ছোট ছোট জনসঙ্গীতের মধ্যে। এ রকম গানের মধ্যে একটা একঘেয়ে সুর বারবার উচ্চারিত হয়। একে বলা হয় 'চতুস্কি'। এ সুর অনেকটা একথোকা চাবির ঝঙ্কারের মতো।

শ্বেত রক্ষী দলের ডেনিফিন, কোলচাক ও অন্যান্য নেতাদের শয়তানের প্রতিমূর্তি কল্পনা করে ঘৃণার চোখে দেখা হয়। তাদের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সম্ভাবনাকে সকলে বিদ্রূপ করে। জনসাধারণ যে তাদের নবার্জিত স্বাধীনতা হারাতে পারে একথা মনে হওয়াই তাদের কাছে আজ সবচেয়ে বিস্ময়কর। এই ছোট ছোট গানগুলি সাধারণত চার অংশে বিভক্ত। ঘরোয়া যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে এদের পুরাতন রূপ বজায় থাকল অনেকদিন ধরে। তারপর নতুন ঘটনার সংমিশ্রণে এদের রূপ গেল বদলে। তখন পর্যন্ত রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি একটা অনিশ্চয়তার দোলায় দুলছে। এই গানের মধ্যে সেই আভাসও পাওয়া যায়। বহির্জগতের শত্রুতার প্রমাণ পাওয়া যায় গানের সঙ্গে জড়িত কয়েকজন বৈদেশিক রাষ্ট্র ধুরন্ধরের নামের মধ্যে। অবশ্য গানের মধ্যে এদের বিরুদ্ধে বিশেষ কোনও অভিযোগ নেই, আছে শুধু হাস্যরসাত্মক বিদ্রূপের রেশ।

সে সময়কার জনসাহিত্যে লেনিনের নাম চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

জনসাহিত্যে তাঁকে পুরাতন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা থেকে মুক্তিদাতারূপে কল্পনা করেছে। তিনি শুধু এক দেশের নয়, সমগ্র বিশ্বে প্রপীড়িত মানবসমাজের জন্য মুক্তির বাণী বহন করে এনেছিলেন। শোলোকভ বর্তমান রাশিয়ার প্রতিভশালী লেখক। তিনি তাঁর বই All quiet flows the Don-এ লিখেছিলেন—সরল প্রকৃতি কসাকেরা লেনিনকে নিজেদের সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করত। কসাক সৈন্যদলে তিনি ছিলেন একজন সাধারণ গোলন্দাজ সেনা। জার্মানরা তাকে বন্দি করল, কিন্তু মুক্তি দিল। জনসাধারণকে প্রভাবান্বিত করতে তাঁর ক্ষমতার কথা তারা জানত। কাজেই লেনিন আবার দেশে ফিরে এলেন তাঁর মুক্তিমন্ত্র নিয়ে। সোভিয়েত মধ্য এশিয়া ও ককেশাসের অধিবাসীরা লেনিনের এই অসাধারণ ক্ষমতা তাদের জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে সঞ্চরিত করেছে নানা রঙে, নানা ছন্দে।

তুর্কমেনিয়ার স্থানীয় অধিবাসীদের বীরত্ব গাথাকে বলে 'বাখ্‌শি'। গানের মর্ম হচ্ছে, পৃথিবীর হিংসাপরায়ণ লোকদের ওপর বিরক্ত হয়ে আল্লা চেষ্টা করছিলেন একজন জ্ঞানি লোককে খুঁজে বের করতে। তাঁর কাজ হবে জগতের আবহাওয়া শান্তিপূর্ণ করে তোলা। কিন্তু তাঁর সব চেষ্টাই বিফল হল। সমস্যার সমাধান অপূর্ণ রয়ে গেল। অবশেষে আল্লার কল্পিত কাজে হাত দিলেন এক ব্যক্তি। তাঁর প্রশস্ত কপাল পরিচয় দিল তাঁর জ্ঞানের। তিনি হচ্ছে লেনিন। সাইবেরিয়ার উত্তরে ওস্টিয়াকের মধ্যে একটা গান অত্যন্ত জনপ্রিয়। এতে বলা হচ্ছে—একজন বৃদ্ধ ওস্টিয়াক তার ছেলেকে দলের নেতার কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে গিয়ে বলছে, যৌবনে লেনিনও একজন সাধারণ ওস্টিয়াকের মতোই জীবন যাপন করতেন। একবার ঝড়ের সময় সমুদ্রে তাঁর নৌকাডুবি হল। তাঁকে উদ্ধার করল একদল লোক। তারা তাঁকে খাদ্য পানীয় দিয়ে সতেজ করে তুলল। তারপর তারা লেনিনকে ধরে বসল। এবার আপনার জ্ঞান ও শক্তির পরিচয় দিতে হবে। লেনিন পিছপা নন। তিনি একাকী স্থানীয় শাসনকর্তার সমস্ত সৈন্যকে পরাজিত করলেন আর ধনী বণিকদের সমস্ত সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে গরিবদের দান করলেন। লেনিনের কর্তব্য শেষ হল। দুষ্ট লোকদের অস্তিত্ব পৃথিবী থেকে লোপ পেল। তখন সেই মহাত্মা অমরলোকে যাত্রা করলেন। আকাশে দেখা গেল একটা ঝকঝকে নতুন তারা উঠেছে। লেনিনের প্রদীপ্ত আত্মা যেন সস্নেহে তাকিয়ে আছে পৃথিবীর দিকে।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের গান ও রূপকথার মধ্যে লেনিনের নাম অত্যাচারীদের হাত থেকে জনসাধারণের রক্ষাকর্তা হিসাবে অমর হয়ে আছে। জারের শাসন ও অন্যান্য পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের উদ্যোক্তারূপেও তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন। প্রচণ্ড দৈহিক ও মানসিক শক্তির

CamScanner

অধিকারীরূপে তাঁকে কল্পনা করা হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর রাষ্ট্রের প্রায় সকল ভাষাতেই লোকসঙ্গীত রচনা করা হয়েছে। এসব গানকে বলা হয় 'প্ল্যাকি',—জোরালো ভাষা ও ছন্দবৈচিত্র্যে এরা অতুলনীয়।

আর্কেঞ্জেল প্রদেশের সমুদ্রতীরবর্তী স্থানসমূহে লেনিনের উদ্দেশ্যে রচিত শোকসঙ্গীতের মধ্যে রুশ দেশের প্রাচীন ধারা রক্ষিত হয়েছে। মানুষের দুঃখে প্রকৃতিও সাড়া দিচ্ছে। ক্রিমিয়ার একজন তাতার কৃষক লেনিনের মৃত্যু উপলক্ষ্যে যে শোকসঙ্গীত রচনা করেছিল তার মধ্যেও সারা বিশ্বের ক্রন্দন ধ্বনিত হয়েছে।

লাল পতাকাবাহী ও শ্বেত রক্ষীদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে চাপায়েভ নগরীকে নিয়ে একটা সুন্দর গল্পের সৃষ্টি হয়েছে। এ গল্পের বাহ্যিক আবরণ প্রাচীন রাশিয়ার রূপকথার মতো। আরম্ভ ও শেষে পুরাতনের বিশেষত্ব রক্ষিত হয়েছে। চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী মায়া-গণ্ডির উল্লেখও আছে। দুষ্ট লোকেদের প্রভাব থেকে চাপায়েভকে রক্ষা করেছে এই গণ্ডি। কিন্তু লোকাচারের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে প্রকৃত সংঘর্ষের বিবরণ বীরত্ব গাথার স্টাইলে বর্ণিত হয়েছে। রূপকথার নামগন্ধও এতে নেই। এ কাহিনীর ভিত্তি ইতিহাসের প্রকৃত রূপের উপর প্রতিষ্ঠিত।

উনিশশো উনত্রিশ থেকে বত্রিশ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত রাষ্ট্রে যে বিরাট পরিবর্তন হল, তার ফলে গ্রাম্য জীবনের চেহারা একেবারে বদলে গেল। জনসাধারণের কল্পনা এই নতুন পরিবর্তনে সাড়া দিল। লোকসাহিত্য সকল প্রকারে সমৃদ্ধ হল। এবারে রঙ্গমঞ্চে অবির্ভূত হলেন স্টালিন। কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে রাষ্ট্রকে তিনি সুখের আগার দিকে তুলেছেন। এই সময়কার লোকসঙ্গীতের মধ্যে আনন্দের সুর আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে নিরাপত্তার বাণী। ভবিষ্যতের ওপর আস্থা, আর সমস্ত জাতির মঙ্গলের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের অবিচ্ছিন্নতা।

'চতুস্কি' ও বিশেষ করে নৃত্য সম্বলিত ছোট ছোট গান নবকলেবরে দেখা দিল। গানের মর্ম হচ্ছে—পুরাতন লাঙ্গলের যুগ শেষ হয়ে দেখা দিল যন্ত্রচালিত লাঙ্গল ট্রাক্টরের রূপ ধরে; আর কৃষকজীবনে মেয়েদের স্থান নতুন করে নির্দিষ্ট হয়েছে। এই সময়ে ঘুমপাড়ানি গানের আকারে কয়েকটি নতুন ধরনের কবিতার আবির্ভাব হয়। মা শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের পথনির্দেশ করে দিচ্ছেন গানের ভিতর দিয়ে। সোভিয়েত রাশিয়ার ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট অভিমত আমরা এর মধ্যেই প্রথম পাই। মার গানের মধ্যে ধনসম্পদ ও স্যাকরা ডেকে মোহর কেটে অলঙ্কার গড়িয়ে দেওয়ার উল্লেখ নেই। আবেগপূর্ণ ছন্দে রচিত 'নুরি জিন' শীর্ষক সঙ্গীতে তুর্কমেনিয়ান জননী আশা করছেন যে, তাঁর ছেলে জ্ঞানী, শিক্ষিত ও চতুর হবে। সে হয়তো একদিন সমগ্র জাতির নেতার পদে

সমাসীন হবে। 'মাই মেরেড' শীর্ষক আর একটা তুর্কমেনীয় সঙ্গীতে মার মনে আশা আছে যে, তাঁর ছেলে হবে নির্ভীক, বন্ধুবৎসল, রাইফেল ব্যবহারে দক্ষ আর জনসাধারণের রক্ষাকর্তা।

সোভিয়েত পিতৃভূমির প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ দেখা দিয়েছে নতুন রূপে। সেই সঙ্গে নিজ নিজ জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতিও সঞ্চারিত হয়েছে সুগভীর প্রীতি। এই দুই-এর সংমিশ্রণে দেশপ্রেমের সূচনা হয়েছে। এই প্রেমের বিকাশ আমরা পাই ইউক্রেনে ও রাশিয়া সম্বন্ধে নানা প্রকার গীতি রচনার মধ্যে এবং বিশেষ করে রেড আর্মি বিষয়ক জনপ্রিয় সঙ্গীতে।

একটা সুন্দর সাইবেরিয়ান রূপকথার জন্ম হয়েছে সোভিয়েত দেশপ্রেমের ওপর ভিত্তি করে। গল্পটির নাম—How The Hunter Feodor has chased away the Japanese। গল্পের মধ্যে স্বয়ং প্রকৃতি বনানী ও পশুজগতের রূপ ধরে ফিওডোরকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। সাইবেরিয়ার এল্ক নামে বৃহদাকার হরিণ তাকে পিঠে বসিয়ে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করে যাচ্ছে। এই রকম একটা গল্প সোভিয়েত ক্যারেলিয়ান ধীবরদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে।

গত কুড়ি বৎসর ধরে লোকসাহিত্যের এই ধারা জাতীয় ঐক্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে এসেছে। তাই আজ আমরা বুঝতে পারছি সোভিয়েত রাষ্ট্রের কী সুদৃঢ় মননশক্তি জার্মানিকে প্রচণ্ডতম বাধা দিয়েছে। বীর সোভিয়েত জনগণের এই চরিত্রগত বিশেষত্বই রাষ্ট্রের লোকসাহিত্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

দেশ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০/১৯৪৩

CamScanner

রাশিয়ার নৈতিক জীবন

মণীন্দ্রনারায়ণ রায়

উদ্ভট ধারণা — প্রচার, না অজ্ঞতা?

সোভিয়েত রাশিয়ার নৈতিক জীবন সম্বন্ধে অনেকেরই অনেক উদ্ভট ধারণা আছে। রক্তসমুদ্র সাঁতরাইয়া যাহারা রাষ্ট্রকে হস্তগত করিয়াছে, মালিকশ্রেণীর সহস্র সহস্র লোককে যাহারা অকারণে হত্যা করিয়াছে, তাহাদের বংশপরম্পরাক্রমে অধিকৃত সম্পত্তি কোনও মূল্য না দিয়া শুধু গায়ের জোরে কাড়িয়া লইয়াছে, আনুষ্ঠানিক ধর্মকে ভলগার জলে ডুবাইয়া দিয়া, প্রত্যেকটি ধর্মমন্দিরকে অধিকার করিয়া যাহারা ইহাদিগকে পার্থিব প্রয়োজনে নিয়োগ করিয়াছে, তাহাদের যে কোনও নৈতিক জীবন থাকিতে পারে, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়বোধ থাকিতে পারে, এ বিশ্বাস অনেকেরই নাই। যাহারা ভগবান পর্যন্ত মানে না, আত্মা বা আধ্যাত্মিকতায় যাহাদের বিন্দুমাত্র আস্থা নাই, এই জড় জগৎটাই যাহাদের কাছে সব, এই মর দেহটার শেষই যাহারা মানুষের শেষ বলিয়া মনে করে এবং দেহের ভোগাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিসাধনই যাহারা মানবজীবনের পরম ও চরম লক্ষ্য বলিয়া সগর্বে প্রচার করিয়া থাকে, তাহাদের নৈতিক জীবন সম্বন্ধে অনেকেই কোনও উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না। যাহারা উত্তমবর্ণের ঋণ স্বীকার করে নাই, কোনও আইনসঙ্গত চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করে নাই, জমিদারের জমি ও মালিকের কারখানা যাহারা অবলীলাক্রমে কাড়িয়া লইয়াছে এবং সম্পত্তিমাত্রকেই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে, তাহারা যে নৈতিক জীবনে ত্যাগমূলক কোনও আদর্শ মানিয়া চলিতে পারে, এ বিশ্বাস অনেকেরই নাই। আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মনেও ধারণা আছে যে, আনুষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত মহৎ নৈতিক আদর্শ সাম্যবাদী রাশিয়া হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে; অসত্য, অন্যায় ও ব্যভিচারের বন্যায় সে দেশ ভাসিয়া গিয়াছে এবং পরম আনন্দে উহাতে অবগাহন করিয়া রাশিয়ার নরনারী বনের পশুর মতোই উচ্ছৃঙ্খল ও

ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে।

রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পর হইতেই জগতের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের পক্ষ হইতে এই মর্মে প্রচার নিতান্ত কম হয় নাই। জগতের জনমতকে রাশিয়া তথা সাম্যবাদের বিরুদ্ধচারী করিবার উদ্দেশ্যে এমন কথাও প্রচার করা হইয়াছে যে, রাশিয়ায় ব্যক্তিগত সম্পতির সঙ্গে সঙ্গে নারীরও রাষ্ট্রীকরণ হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে যে কোনও পুরুষ যে কোনও সময়ে যে কোন নারীকে নিজের অঙ্কশায়িনী করতে পারে। এই মর্মে বর্তমানেও কোনও প্রচার চলিতেছে কি না, ঠিক বলিতে পারি না; তবে ১৯১৭-১৮ সালে যে প্রচার চলিয়াছিল উহার প্রভাব হইতে শুধু অশিক্ষিত লোক কেন, অনেক শিক্ষিত লোকের মনও আজও মুক্ত হয় নাই। আজ পর্যন্তও অনেকে বিশ্বাস করিতেছেন যে, মানবের পশুপ্রবৃত্তিগুলির কোনওটিকে কোনও কারণে সংযত করিবার কোনও প্রয়োজনই সাম্যবাদী রাশিয়ায় স্বীকৃত হয় নাই। ইহার কারণ এই যে, প্রচারপ্রভাবে আচ্ছন্ন চিত্ত প্রচারিত অভিযোগগুলিকে সাধারণ বিচার বুদ্ধি দিয়াও কোনও দিন যাচাই করিবার প্রয়াস পায় না, আর মস্তিষ্ক স্থির ধারণায় পরিপূর্ণ বলিয়াই কেহ শ্রমস্বীকার করিয়া সত্যনির্ণয়ের আবশ্যকতা অনুভব করে না। এই জন্যেই সোভিয়েত রাশিয়ার নৈতিক জীবন সম্বন্ধে আজও অনেকেরই অনেক উদ্ভট ধারণা রহিয়া গিয়াছে। ইহার অনেক ধারণাই ভ্রান্ত, সোভিয়েত রাশিয়ার কলঙ্ক অপেক্ষা বিশ্বাসীর চিত্তের বিচারবোধহীনতারই অধিকতর প্রামাণ্য সাক্ষ্য।

নীতি ও ধর্ম

সাম্যবাদী রাশিয়ার অধিবাসীদের নীতিজ্ঞান নাই, ইহার প্রধান সাক্ষ্য হিসাবে অনেকেই দেখাইয়া দেন যে সোভিয়েতে আইন করিয়া আনুষ্ঠানিক ধর্মকে বর্জন করিয়াছে। যাহাদের 'ধর্ম' নাই, যাহারা ভগবান মানে না, তাহাদের নীতিজ্ঞান থাকিতে পারে না, এই কথা ধরিয়া লইয়া তবেই উপরোক্ত যুক্তির প্রয়োগ করা হয়। অথচ এই মূল ধারণাই ভ্রান্ত। ধর্ম বলিতেই যে ঈশ্বরবাদ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিশ্বাস ও প্রক্রিয়াসমূহের কথা আমাদের মনে পড়ে, উহাই মানুষের নৈতিক বুদ্ধির স্রষ্টা বা উৎস নহে। বর্তমানের অর্থে ধর্মের উদ্ভব যখন হয় নাই, তখনও মানুষের নীতিজ্ঞান ছিল, তখনও মানুষ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া সমাজের উপর উহা আরোপ করিয়াছিল। প্রণালীবদ্ধ ধর্মের প্রবর্তন হইবার পরেও এমন অনেক মহাপুরুষের উদ্ভব হইয়াছে, যাঁহারা ভগবানকে অস্বীকার করিয়াও এমন নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন যাহার অনেক মূলনীতিই ঈশ্বরবিশ্বাসী ধর্মের

CamScanner

ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে।

রুশ বিপ্লবের অব্যবহিত পর হইতেই জগতের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের পক্ষ হইতে এই মর্মে প্রচার নিতান্ত কম হয় নাই। জগতের জনমতকে রাশিয়া তথা সাম্যবাদের বিরুদ্ধচারী করিবার উদ্দেশ্যে এমন কথাও প্রচার করা হইয়াছে যে, রাশিয়ায় ব্যক্তিগত সম্পতির সঙ্গে সঙ্গে নারীরও রাষ্ট্রীকরণ হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে যে কোনও পুরুষ যে কোনও সময়ে যে কোন নারীকে নিজের অঙ্কশায়িনী করতে পারে। এই মর্মে বর্তমানেও কোনও প্রচার চলিতেছে কি না, ঠিক বলিতে পারি না; তবে ১৯১৭-১৮ সালে যে প্রচার চলিয়াছিল উহার প্রভাব হইতে শুধু অশিক্ষিত লোক কেন, অনেক শিক্ষিত লোকের মনও আজও মুক্ত হয় নাই। আজ পর্যন্তও অনেকে বিশ্বাস করিতেছেন যে, মানবের পশুপ্রবৃত্তিগুলির কোনওটিকে কোনও কারণে সংযত করিবার কোনও প্রয়োজনই সাম্যবাদী রাশিয়ায় স্বীকৃত হয় নাই। ইহার কারণ এই যে, প্রচারপ্রভাবে আচ্ছন্ন চিত্ত প্রচারিত অভিযোগগুলিকে সাধারণ বিচার বুদ্ধি দিয়াও কোনও দিন যাচাই করিবার প্রয়াস পায় না, আর মস্তিষ্ক স্থির ধারণায় পরিপূর্ণ বলিয়াই কেহ শ্রমস্বীকার করিয়া সত্যনির্ণয়ের আবশ্যকতা অনুভব করে না। এই জন্যেই সোভিয়েত রাশিয়ার নৈতিক জীবন সম্বন্ধে আজও অনেকেরই অনেক উদ্ভট ধারণা রহিয়া গিয়াছে। ইহার অনেক ধারণাই ভ্রান্ত, সোভিয়েত রাশিয়ার কলঙ্ক অপেক্ষা বিশ্বাসীর চিত্তের বিচারবোধহীনতারই অধিকতর প্রামাণ্য সাক্ষ্য।

নীতি ও ধর্ম

সাম্যবাদী রাশিয়ার অধিবাসীদের নীতিজ্ঞান নাই, ইহার প্রধান সাক্ষ্য হিসাবে অনেকেই দেখাইয়া দেন যে সোভিয়েতে আইন করিয়া আনুষ্ঠানিক ধর্মকে বর্জন করিয়াছে। যাহাদের 'ধর্ম' নাই, যাহারা ভগবান মানে না, তাহাদের নীতিজ্ঞান থাকিতে পারে না, এই কথা ধরিয়া লইয়া তবেই উপরোক্ত যুক্তির প্রয়োগ করা হয়। অথচ এই মূল ধারণাই ভ্রান্ত। ধর্ম বলিতেই যে ঈশ্বরবাদ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিশ্বাস ও প্রক্রিয়াসমূহের কথা আমাদের মনে পড়ে, উহাই মানুষের নৈতিক বুদ্ধির স্রষ্টা বা উৎস নহে। বর্তমানের অর্থে ধর্মের উদ্ভব যখন হয় নাই, তখনও মানুষের নীতিজ্ঞান ছিল, তখনও মানুষ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া সমাজের উপর উহা আরোপ করিয়াছিল। প্রণালীবদ্ধ ধর্মের প্রবর্তন হইবার পরেও এমন অনেক মহাপুরুষের উদ্ভব হইয়াছে, যাঁহারা ভগবানকে অস্বীকার করিয়াও এমন নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন যাহার অনেক মূলনীতিই ঈশ্বরবিশ্বাসী ধর্মের

CamScanner

অনেক অনুশাসনের পরিপন্থী তো নহেই, বরং অনুরূপ, এমন কি উচ্চতর। সক্রেটিস, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের নাম এই প্রসঙ্গে স্বতঃই মনে পড়ে। খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দূরে থাকুক, খ্রিস্টধর্মের ভগবান সম্বন্ধে কোনও ধারণা লাভ না করিয়াও তাঁহারা উচ্চাঙ্গের নীতিধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ভারতবাসী আমরা, ভগবান বুদ্ধের কথা এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ না করিয়া পারি না। স্পেনসার এবং নিটসের কথা না হয় নাই উল্লেখ করিলাম। গ্রীসের সভ্যতার যুগে খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তন হয় নাই, কিন্তু সক্রেটিস মঙ্গলের আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং জ্ঞানার্জনের পথে মানবচরিত্রের সম্পূর্ণতা লাভ করিবার জন্য তাঁহার দেশবাসীকে স্বীয় কার্য ও বাক্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। ওই যুগে প্লেটো তাঁহার স্বদেশবাসীকে ভয় এবং বাসনার প্রলোভন হইতে মুক্ত হইয়া পরম জ্ঞান অর্জন করিতে এবং শৌর্যবান, মিতাচারী ও ন্যায়পরায়ণ হইয়া জীবন যাপন করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। ওই যুগেই অ্যারিস্টটল উদারকণ্ঠে সকলকে শুনাইয়াছিলেন যে, পরম মঙ্গলকে ব্যবহারিক জীবনে লাভ করিবার জন্য মানুষমাত্রকেই তাহার নৈতিক গুণাবলির চরম উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। ভগবান বুদ্ধের প্রচারিত নীতিধর্মের কথা এ দেশে কিছু না বললেও চলে। ভগবান সম্বন্ধে মৌন থাকিয়াও যে নৈতিক আদর্শ তিনি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, উহার সৌন্দর্য আজও মানুষকে মুগ্ধ করে। খ্রিস্টধর্মকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করিয়া আধুনিক যুগে যে সব নীতিশাস্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের মধ্যে দু একটি ভিন্ন সব কটিতেই পুনঃ পুনঃ জোর দিয়া বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তির স্বার্থ বা দেহের সুখানুভূতির বৃদ্ধিই মানুষের নৈতিক আদর্শ হইতে পারে না, যাহা সকলের মঙ্গলের সহায়ক, উহাই ব্যক্তির কর্তব্য। নীতিবোধকে যাহারা মানবচিত্তের অন্তর্নিহিত প্রেরণা (intuitionism) বলিয়া স্বীকার করেন না, তাহারাও সমষ্টির মঙ্গলের জন্যই ব্যক্তিকে কাজ করিবার নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন এবং এই সমস্ত তত্ত্বই ধর্ম ও ভগবানে বিশ্বাসী মানুষের নীতিশাস্ত্র বলিয়া অধ্যয়ন করিতেছেন, স্বীকারও করিতেছেন।

মোটকথা, ধর্ম ও নীতি একার্থবোধক শব্দ নহে। নীতি ধর্মমাত্রেরই অংশ অবশ্য হইয়া থাকে, কিন্তু ধর্ম ছাড়াও নীতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিতে পারে। একথা পরম ধার্মিকও স্বীকার করেন; কেবল স্বীকার করেন না সগর্বে প্রচারও করিয়া থাকেন। নৈতিক চরিত্র কলঙ্কলেশশূন্য হইলেই যে একজন মানুষ ধার্মিক বলিয়া স্বীকৃত হইবার অধিকার দাবি করিতে পারে না, একথা অনেক মহাপুরুষকেই বলিতে শুনিয়াছি। অন্তত সনাতন হিন্দুধর্মের ইহাই যে নির্দেশ তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

ভগবানে বিশ্বাস ও ভক্তি যাহার নাই, তাহারও যে নৈতিক আদর্শ উচ্চ ও

আচরণ নির্দোষ ও সমাজের কল্যাণকর হইতে পারে, এ কথা স্মরণ রাখিয়া রাশিয়ার কথা চিন্তা করিলেই ওই দেশের নৈতিক আদর্শ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন হইতে পারে। নীতি সম্বন্ধে আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য। নীতি, অন্তত উহার যে দিকটা মানুষের আচরণের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়, উহা অপরিবর্তনীয় নয়, সার্বভৌমও নয়। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, দেশ, কাল ও পাত্রের সঙ্গে নৈতিক আদর্শ ও আচরণের পরিবর্তন হইয়া থাকে। ধর্মানুমোদিত যে নীতি, উহাও সার্বভৌম নহে। পরম ধার্মিক মুসলমান যে আচরণকে নির্দোষ ও সকলের আচরণীয় মনে করেন, খ্রিস্টান বা হিন্দু উহাকেই গর্হিত আচরণ বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। যাহারা খ্রিস্টান, তাহাদেরও সকলের নৈতিক আদর্শ এক নহে। রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টানের যৌননীতির আদর্শ প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানের আচরণ হইতে ভিন্ন। দেশভেদেও আদর্শ ও আচরণের পার্থক্য হইয়া থাকে। ইংল্যান্ডের নৈতিক জীবনের সঙ্গে আমেরিকার নৈতিক জীবনের সাদৃশ্য খুব বেশি নাই। হিন্দু ও মুসলমানের পার্থক্যের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন শ্রেণীর নৈতিক আদর্শ ও আচরণের পার্থক্য চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রকেই স্তম্ভিত করে। সহজিয়া বা তান্ত্রিক সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুর নৈতিক আচরণ সনাতনী হিন্দুর চক্ষে ব্যভিচার বলিয়া প্রতিয়মান হয়। শতাধিক বৎসর পূর্বে যে আচার হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল, উহার কথা স্মরণ করিয়া বর্তমান যুগের ধার্মিক হিন্দুও ঘৃণা ও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। এই প্রসঙ্গে উদাহরণ দেওয়া বাহুল্য মনে করি। যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে নৈতিক আদর্শ ও আচরণেরও পরিবর্তন সৃষ্টির প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত সকল দেশেই হইয়া আসিয়াছে, ইহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। এই সর্বজন-স্বীকৃত সত্যটিকে মনে রাখিয়া রাশিয়াকে বুঝিবার চেষ্টা করিলে ওই দেশ সম্বন্ধে অনেকের অনেক ভ্রান্তি সহজেই দূর হইতে পারে।

রুশিয়ার নৈতিক জীবন (অংশবিশেষ); ১৯৪২

CamScanner

কেন সোশ্যালিজম চাই

অমলা দেবী

সাম্যবাদ কি মানুষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ

সাম্যবাদ সম্বন্ধে আর এক পুরনো অভিযোগ আছে যে, এ মতবাদ মানুষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু তোমরা নিজেরাই বিবেচনা করে দেখ, এর প্রকৃত রূপ তোমাদের কাছে প্রকাশ হবে। মানুষকে তার কাজের মূল্য অনুযায়ী সঠিক পারিশ্রমিক দেওয়া কি মানুষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ? সাম্যবাদের বিচার 'কাজ না করলে মজুরি পাবে না।' অপটু সাধারণ শ্রমিকের কাজের মজুরি তার পরিবার ও তার স্বচ্ছন্দে ভদ্রভাবে জীবনযাপনের মতো হবে, নিপুণ অভিজ্ঞ শ্রমিকের মজুরি তার কাজের তুলনায় আরও বেশি হবে। এই ব্যবস্থার মধ্যে মানুষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কি আছে? বরং আমার মতে এই ব্যবস্থাই বাস্তবিক মানুষের প্রকৃতি-সম্মত, কাজের উৎসাহ কমা দূরে থাক, এই ব্যবস্থা মানুষের কর্মপ্রবৃত্তি এখনকার চেয়ে আরও দশগুণ বাড়িয়ে তুলবে, বিজ্ঞানসম্মত সুনিয়ন্ত্রিত কার্যপদ্ধতি সকলের কাজে উৎসাহ এনে দেবে।

এখানে আবার প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তা না হয় হল, কিন্তু যারা অসাধারণ প্রতিভাশালী লোক, বিখ্যাত শিল্পী, অভিনেতা, লেখক, আবিষ্কারক, তাঁরাও তো সাম্যবাদি সমাজে এক বিশেষ ধরনের শ্রমিক বলে গণ্য হবেন। এঁদের কাজে প্রেরণা কি থেকে আসবে? কোন পুরস্কার আশায় লোকে নতুন নতুন আবিষ্কারের চেষ্টা করবে?

মানলাম যে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাঁদের বিশেষ এক শ্রেণীর শ্রমিক বলেই ধরা হয়, কিন্তু তাতে কি এসে যাচ্ছে? শিল্পী, অভিনেতা, গায়ক, লেখক সকলেই তাঁদের অসাধারণ প্রতিভার জন্য বিশেষ পুরস্কার পেতে পারেন। তাঁরা আপন প্রতিভা বলে সমাজকে যে অমূল্য দান দিতে পেরেছেন, তার জন্য তাঁদের উত্তমরূপে পুরস্কৃত হওয়ার বিরুদ্ধে সোশ্যালিস্ট সমাজ তো কোনও আপত্তি করছে না, তাঁদের অসাধারণ কর্মশক্তির যে তথোচিত আদর হওয়া দরকার একথা তারা

মানে। তাদের আপত্তি কেবল বর্তমান ব্যবস্থায় যারা কিছুই করে না এমন সব লোককে, ওই অর্থের পুরস্কার দেওয়ায়; পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির কল্যাণে যারা কোনও প্রতিদান সমাজকে দেয় না তারাই যে সে পুরস্কার আত্মসাৎ করছে।

নতুন আবিষ্কার যাঁরা করছেন, তাঁদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও পুরস্কার সাম্যবাদী সমাজে দেওয়া হয় তাঁদের উদ্ভাবনা-শক্তির জন্য। তা ছাড়া, বিখ্যাত শিল্পী ও আবিষ্কর্তারা কেবল পুরস্কার ও পারিশ্রমিকের লোভেই তাঁদের শক্তি কর্মে নিয়োগ করেন একথা বললে তাঁদের অন্যায় অপবাদ দেওয়া হবে। এই প্রসঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশের এক উদ্ভাবনকারীর গল্প মনে পড়ল। সোভিয়েত ইউনিয়নে এক বিদেশি দর্শককে কোনও আবিষ্কারক খুব গর্বভরে তাঁর নবাবিষ্কৃত পেট্রোলিয়াম পরিশোধনের এক কল দেখাচ্ছিলেন, উন্নত উপায়ের পরিশোধন-ক্রিয়া বুঝতে টিউব, ট্যাপ ইত্যাদির বন্দোবস্ত ভাল করে দেখবার পর দর্শকপ্রবর সে লোকটিকে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি এ থেকে কি পাও?'

আবিষ্কারক তাঁর ব্যাখ্যা দর্শকের ঠিক বোধগম্য হয়নি ভেবে একটা ট্যাপের মুখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'এইখান থেকে তেল পাওয়া যায়।'

দর্শক উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, তা তো বুঝলাম কিন্তু তুমি এ থেকে কি পাচ্ছ?'

আবিষ্কারক বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কেন তেলই তো পাওয়া যাচ্ছে এখান থেকে!' এমনি ভুল বোঝার পালা বেশ-কিছুক্ষণ ধরে চলল। বিদেশি দর্শকের মতে আবিষ্কারের উদ্দেশ্য আবিষ্কর্তার ব্যক্তিগত লাভ, আবিষ্কর্তার কাছে আবিষ্কারের একমাত্র উদ্দেশ্য তেল পাওয়া। দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্যেই না গোল বেধেছিল সেদিন! এখন কোন দৃষ্টিভঙ্গিটা স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া হবে?

আমার মতে এই দুই মত-ই মানুষের প্রকৃতি অনুযায়ী আংশিকভাবে সত্য। আবিষ্কর্তার পক্ষে আবিষ্কার থেকে লাভের প্রত্যাশা করাও স্বাভাবিক, সোভিয়েত ইউনিয়নে সেজন্য আবিষ্কারককে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। আবার সর্বসাধারণের এ নতুন আবিষ্কার থেকে উপকার হয় এ ইচ্ছাও উদ্ভাবনকারীর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। সমাজতান্ত্রিক দেশে মানুষের প্রকৃতির দু'দিকেরই পরিতোষ সাধনের সহজ ও স্বাভাবিক ব্যবস্থা রয়েছে বলা যায়।

পুঁজিতন্ত্র কি মানুষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ নয়?

যখনই আমি একথা শুনি যে 'সাম্যবাদ মানুষের প্রকৃতি বিরুদ্ধ' তখনই আমার পাল্টা জবাবে জিগ্যেস করতে ইচ্ছা করে, 'পুঁজিতন্ত্র কি মানুষের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ নয়?' যারা সবচেয়ে কম কাজ করে বা কাজ মোটেই করে না, তারা সবচেয়ে

CamScanner

বেশি টাকা পাবে;আর যারা সব চেয়ে বেশি পরিশ্রম করছে, তারা কম মজুরি পাবে, এই কি মানুষের প্রকৃতিসম্মত ব্যবস্থা? এটাই কি সবচেয়ে অস্বাভাবিক ব্যপার নয় যে, ব্রিটেনের চারশো ত্রিশ লাখ শ্রমিক প্রাণপণে খেটে এমন মজুরি পায় যা তাদের ভরণপোষণের পক্ষেও যথেষ্ট নয়, নিজেদের কর্মক্ষম রাখবার মতো সংস্থানও তাদের থাকে না? এই কি মানবসমাজের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ নয় যে 'উৎপাদনের উপায়' হাতে না থাকাতে লক্ষ লক্ষ লোক স্থায়ীভাবে অকর্মণ্য থাকতে বাধ্য হচ্ছে অথচ তারা যে-সব জিনিস উৎপন্ন করতে পারত তারই অভাবে তাদের এবং আরও অনেক লোকের দুর্দশার সীমা থাকছে না? এই কি সবচেয়ে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা নয়, যে ব্যবস্থায় লোকের এই অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও খাদ্য-সামগ্রী, ব্যবহার্য জিনিসপত্র ও অন্য বহুবিধ সম্পদ ইচ্ছাপূর্বক নষ্ট করে ফেলা হয় যাতে আবার যা উৎপন্ন করা হবে সে-সব জিনিস চড়া দামে বিক্রি করা চলতে পারে, অর্থাৎ ধনিকের লাভের হার পুরোপুরি বজায় থাকে? মানুষের পক্ষে এই কি স্বাভাবিক যে তাদের কাজ পাবার একমাত্র উপায় মানুষ-মারার অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করা? তাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ এও কি নয় যে লক্ষ লক্ষ লোককে পাঠানো হচ্ছে পরস্পরকে বধ করতে, বীভৎস হত্যাকাণ্ডের একমাত্র উদ্দেশ্য পৃথিবীর বাজারগুলো দখল করা। এ সব ব্যাপারই অমানুষিক, সহজ মানুষের প্রকৃতি বিরুদ্ধ নয় কি?

তাই মানুষ এর সমর্থন আর করছে না। ক্রমে ক্রমে এলোমেলো খাপছাড়া ভাবে, কিন্তু দিনে দিনে আরও প্রবলতররূপে পৃথিবীর সকল দেশের লোকই এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানাচ্ছে। যে পন্থায় তাদের এ সব কাজ করতে বাধ্য হতে হয়, সে পদ্ধতির বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠছে।

সমাজতন্ত্র বা সোশ্যালিজম

সমাজতন্ত্র হল এক বিশেষ পন্থায় বর্তমান জগতের অর্থনৈতিক জীবন গড়ে তোলবার উপায়। পুঁজিতন্ত্রের সঙ্গে তার পার্থক্য এইখানে যে, পুঁজিতন্ত্রের অধীনে সমাজ অল্প জনকতক লোক উৎপাদনের উপায়গুলো দখল করে নেয়, আর সমাজতন্ত্রের অধীনে 'উৎপাদনের উপায়গুলো'তে প্রত্যেক লোকেরই অধিকার থাকে। এই অধিকারী-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থারও পরিবর্তন করা সম্ভব হয়, সমাজ থেকে অনেক দুষ্টব্যাধি ও দুর্দশা, অর্ধাহার, অর্থাভাব, বেকারজীবন ইত্যাদি দূর করা চলে। সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধবিগ্রহের উৎপাতে সারা জগৎ অস্থির হয়ে উঠেছে; কিন্তু এ সবের প্রতিকার যতদিন পুঁজির মালিক—তথা দেশের অধিকারীর পরিবর্তন না হচ্ছে ততদিন কোনক্রমেই হওয়া সম্ভব নয়।

CamScanner

কিন্তু সমাজতন্ত্র কল্পনার সামগ্রী নয়। সমাজে সাম্যবাদের প্রচলন হলেই প্রত্যেক লোক মহাবীর আর মহাপুরুষ হয়ে পড়বে না। তখনও অপূর্ণ অর্থাৎ দোষে-গুণে মেশানো স্ত্রীপুরুষ নিয়েই সমাজের কাজ চালাতে হবে। বিঘ্ন, বিপত্তি, দুঃখ-কষ্ট, কৃচ্ছ্রসাধন এ সবের অবসান হবে না। জীবনযাত্রায় যুদ্ধের প্রয়োজন তখনও থেকে যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সোশ্যালিজমের স্বপক্ষে সব চেয়ে বড় কথা এই যে, সোশ্যালিজম আমাদের সকলকেই সমান সুযোগ দিচ্ছে। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার আমরা কতখানি করতে পারব তা নির্ভর করছে সম্পূর্ণ আমাদের উপর। সাম্যবাদ সকলকে কাজ জোগাতে পারে, কার্যক্ষম ও কাজ করতে ইচ্ছুক লোকদের স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহের আশ্বাস দিতে পারে, কার্য-বিভাগের সর্বোচ্চ পদে উন্নীত হবার সুযোগও সমাজতান্ত্রিক দেশে সকলেই পেয়ে থাকে। এক কথায়, সাম্যবাদই কেবল পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য, যুদ্ধবিগ্রহ, অনিশ্চয়তা দূর করতে পারে; তার শক্তি এর বেশি বা কম নয়। সাম্যবাদ প্রত্যেক লোককে ঘর বাঁধবার সুযোগ দেয়, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ বজায় রেখে নির্ভাবনায় পরিবার প্রতিপালনে সাহায্য করে। যে সব সুযোগ ও সুবিধা পেলে আমরা মানুষ হিসাবে পূর্ণতা লাভ করতে পারি, এই স্বল্পায়ু জীবনের দিনগুলো সাধ্যমতো সুখে কাটাতে পারি, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সে সব সুযোগ ও সুবিধা পাবার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

দেশের প্রত্যেক লোককে আপন জীবনে পূর্ণতা লাভের সুযোগ দেওয়া সমাজতন্ত্রের প্রথম কাজ হবে। এই মূল উদ্দেশ্য নিয়ে তার প্রাথমিক কার্যপদ্ধতি স্থির হবার পর, ক্রমে যতই দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হতে থাকবে, ততই দেশের সর্বসাধারণ প্রাথমিক সুযোগ লাভের ফলে দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকবে। প্রগতির পথে বাধা না থাকায় কত নব নব পন্থায় মানব জীবন উন্নত থেকে উন্নততর উপায়ে পূর্ণতা লাভ করবে তার বর্ণনা করতে গেলে কল্পনার জগৎ গড়েছি বলে উপহসিত হবার আশঙ্কা আছে। তা ছাড়া, সোশ্যালিজম সম্বন্ধে এখন মতবাদ হিসাবে আলোচনা করাও নির্বুদ্ধিতা হবে; কেননা, পৃথিবীর এক বিরাট দেশে সোশ্যালিজম এখন প্রবর্তিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করতে গেলে আগে সোভিয়েত ইউনিয়নে কি ঘটছে তার সঠিক খবর পাওয়া দরকার; তা না হলে সে আলোচনার কোনও মূল্য থাকবে না।

কেন সোশ্যালিজম চাই (অংশবিশেষ); আনুমানিক ১৯৪১

CamScanner

সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে শ্রমিক জীবন

স্পেনসার উইলিয়াম

ডনবাস কয়লাখনি শ্রমিকদের সাথে তাদের কাজের পরিবেশ সম্পর্কে কথা বলার পর আমাদের ইচ্ছা হল- এই শ্রমিকেরা কেমনভাবে থাকে তা দেখার। তাদের ঘরবাড়ি সম্পর্কেই আমরা প্রথমে জানতে চাইলাম। ডনবাস এলাকায় যা দেখেছিলাম তার মধ্যে এটাই আমাদের সবচেয়ে অবাক করেছিলো।

কয়লাখনির গ্রামগুলো মনোরম হবে এটা কেউ আশা করে না, এইসব গ্রামের ঘরবাড়ির কথা মনে হলেই একটা ছবি ভেসে ওঠে। বিবর্ণ, ঘিঞ্জি, কয়লার গুঁড়োয় ও ধোঁয়ায় ভর্তি ছোট ছোট পায়রার খোপ। এই ধরনের কয়েকটা গ্রাম আমরা দেখেছিলাম। কিন্তু তা পুরনো আমলের। কিন্তু নতুন আমলের গ্রামগুলো দেখলে সে কথা মনে আসে না। অনেকগুলো গ্রাম তো রীতিমতো মনোরম।

ডলঝাঙ্কা কয়লাখনিতে গেলে পুরনো ও নতুন আমলের গ্রামগুলির পার্থক্য সবচেয়ে বেশি করে চোখে পড়ে। এখানে পাহাড়ের মাথায় আছে বিপ্লব পূর্ব কালের গ্রামগুলো—বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট এক কামরার কুঁড়ে ঘর; বাস্তবে কিছুই নেই, আছে মাথার উপর একটা ছাদ। অন্যদিকে পাহাড়ের ঢালুতে আছে আধুনিক গ্রাম, ইঁট বা পাথরের তৈরি দুশো বাড়ি। রাস্তার দু'পাশে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো। পাহাড়ের রুক্ষতা দূর করার জন্য গাছপালা, লতাপাতা, ফুলের সমারোহ। কিছু কিছু বাড়ি আমেরিকার শহরতলীর বাড়ির সাথে তুলনা করা যায়।

এই সব গ্রামে রয়েছে শ্রমিক ক্লাব ও কারিগরী স্কুলের বিশাল দালান। একসময় এই কয়লাখনিগুলো ছিলো প্রিন্স ইউসুপোভের সম্পত্তি। সেই সময়ে পুরনো শ্রমিক বস্তিগুলো তৈরি হয়েছিল। এখন সেগুলো পরিত্যক্ত। কারণ শ্রমিকদের নতুন ঘরবাড়ি দেওয়া হয়েছে।

নতুন গ্রামগুলোর সাথে ঘরবাড়িগুলোও মানানসই। পাথরের তৈরি বড় বড় বাড়ি। তিনকামরার চারটে করে এ্যাপার্টমেন্ট। তার সাথে রান্না ঘর, বিদ্যুতের আলো এবং ঘর গরম রাখার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা।

অবিবাহিত শ্রমিকদের জন্য এ্যাপার্টমেন্ট নয়- আলাদা আলাদা ঘর। কিন্তু অন্যান্য ব্যবস্থা এ্যাপার্টমেন্টের মতোই। যে সমস্ত বাড়ি আমি দেখেছি, তা আসবাব পূর্ণ। প্রায় সব বাড়িতেই রেডিও এবং সেলাই মেশিন আছে।

CamScanner

এই সব বাড়িতে স্নানের ঘর নেই। কিন্তু প্রত্যেকটা খনিমুখে যথেষ্ট পরিমাণে স্নান করার গরম জলের ব্যবস্থা আছে। আমি দেখেছি বহু শ্রমিক এখানে স্নান করেছে। কাজের পর শ্রমিকদের চেহারাও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোন অপরিষ্কার নোংরা শ্রমিক আমি পথে ঘাটে দেখিনি।

যে সমস্ত নতুন খনি স্থাপিত হয়েছে- শ্রমিকদের পর্যাপ্ত আধুনিক বাসগৃহ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সেগুলি উজ্জ্বল উদাহরণ। এই খনিগুলি এখনও কাজ শুরু করেনি। কাজ শুরু করতে হয়তো কয়েকমাস দেরী হবে। কিন্তু প্রথমদিকে যে সমস্ত শ্রমিকরা কাজ শুরু করবে তাদের জন্য ঘরবাড়ি তৈরি সম্পূর্ণ হয়েছে।

যদিও ডনবাসের কয়লাখনি শ্রমিকদের ঘরবাড়ির এই ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির লক্ষণ- তবুও বলতে হয় অন্যান্য ব্যবস্থাও করা হয়েছে এখানে। শিক্ষাদানের প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়। প্রত্যেকটা গ্রামে স্কুল আছে। অধিকাংশই পাথরে তৈরি দোতলা বাড়ি। একাধিক শ্রেণিকক্ষ আছে সেখানে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাবর্ষ এখন সাত থেকে বাড়িয়ে দশ করা হয়েছে।

ডনবাস এলাকার অনেকগুলো শহরে উচ্চস্তরের কারিগরী বিদ্যালয় আছে। খনিতে বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্ব নিয়ে কিভাবে কাজ করতে হয় তা শেখানোই এর লক্ষ্য। অনেক ছাত্র আগ্রহ নিয়ে এখানে পড়তে আসে। এই সব বিদ্যালয়ের বিশাল বিশাল দালান। অনেক সময় শ্রমিকদের সংস্কৃতি ভবন থেকেও বড়। সমস্ত খনিতেই ক্লাব আছে। সেখানে শ্রমিকদের জন্য পাঠকক্ষ, কনসার্ট, শখের নাটকের দল ইত্যাদি আছে।

ডনবাস এলাকায় যা খুবই লক্ষনীয় তা হল নতুন তৈরি নানা আকারের পার্ক। রুক্ষ প্রকৃতির সৌন্দর্য্যায়নে এ এক চমৎকার আয়োজন। পার্কগুলো আকর্ষণীয় গাছপালা ও লতাগুল্মে ভর্তি। আরও কয়েক বছর পর এর সম্পূর্ণ মূল্য বোঝা যাবে। এর ভিতরকার রেস্তোরাঁ সবাইকে আকর্ষণ করে। দামেও সস্তা।

ডনবাস এলাকায় একাধিক হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্র আছে। আমরা ক্রাসনি লুকে একটা বিশাল পলিক্লিনিকে গিয়েছিলাম। দেখলাম বিভিন্ন রোগ ও প্রসূতির যত্নের প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই আছে। এবং সবই বিনাপয়সায়।

বিভিন্ন দোকানেও গেলাম আমরা। মস্কোর দোকানে যেমন, এখানেও তেমনি নানা জিনিসের সরবরাহ আছে। ডনবাস খনি অঞ্চলে খাদ্যের সরবরাহ খুবই ভাল। সোভিয়েত ইউনিয়নে সাধারণত যে রেশন দেওয়া হয়- এই এলাকায় দেওয়া হয় তার থেকে বেশি। মাটির নীচে যারা কাজ করেন তারা ১২৫০ গ্রাম এবং অন্যান্যরা দিনে এক কেজি করে রুটি পান।

মস্কো ডেইলি নিউজ, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৩২

লেখক প্রখ্যাত মার্কিন শিল্পপতি ও রুশ-মার্কিন চেম্বার সম্পাদক

CamScanner

জ্ঞানের জন্যে আনন্দের জন্যে মানবজীবনে যা-কিছু মূল্যবান সমস্ত তাদের দিতে চেয়েছে রাশিয়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

...যে পুরাতন ধর্মতন্ত্র এবং পুরাতন রাষ্ট্রতন্ত্র বহু শতাব্দী ধরে এদের বুদ্ধিকে অভিভূত এবং প্রাণশক্তিকে নিঃশেষপ্রায় করে দিয়েছে, এই সোভিয়েট-বিপ্লবীরা তাদের দুটোকেই দিয়েছে নির্মূল করে; এত বড়ো বন্ধনজর্জর জাতিকে এত অল্পকালে এত বড়ো মুক্তি দিয়েছে দেখে মন আনন্দিত হয়। কেননা, যে ধর্ম মূঢ়তাকে বাহন ক'রে মানুষের চিত্তের স্বাধীনতা নষ্ট করে, কোনো রাজাও তার চেয়ে আমাদের বড়ো শত্রু হতে পারে না—সে রাজা বাইরে থেকে প্রজাদের স্বাধীনতাকে যতই নিগড়বদ্ধ করুক-না। এ পর্যন্ত দেখা গেছে, যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে সে রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে। সে ধর্ম বিষকন্যার মতো; আলিঙ্গন ক'রে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ ক'রে সে মারে। শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেননা তার মার আরামের মার।

সোভিয়েটরা রুশসম্রাট-কৃত অপমান এবং আত্মকৃত অপমানের হাত থেকে এই দেশকে বাঁচিয়েছে—অন্য দেশের ধার্মিকেরা ওদের যত নিন্দাই করুক আমি নিন্দা করতে পারব না। ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো। রাশিয়ার বুকের 'পরে ধর্ম ও অত্যাচারী রাজার পাথর চাপা ছিল; দেশের উপর থেকে সেই পাথর নড়ে যাওয়ায় কী প্রকাণ্ড নিষ্কৃতি হয়েছে এখানে এলে সেটা স্বচক্ষে দেখতে পেতে।

...সোভিয়েটরা ব্যক্তিগতভাবে ধনীকে বঞ্চিত করেছে, কিন্তু যে ঐশ্বর্যে সমস্ত মানুষের চিরদিনের অধিকার—বর্বরের মতো তাকে নষ্ট হতে দেয় নি। এতদিন

যারা পরের ভোগের জন্যে জমি চাষ করে এসেছে তাদের যে কেবল জমির স্বত্ব দিয়েছে তা নয়, জ্ঞানের জন্যে আনন্দের জন্যে মানবজীবনে যা-কিছু মূল্যবান সমস্ত তাদের দিতে চেয়েছে। শুধু পেটের ভাত পশুর পক্ষে যথেষ্ট, মানুষের পক্ষে নয়—একথা তারা বুঝেছিল এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বের পক্ষে পালোয়ানির চেয়ে আর্টের অনুশীলন অনেক বড়ো এ কথা তারা স্বীকার করেছে।

এদের বিপ্লবের সময় উপরতলার অনেক জিনিস নীচে তলিয়ে গেছে এ কথা সত্য, কিন্তু টিকে রয়েছে এবং ভরে উঠেছে ম্যুজিয়ম থিয়েটর লাইব্রেরি সংগীতশালা।

("রাশিয়ার চিঠি"র অংশবিশেষ)

CamScanner

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

ভারত ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার মতই খনিজ সম্পদে পূর্ণ। ভারতের খনিজ সম্পদ ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের সীমা নেই। এখন প্রয়োজন, জাতির সর্বাধিক স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে ঐ সম্পদের প্রণালীবদ্ধ ও সুসংগঠিত ব্যবহার। পৃথিবীতে যে সকল দেশ অর্থ ও সম্পদশালী হয়েছে—তাদের সকলেই তা হতে পেরেছে শিল্পের পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বারা। এখানে একটিমাত্র দেশের দৃষ্টান্ত দেব। (প্রথম) মহাযুদ্ধের আগে রাশিয়ার অবস্থা ভারতের চেয়ে ভাল ছিল না। রাশিয়া তখন প্রধানত কৃষিনির্ভর দেশ। তার জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ প্রায় কৃষক, তাদের অবস্থা তখন অমাদের এখানকার কৃষকদের মতই শোচনীয়। রাশিয়ার শিল্প তখন পশ্চাৎপদ অবস্থায়, বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন একই রূপ; বিদ্যুতের ব্যবহার বিলাসিতার মধ্যে গণ্য। রাশিয়া তখন নিজের বিদ্যুৎ সম্পদের কথা জানে না। বিশেষজ্ঞ বা যন্ত্রবিৎ দেশে নেই। কিন্তু গত ১৬ বছরের মধ্যে মূলত অর্ধাহারী কৃষকের দেশ থেকে উপযুক্ত আহার্য ও বেশবাস সম্পন্ন শিল্প-শ্রমিকের দেশে পরিবর্তিত হয়েছে। বিপ্লবের পূর্বে কৃষিজীবী জনসাধারণ অবিরত যেখানে দারিদ্র্য, ব্যাধি এবং দুর্ভিক্ষে পীড়িত হত - সেই কঠিন সমস্যার উল্লেখযোগ্য সমাধান এখন সে করতে পেরেছে। সমগ্র সুপরিকল্পিত শিল্পায়নের দ্বারাই রাশিয়া তা ঘটাতে পেরেছে এবং সেই শিল্পায়নের পেছনে আছে সুপরিকল্পিত বিদ্যুৎ উৎপাদন। অত্যন্ত অল্পকালের মধ্যেই রাশিয়ার এই অপূর্ব অগ্রগতিকে যত্নের সঙ্গে অনুধাবন করা উচিত—সোভিয়েত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক আদর্শ যাই হোক না কেন। আমি রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দিয়েছি এই কারণে যে, (প্রথম) যুদ্ধপূর্ব রাশিয়ার অবস্থার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার সাদৃশ্য আছে এবং আমি এই দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাতে চাই, কিভাবে পরিকল্পিত শিল্পায়ন দেশের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি আনতে পারে।

সমাজতন্ত্র আধুনিক জীবনদর্শন-বিশেষ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও তার ফলস্বরূপ ধনতন্ত্রের দিন শেষ হয়ে গেছে। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের লড়াই এখন চলছে চীনে ও স্পেনে।...

CamScanner

সমাজতন্ত্রকে আমি পৃথিবীর পক্ষে মঙ্গলজনক মনে করি। মঙ্গলজনক যখন বলছি, তখন এর নীতি আমি স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ করতে গেলে ভারতীয় ইতিহাস ও অন্যান্য জিনিসের মনস্তাত্ত্বিক রূপের কথা বিবেচনা করতে হবে। স্বাধীন ভারতের সামাজিক পুনর্গঠন কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ধারাতেই হবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই।

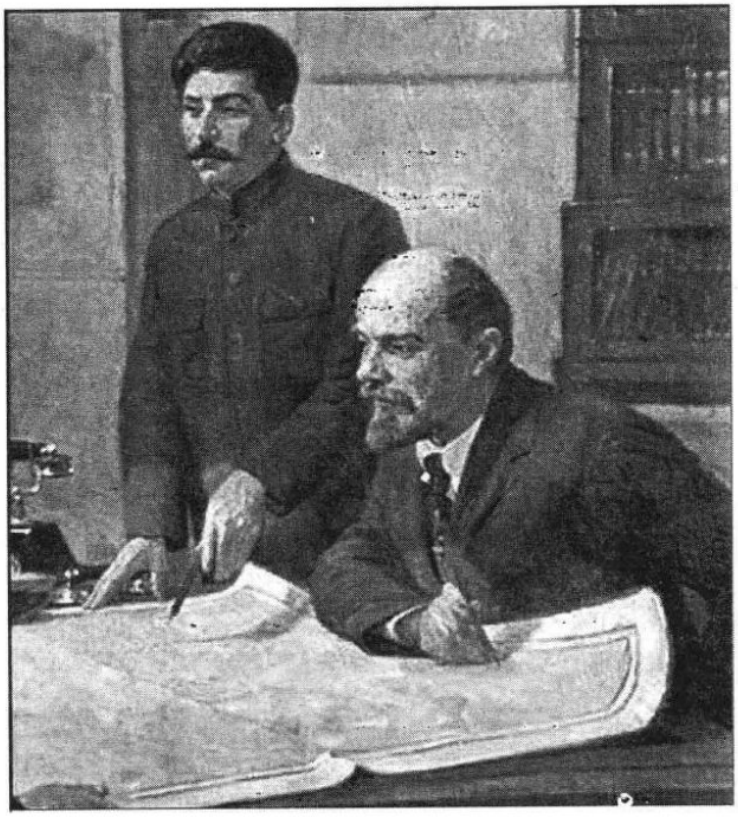

জার্মান ঘাতক বাহিনীর হাতে নিহত কমসোমল সদস্য জয়ার ডায়েরী

বাড়ি ফিরেও মনে হলো সব জিনিসে জয়ার হাতের ছোঁয়া লেগে আছে। যেমন করে জয়া সাজিয়ে রেখেছে, তেমনি করে তারা দাঁড়িয়ে আছে। তারই হাতে সাজিয়ে রেখেছে সূতীর জামাকাপড় আলনায়, খাতাপত্র টেবিলে। শীতের জন্য জানালার কাঁচে পুডিং আঁটা, লম্বা গ্লাসে রাখা শরতের শুকনো ঝরা পাতায়-ভরা একটা শাখা। ছোটখাটো সব কিছুই ওকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

দিন দশেক পরে কয়েকটি কথালেখা একখানা পোস্টকার্ড এল। "প্রিয় মা, আমি সুস্থ শরীরে বেঁচে আছি। বেশ ভালো লাগছে। আশা করি তুমিও ভালো আছ। ভালোবাসা আর আদর নিও—তোমার জয়া।"

শুরা অনেকক্ষণ ধরে পোস্টকার্ডটার দিকে তাকিয়ে রইল। বারবার যুদ্ধক্ষেত্রের পোস্ট অফিসের নম্বরটা পড়তে লাগল—যেন মুখস্ত করছে।

কেবলমাত্র বলল—"মা?"—কিন্তু এই একটি অক্ষরের মধ্যেই ওর মনের বিস্ময়, ভর্ৎসনা আর তিক্ত অভিমান প্রকাশ পেল। অহঙ্কারী আর আত্মপ্রত্যয়ী শুরা আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করল না। জয়া যে তার গোপন কথা না বলে, তাকে একবারও না জানিয়ে এমন করে চলে গেল, তাতে শুরা ভয়ানক দুঃখিত হয়েছে, ব্যথা পেয়েছে।

"তুমি যখন জুলাই মাসে চলে যাও, তখন তো জয়াকে কিছু বলে যাওনি। তোমার বলার অধিকার ছিল না, ওর বেলায় ও ঠিক তেমনি।"

শুরা আমাকে যা জবাব দিল কোনদিন ওর কাছ থেকে এ রকম কথা শুনিনি। আমি ভাবতেও পারতাম না যে শুরা এ রকম কথা বলতে পারে। " জয়া আর আমি ছিলাম এক", একটু থেমে আবার বলল,—"আমাদের দুজনের একসঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল।"

এ নিয়ে আমরা আর কিছু আলোচনা করলাম না।

আমার জীবন থেকে সবটুকু আলো চলে গিয়েছিল। অনেক রাত জেগে সৈনিকদের পোষাক তৈরি করতে করতে ভাবতাম—"কোথায় আছ এখন? কি

CamScanner

করছ? তুমি কি আমাদের কথা ভাবছ?"

একদিন একটু সময় পেয়ে টেবিলের ড্রয়ার গুছিয়ে রাখছিলাম, জয়ার খাতাপত্রগুলোয় যাতে ধূলো না জমে সেজন্য সেগুলো ড্রয়ারের মধ্যে রাখার জন্য একটু জায়গা করছিলাম। প্রথমে আমি জয়ার হাতের টানা লেখার দিস্তা দিস্তা কাগজ পেলাম। ইলিয়া মুরোমেত-এর সম্বন্ধে জয়ার রচনার খসড়া করা পাতাগুলো। আরম্ভটা এই রকম—

"রুশভূমির সীমাহীন বিস্তার। এই ভূমির শান্তিরক্ষক তিন অতিকায় প্রহরী, মাঝখানে একটি ঘোড়ার উপর বসে ইলিয়া মুরোমেত, হাতের গদা শত্রুর উপর পড়তে উদ্যত। তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার বিশ্বস্ত বন্ধুরা, চোখ মিটমিটিয়ে আলিউশা পোপোভিচ, আর রূপবান দোব্রিনিয়া।"

মনে পড়ল সেই দিনের কথা, জয়া যেদিন ইলিয়া মুরোমেত-এর সম্বন্ধে পৌরানিক কাহিনী পড়ছিল, ভাসনেৎসোভ-এর বিখ্যাত চিত্রের একটি প্রতিলিপি এনে তার দিকে তাকিয়ে ছিল অনেকক্ষণ ধরে, এই ছবিটির কথা দিয়েই জয়া তার রচনা আরম্ভ করেছিল।

আর এক পাতায় ঃ

"মানুষ তাকে ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা দিয়ে ঘিরে রেখেছিল। যুদ্ধে আহত হলে সবাই কেঁদেছিল, 'দুর্দান্ত নাস্তিক' যখন তাকে হারিয়ে দিল, রুশভূমিই তাকে দিয়েছিল শক্তি ঃ

ইলিয়া মাটিতে পড়ে যেতেই তার শক্তি তিনগুণ বেড়ে যায়।"

পরের পৃষ্ঠায় ঃ

"এখন বহু শতাব্দী পর মানুষের আকাঙ্খা আর আশা সত্যে পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশ তার সন্তানদের মধ্যে থেকেই তৈরি করেছে তার রক্ষক লালফৌজ। 'কিংবদন্তীকে সত্যে রূপায়িত করতে জন্মেছি আমরা' গানটা কিছু মিথ্যেই গাওয়া হয়নি আমার, এক অপূর্ব কাহিনীতে রূপায়িত করতে চলেছি, এককালে লোকে যেমনি করে ইলিয়া মুরোমেত-এর কাহিনী গান করতো, তেমনি গভীর ভালোবাসার সঙ্গে গাইছে আজ লোকে তাদের বীর যোদ্ধাদের সম্বন্ধেও।"

আমি জয়ার রচনা খাতার ভিতরে এই টুকরো পাতাগুলো যত্ন করে রাখতে গিয়ে দেখলাম ইলিয়া মুরোমেত সম্বন্ধে রচনাটা পরিষ্কার করে নকল করা হয়েছে আর তার পাশে ভেরা সার্জিয়েভনার পরিষ্কার হস্তাক্ষরে "একসেলেন্ট" মন্তব্য রয়েছে। সবগুলো কাগজ ড্রয়ারের ভিতরে রাখতে গিয়ে হাতে যেন এককোণায় কি একটা ঠেকল, সেটা বার করে আনলাম। একটা ছোট্ট নোটবই, খুললাম—

প্রথম পাতায় লেখকদের নাম আর তাদের বইয়ের নাম। অনেক নামের

পাশেই ঢেরাচিহ্ন বুঝিয়ে দিচ্ছে যে সেগুলো পড়া হয়েছে। তার মধ্যে আছে জুকোভ্স্কি, কারামজিন, পুশকিন, লেরমোনটোভ, তলস্তয়, ডিকেন্স, বায়রন, মলেয়ার, শেক্সপিয়ার... তারপর কতগুলো পাতায় পেন্সিলের লেখায় টানা,—অর্ধেক মোছা, প্রায় অস্পষ্ট লেখা। তারপর হঠাৎ পাওয়া গেল ছোট ছোট কালির অক্ষরে, জয়ার স্পষ্ট হাতের লেখায়,—

"মানুষের সব কিছু হবে সুন্দর—তার মুখ, তার পরিচ্ছদ, তার আত্মা এমন কি তার চিন্তাধারা পর্যন্ত (চেখভ)।"

"সাম্যবাদী হওয়ার মানে হলো নির্ভীক হওয়া, চিন্তা করতে পারা, জানবার আকাঙ্ক্ষা, আর অভিযান করা (মায়াকভস্কি)।"

পরের পাতায় পেন্সিলে হিজিবিজিকাটা ক্ষিপ্র হাতে টুকে নেওয়া একটা নোট পেলাম—"সত্যের উচ্চ আদর্শ, নৈতিক পবিত্রতা, আর গভীরতার জন্য মানুষের সংগ্রাম ব্যক্ত হয়েছে 'ওথেলো' নাটকে। ওথেলোর বিষয়বস্তু হলো উচ্চ অকৃত্রিম মানবতাবোধের অনুভূতি।"

"শেক্সপীয়ারের নাটকে নায়কের মৃত্যুতে উচ্চ নৈতিক আদর্শ জয়লাভ করে।"

ছোট্ট, নিত্যব্যবহারে সামান্য ময়লা নোটবইটার পাতা উল্টাতে উল্টাতে আমি যেন জয়ার কণ্ঠস্বর, তার সন্ধানী চোখের গভীর দৃষ্টি, সলজ্জ হাসির অনুভব করতে লাগলাম।

এই যে "আনা কারেনিনার" একটু অংশ—আনার ছেলে সেরিওঝা সম্বন্ধে ঃ

"ওর বয়স নয় বছর, শিশু মাত্র বয়সে; কিন্তু নিজের আত্মাকে জানত ও ভালোবাসত। চোখের পাতা যেমন চোখের মণিকে সযত্নে পালন করে তেমনি করে সে আত্মার সমাদর করে। ভালোবাসার সোনার চাবি ছাড়া সে আর কাউকেই সেখানে প্রবেশ করতে দেয় না।"

মনে হলো এই কথাগুলো জয়া সম্বন্ধেই যেন বলা হয়েছে। পড়তে পড়তে যেন আমি প্রতি ছত্রে তাকে দেখতে পাচ্ছি।

"মায়াকভ্স্কি মহৎ মেজাজী সরলহৃদয় আর স্পষ্টবক্তা ব্যক্তি। মায়কভ্স্কি কবিতায় নতুন জীবন সঞ্চর করেছেন। তিনি কবি-নাগরিক, কবি-বক্তা।"

"সাতিন ঃ 'শ্রম যখন মূর্তিমান আনন্দ, জীবন তখন পরম রমনীয়। শ্রম যখন কর্তব্য, জীবন তখন দাসত্বমাত্র।' 'সত্য কি? হে মানুষ—এই তোমার সত্য!' 'মিথ্যা হলো গোলাম আর মনিবদের ধর্ম... সত্যই হলো মুক্ত মানবের ভগবান। মানুষ! কি আশ্চর্য কথা—কি গরিমাময় না কথাটা—মানুষ! মানুষকে শ্রদ্ধা করতে হবে, কৃপা নয়... কৃপা হীনতা সৃষ্টি করে, তবু কিনা সম্মান করা হয়! যারা

কেবলমাত্র নিজের ভরণপোষণের কথাই সারাক্ষণ ভাবে তাদের আমি কখনোই দেখতে পারি না। এটাই তো একমাত্র কথা নয়—মানুষ তার থেকে অনেক বড়ো, মানুষের উদরের চেয়ে মানুষের আদর্শ অনেক উচ্চ।' (গর্কি—দি লোয়ার ডেপ্‌থস্)।"

পাতার পর পাতা উল্টিয়ে পড়তে লাগলাম ঃ

"মিগুয়েল দ্য সারভেনটেস ঃ সাভেদ্রা—ডন কুইক্সোট্। ডন কুইক্সোট্ হলো ইচ্ছাশক্তি, আত্মত্যাগ ও বুদ্ধির মূর্তিমান রূপ।"

"জীবনের যাত্রা পথে মানুষ যত বিস্ময় সৃষ্টি করেছে আর ভবিষ্যতেও করবে—তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো বিস্ময় আর সবথেকে নিপুণ সৃষ্টি হলো বই।" (গর্কি)।

"প্রথমবারের মতো একটি সত্যিকার ভালো বই পড়ার সঙ্গে গভীরহৃদয় পুরনো বন্ধুর সাক্ষাৎ পাওয়াকে তুলনা করা চলে। পড়া জিনিস আবার পড়া মানে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হওয়া। ভালো বই পড়ে শেষ করা মানে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়া—আবার কবে দেখা হবে কে জানে!" (চীনের প্রবাদ)।

"যে ভ্রমণ করে, সে পথের শেষে পৌঁছায়।"

"চরিত্রে, ব্যবহারে, চালচলনে, সবকিছুতে সাদাসিদা জিনিসই সবথেকে সুন্দর।" (লংফেলো)।

আবার একবার, সেই জয়ার ডায়েরী পড়ার দিনটির মতো আমার মনে হতে লাগল আমার হাতের মুঠোয় কাঁপছে আমার হৃদয়—যে হৃদয় তীব্রভাবে ভালোবাসার জন্য, বিশ্বাস করবার জন্য উন্মুখ।

সবটা বই পড়তে পড়তে, প্রত্যেকটা পাতার উপর চোখ বুলাতে বুলাতে মনে হলো জয়া আমার পাশে বসে আছে, আমরা আবার একসঙ্গে বসে কথা বলছি।

১৪ই অক্টোবর তারিখের লেখা শেষ পাতাটি—

"মস্কো কমিটির সেক্রেটারী বেশ বিনয়ী সাদাসিধা লোক। তিনি কথা বলেন সংক্ষেপে কিন্তু পরিষ্কার করে। তাঁর টেলিফোন নম্বর কে ০-২৭-০০ এক্সটেনশন ১-১৪।"

তারপর "ফাউস্ট" থেকে অনেকখানি উদ্ধৃত করা হয়েছে; ইউফোরিয়ান-এর প্রশংসামুখর সেই গানটার পুরাটাই তোলা হয়েছে—

"আমার স্লোগান এখন
যুদ্ধজয়।
ধ্বনি.....

.....হাঁ, পক্ষপুটে ভর করে—
সেখানে যাব উড়ে
যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপ দেব
রণতাণ্ডবে হব মত্ত।"

"আমি ভালোবাসি রুশভূমিকে, আমার হৃদয় বেদনায় রক্তাক্ত হয়ে ওঠে রুশভূমির জন্য (সাল্টিকোভ শ্চেড্রিন)।"

হঠাই শেষ পাতায় দুরন্ত আঘাতের মতো এল 'হ্যামলেটের' কয়েকটি কথা—

"বিদায়, বিদায়, বিদায়—ভুলোনা আমায়।"

"জয় শুরার কথা" বই-এর অংশ বিশেষ।

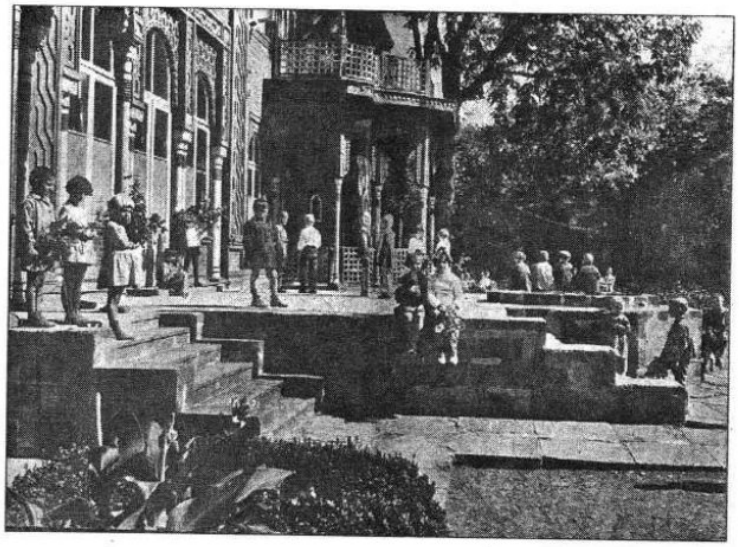

চিকিৎসকদের সন্তানরাও শ্রমিকদের সন্তানদের মত উন্নত সুযোগ সুবিধার অধিকারী হয়েছে আজ

স্যার আর্থার নিউজহোম, জন অ্যাডামস্ কিংসবারী

(ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের লোকাল গভরমেন্ট বোর্ডের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল মেডিক্যাল অফিসার স্যার আর্থার নিউজহোম ও আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক চ্যারিটিজের প্রাক্তন কমিশনার জন অ্যাডামস্ কিংসবারী ১৯৩২ সালে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া থেকে ফিরে যে রিপোর্ট পেশ করেন, সাক্ষাৎকারটি সেখান থেকে গৃহীত।)

জর্জিয়ার স্বাস্থ্য কমিশনার ডাঃ কুচেইড্জ (Kuchaidze) আমাদের জানালেন যে, রাশিয়ার অন্যান্য অংশের মত একইভাবে ঐ প্রজাতন্ত্রে চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিষেবার আয়োজন করা হয়েছে। প্রত্যেক ডাক্তারই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত হাসপাতালের সাথে যুক্ত। বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা হাসপাতালের বহির্বিভাগ, পলিক্লিনিক, কারখানা অথবা যৌথ খামারের সাথে যুক্ত।

প্রত্যেক সরকারী চিকিৎসক তার সরকারী কাজের বাইরে ব্যক্তিগতভাবে অর্থ প্রদানকারী রুগীকেও চিকিৎসা করতে পারেন। কিন্তু সরকারী চিকিৎসা পরিষেবা প্রায় সম্পূর্ণভাবে বেসরকারী চিকিৎসা পরিষেবাকে ছাপিয়ে গিয়েছে।

সমস্ত ক্ষেত্রেই শ্রমিকরাই অগ্রাধিকার পাচ্ছে। সরকারী সংস্থায় সমস্ত চিকিৎসা পরিষেবা বিনামূল্যে দেওয়া হয় কিন্তু ইচ্ছানুসারে কোন রুগী বেসরকারী চিকিৎসকদের কাছে যেতে পারে এবং ডাক্তারদের ব্যক্তিগতভাবে পারিশ্রমিক মেটাতে পারে। যদিও এরকম ঘটনা প্রায় ঘটেই না। বয়স্ক ও স্বনামধন্য চিকিৎসকগণ এখনও ব্যক্তিগতভাবে কিছু কিছু রুগী দেখেন। যদিও সরকারী কাজের সময়ের বাইরে রুগী দেখার কোন অভিযোগ সরকারী চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে নেই।

ডাঃ কুচেইড্জ পূর্বে একজন জর্জিয়ান পরিশ্রুত জল নিরাময় কেন্দ্রের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। তাই অন্যান্যদের মুখ থেকে শোনা মতামতের সাথে

সামঞ্জস্যপূর্ণ তাঁর রাশিয়ান চিকিৎসাশাস্ত্রের অতীত ও বর্তমানের তুলনা সম্পর্কিত মতামতের কথা বলা যেতে পারে।

পূর্বে গরীব মানুষদের জন্য প্রায় কোন বেসরকারী ডাক্তার ছিল না এবং রুগীদের বিপুল পরিমাণে অর্থ দিতে হত। গরীবদের জন্য হাসপাতাল খুবই অল্প সংখ্যক এবং একদমই অপর্যাপ্ত ছিল। এমনকি হাসপাতালে তারা যে চিকিৎসা পরিষেবা পেত তা ছিল মূলত সাধারণ ডাক্তারের চিকিৎসা, তাদের জর্জিয়ার উৎকৃষ্ট নিরাময় কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবা প্রাপ্তির কোন সুযোগই ছিল না। বর্তমানে ডাক্তারের সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে এবং এখনও পর্যন্ত অনেককেই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। পূর্বেকার ধনীদের জন্য প্রস্তুত হাসপাতালগুলো বর্তমানে শ্রমিকদের জন্যই ব্যবহৃত হচ্ছে এবং শয্যা সংখ্যাও অনেক বাড়ানো হয়েছে। ঐ অঞ্চলের দরিদ্রতম মানুষের প্রয়োজনে প্রত্যেক চিকিৎসা বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সহায়তা গ্রহণের সুযোগ আছে। সমস্ত জনগণই নিরাময় কেন্দ্রগুলি ব্যবহার করেন। এই হাসপাতালগুলিতে সোভিয়েত রাশিয়ার সমস্ত জায়গা থেকে রুগীরা আসে। এভাবেই চিকিৎসার দক্ষতা এবং বিশ্বজনীনতা এমন একটা ব্যবস্থা বর্তমানে প্রবর্তন করেছে যাতে আগের মত কেবলমাত্র ধনী ও কিছু ভাগ্যবান শ্রমিকের পরিবর্তে সমস্ত মানুষই উপযুক্ত পরিকাঠামো সম্পন্ন ভালো হাসপাতালে ভর্তি হতে পারে।

নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পেশাদারী অর্থোপার্জনের হাতছানি না থাকার ফলে কাজ করার উদ্যম ও ক্ষমতা কমে যাবে কিনা সেই নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। উনি বলছিলেন অক্টোবর বিপ্লবের পরে ডাক্তারদের মধ্যে বিতর্ক চলেছিল এবং অধিকাংশ ভালো ডাক্তাররা কাজের উদ্যোম কমে যাওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন। এখন উৎকৃষ্টতর চিকিৎসা কার্যের পরিকল্পনা ও তাকে কার্যকরী করার পনের বছর পরে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে সে সময়ের আশঙ্কাগুলো ভিত্তিহীন ছিল। তরুণ ডাক্তাররা সমস্ত দিক থেকে পূর্বের তুলনায় অধিক দক্ষতা ও ঐকান্তিক আগ্রহ প্রদর্শন করেছিল। তারা এখন অন্যান্য ডাক্তারদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করে এবং চরিত্রগত দিক থেকে তাদের কার্যকলাপ বিজ্ঞানভিত্তিক।

গ্রামে কর্মরত ডাক্তারদের মধ্যে সবদিক থেকেই যোগ্যতার দরকার হয়। কাজের তিন বছর পর গ্রামে কর্মরত ডাক্তারদের বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং ডাক্তারদের সন্তানরাও শ্রমিকদের সন্তানদের মত উন্নত সুযোগ সুবিধার অধিকারী হয়েছে।

অনুবাদঃ অর্পিতা মজুমদার

CamScanner

অনাহার ও বেকারত্বের ভয়াবহ ভীতি যা অন্যদেশের শ্রমিকদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, তা থেকে এদেশ সম্পূর্ণ মুক্ত

জওহরলাল নেহেরু

...পরিকল্পনার প্রথম বিপুল উদ্যোগ শুরু হল ১৯২৯ সালে। আবার চতুর্দিক ব্যাপ্ত করে দেখা দিল বিপ্লবী তেজ। আদর্শের আহ্বান জনগণের হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করল। নতুন সংগ্রামে তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করল। এই সংগ্রাম আভ্যন্তরীণ বা বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে ছিল না। এই সংগ্রাম ছিল রাশিয়ার পশ্চাদপদতার বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদের অবশেষের বিরুদ্ধে, জীবনধারণের হীন অবস্থার বিরুদ্ধে। প্রদীপ্ত উৎসাহে তারা আবার আত্মত্যাগে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেছে নিল কঠোর কঠিন তপস্বীর জীবন। আলোকোজ্জ্বল মহান ভবিষ্যতের জন্য তারা বর্তমানকে উৎসর্গ করল। এই আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের তারাই গর্বিত স্রষ্টা। এর সুফল তারাই ভোগ করবে। অতীতে বিভিন্ন জাতি, একটা মহান কর্তব্য সম্পাদনের জন্য তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করেছে। কিন্তু তারা তা করেছে একমাত্র যুদ্ধের সময়। ...সোভিয়েত রাশিয়াই ইতিহাসে প্রথম, যারা ধ্বংসের জন্য নয়, সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে পশ্চাদপদ দেশকে শিল্পোন্নত করার শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টায় সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করেছে। ...কখনও কখনও মনে হচ্ছিল এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে এবং এর সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে সোভিয়েত সরকার। এই পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন ছিল অসীম সাহস। অনেক প্রখ্যাত বলশেভিক এরকম ভেবেছিলেন, কৃষি কর্মসূচীর জন্য যে দুঃখকষ্টের সৃষ্টি হয়েছে তা বিশাল। এখন দরকার খানিকটা স্বস্তির। কিন্তু স্ট্যালিনের চিন্তা ছিল অন্যরকম। নীরবে অসীম ধৈর্য্যের সাথে তিনি এগিয়ে গেলেন। তিনি বাক্যবাগীশ ছিলেন না। জনতার সামনে কথা বলতেন কদাচিৎ। মনে হল পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যের অবশ্যম্ভাবী

পরিণতির তিনি যেন এক লৌহসদৃশ প্রতিমূর্তি। তাঁর সাহস ও প্রত্যয়ের একটা অংশ কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য ও রাশিয়ার অন্যান্য শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

...একটা জিনিস পরিষ্কার। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রাশিয়াকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে। একটা সামন্তী দেশ থেকে এ রাতারাতি অগ্রসর শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়েছে। সাংস্কৃতিক অগ্রগতি হয়েছে অভূতপূর্ব। সামাজিক পরিষেবা, সামাজিক স্বাস্থ্য-সুরক্ষা ব্যবস্থা, দুর্ঘটনা বীমা—এসব সর্বব্যাপক ও দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বিকশিত। অভাব ও দারিদ্র সত্ত্বেও অনাহার ও বেকারত্বের ভয়াবহ ভীতি যা অন্য দেশের শ্রমিকদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, তা থেকে এদেশ সম্পূর্ণ মুক্ত।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য ব্যর্থতা নিয়ে তর্ক অর্থহীন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান অবস্থাই এর উত্তর। আরও উত্তর হল এই, এই পরিকল্পনা দুনিয়ার স্বপ্নলোকে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। সবাই এখন পরিকল্পনার কথা বলে। ...সোভিয়েত দুনিয়াকে যাদু করেছে।

জওহরলাল নেহেরুর "Glimpses of world History" থেকে নেওয়া।

CamScanner

সোভিয়েত এশিয়ার নতুন সভ্যতা

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

আজকাল সকলেই সোভিয়েত রাশিয়ার কৃতিত্বের পরিচয় পাইতেছেন, চাষা ও মজুরের এই রাষ্ট্র যে ধনী ও ভদ্রলোক পরিচালিত নাৎসীরাষ্ট্রের অজেয় সৈন্যদলের বিদ্যুৎগতি যুদ্ধে ভাঙিয়া চুরমার হইবে সেই বিষয়ে পূর্বেই এ দেশের ভদ্রলোকদের মনে কোন সন্দেহের উদয় হয় নাই। কিন্তু আজ অতি আশ্চর্যের ঘটনা এই যে, চাষী ও মজুরের সৈন্যদল জার্মান বাহিনীকে তাড়াইয়া সোভিয়েত ভূমি হইতে বিতাড়িত করিয়াছে এবং জার্মানির পূর্বসীমান্তে উপনীত হইতেছে। এই অদ্ভুত ভোজবাজী কি প্রকারে সম্ভব হইল তাহাই এই দেশের প্রাজ্ঞদের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। এই দেশে ভদ্র লোকেদের মধ্যে সোভিয়েত রুশ অপ্রীতিই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।... কাজেই এই দেশের বাবুরা লেনিন ও তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম সমূহ বিষয়ে শ্রবণ করিতে নিতান্তই নারাজ ছিলেন। কিন্তু আজ সোভিয়েতের রুশ সর্বপ্রকারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় শক্তিতে মহীয়ান হইয়া জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে। আজ সর্বত্র প্রতিপক্ষ দলও এই ভেলকীবাজির ন্যায় কর্মের উৎসাহ ও প্রেরণার স্বরূপ আনিতে ব্যগ্র।

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে বলশেভিক বিপ্লব রুশ সাম্রাজের সকলকে স্বাধীন করিয়া দেয়। রুশ এশিয়ায় আর সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ নীতি নাই। সোস্যালিজম এর রাজনীতিক মূল মন্ত্রানুসারে তথায় আর শাসিত ও শোষিত হইবার কেহ নাই, কেবল উৎপাদিত দ্রব্য সমূহের বন্টন পদ্ধতি, কর্ম পদ্ধতি আছে।

জগতের সাম্রাজ্যবাদের উপর বলশেভিকরা টেক্কা দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে, সংখ্যালঘিষ্ঠ ও পূর্বেকার বিজিত জাতিদের কি প্রকারে আপনার করিতে হয়। এ ব্যতিত বিগত বৎসরে মস্কো হইতে সংবাদ আসে যে সোভিয়েত সংঘের সমস্ত রাষ্ট্রগুলি অতঃপর সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন, প্রত্যেকই যথেচ্ছভাবে কর্ম করিতে সক্ষম। পূর্বেকার সংঘ (ফেডারেশন) হইতে যাহার ইচ্ছা বাহির হইয়া যাইতে পারে। ইহা রাজনীতি বিজ্ঞানে একটি অভিনব অনুষ্ঠান। সাম্রাজ্যবাদ এত ত্যাগশীলতা, উদারতা ও মুক্তির পথ প্রদর্শন করিতে সক্ষম হয় নাই। মুক্তির পূজারী বলশেভিকরাই মুক্তির সন্ধান জগতের নির্যাতিত ও বদ্ধ জাতিদের প্রদর্শন

করিতেছে। সেই জন্যই সোভিয়েত এশিয়ায় নতুন সূর্যের আলোক প্রতিভাত হইতেছে। আমরাও বাংলার কবির কথায় এই বলিয়া শেষ করি, "দাও করতালি জয় জয় বলি, পুরিয়া অঞ্জলি কুসুম সহ ওই যে প্রাচীতে হাসিতে হাসিতে, উদয় করুণ উষার সহ।"

দৈনিক কৃষক, শারদীয় সংখ্যা, ১৯৪৩, পৃ: ৬
(লেখক প্রখ্যাত বিপ্লবী, বিবেকানন্দের অনুজ)

নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা

শিবদাস ঘোষ

লেনিনবাদকে হাতিয়ার করেই, বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণি বিপ্লব করেছে। নভেম্বর বিপ্লবের চরিত্র জাতীয় ছিল না, তার চরিত্র ছিল আন্তর্জাতিক। নভেম্বর বিপ্লব এযুগের সকল দেশের সামনেই বিপ্লবের একটা পরিপ্রেক্ষিত ও মূল নীতিকে তুলে ধরেছে। নভেম্বর বিপ্লব দেখিয়ে দিয়েছে, শ্রমিকশ্রেণি বিপ্লব করতে পারে। এই বিপ্লব নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছে যে, বিশ্বপুঁজিবাদী বিপ্লবের যুগ খতম হয়ে গিয়ে বিশ্বপুঁজিবাদ ক্ষয়িষ্ণু, ধ্বংসোন্মুখ, প্রগতিবিরোধী হয়ে পড়েছে, জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধী, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের বিরোধী হয়ে পড়েছে। তাই সমাজ প্রগতির দ্বার সে রুদ্ধ করছে। প্রযুক্তির বিকাশ ও আধুনিকীকরণ সত্ত্বেও পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় চরম সংকট দেখা দিচ্ছে, যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দূর করতে পারছে না। পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা এবং জনসাধারণের উপর দেশের ও দেশের বাইরের পুঁজিপতিদের, অর্থাৎ দু'দিকের শোষণের ফলে বর্দ্ধিত উৎপাদিকা শক্তির তুলনায় বাজারের সংকোচন ক্রমাগত উৎপাদনে সংকট ডেকে আনছে। আর এই সংকট উল্টোদিক থেকে (in the reverse order) মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে জ্ঞানবিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প-দর্শন-সাহিত্য-সংস্কৃতি-নৈতিকতার যে বিকাশ ঘটে সেই প্রক্রিয়ার উপরও প্রভাব ফেলছে, তাকে খর্ব করছে। তাহলে সমস্ত দিক থেকে পুঁজিবাদ হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু এবং প্রগতিবিরোধী। ফলে, তাকে বিপ্লবের আঘাতে হঠাতে হবে। এই বিপ্লবে অবশ্যই সর্বহারা শ্রেণি নেতৃত্ব দেবে। তাই বর্তমান আন্তর্জাতিক বিপ্লবের স্তর হচ্ছে, শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বের পিছিয়ে পড়া পুঁজিবাদী দেশগুলোতে, অর্থাৎ পুঁজিবাদী বিকাশের অর্থে যে দেশগুলো বনেদী পুঁজিবাদী দেশগুলোর থেকে পিছিয়ে আছে, যেখানে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কায়েম রয়েছে, যেখানে বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল ভূমিকা শেষ হয়ে গিয়েছে সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক চাষীর ঐক্য সাধন করে বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করতে হবে।

CamScanner

তৃতীয়ত, যেসব দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবই হয়নি, বা যেসব দেশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী উপনিবেশবিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন বা জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের স্তরে রয়েছে, সেইসব দেশেও শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমিক-চাষী এবং জাতীয় বুর্জোয়াদের কোন অংশ যদি সেই লড়াইতে আসতে চায়, আসবার মতন জায়গায় থেকে থাকে, তবে তাদের নিয়ে জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট গঠন করে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। কিন্তু, তাকে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বা সর্বহারা বিপ্লবের অংশ ভাবতে হবে এবং অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণির, সর্বহারাশ্রেণির নেতৃত্বেই সেগুলো পরিচালনা করতে হবে। এভাবে যদি কেউ না ভাবে, তবে তারা ভুল করবে এবং ভুলের মাশুল তাদের দিতে হবে এই অর্থে যে, এই বিপ্লব সফল পরিণতিতে পৌঁছুবে না। কারণ, শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে, সেই দেশের বুর্জোয়ারা তার নেতৃত্ব দখল করবে এবং সেই বুর্জোয়ারা আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ার অংশ হিসাবে বিপ্লবের পথ ও গতি রুদ্ধকরবে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আধসেঁকা রুটির মতো ও খণ্ডিতভাবে সমাপ্ত হবে। এর ফলে গণমুক্তি আসবে না, বরং পুঁজিবাদ সংহত হবে, এমনকি জাতীয় স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পরও তা বিপন্ন হওয়ার ঝুঁকি থাকবে। আজ যে নয়া উপনিবেশবাদের (neo-colonialism) কথা বলা হচ্ছে, লেনিনের সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কিত ব্যাখ্যাতেও তার স্বীকৃতি রয়েছে। তিনি নিজেই এটা বলে গেছেন। নয়া উপনিবেশবাদ শব্দটা লেনিন নিজে ব্যবহার করেছেন কি করেননি, সেটা আমার কাছে খুব বড় কথা নয়। কিন্তু, নয়া উপনিবেশবাদের মূল বৈশিষ্ট্য বা মূল কথাটা লেনিনেই পাওয়া যাবে যে, এযুগে সাম্রাজ্যবাদীরা অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব বিস্তার করার মধ্য দিয়ে পিছিয়ে-পড়া স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক এমনকি সামরিক কর্তৃত্ব পর্যন্ত কার্যত নিজেদের অধীনে এনে ফেলেছে। সাম্রাজ্যবাদ পুরনো ঢঙে থাকবে না, নতুন ঢঙে আসবে অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের মধ্য দিয়ে। তাই এযুগে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনগুলোতে শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারলে, তবেই সেগুলো সঠিক ও সফল পরিণতিতে পৌঁছবে, সেগুলোকে মূল লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া যাবে। অর্থাৎ এই সমস্ত দেশের বিপ্লবগুলোকে ক্রমে ক্রমে উত্তরণ ঘটানোর মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে নিয়ে যাওয়া যাবে, জাতীয় স্বাধীনতাও পুরোপুরি অর্জিত ও রক্ষিত হতে পারবে।

'নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা ও ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলন' পুস্তিকা থেকে গৃহিত, শিরোনাম আমাদের

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও সোভিয়েত রাশিয়া

চার্লি চ্যাপলিন

হিটলার রাশিয়া জয় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বোঝা যাচ্ছে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখা দিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও যুদ্ধে যোগ দেয়নি। কিন্তু ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় একটা স্বস্তির আবহাওয়া দেখা যাচ্ছে।...

রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে গণতন্ত্র হয় বাঁচবে না হয় মরবে। মিত্র শক্তির ভাগ্য নির্ভর করছে কম্যুনিস্টদের হাতে।...

এই মুহূর্তে রাশিয়ানরা মস্কোর বাইরে হিটলারের বাহিনীকে আটকে রেখেছে। তারা অতি দ্রুত দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার দাবি জানাচ্ছে।...

রাশিয়ানদের ভীষণভাবে সাহায্য প্রয়োজন। ওরা দ্বিতীয় ফ্রন্টের দাবি জানাচ্ছে। এখন দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা যাবে কিনা এই প্রশ্নে মিত্রশক্তির মধ্যে মতপার্থক্য আছে।

শুনতে পাচ্ছি দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার জন্য যথেষ্ট সরবরাহ নাকি মিত্রশক্তির নেই। আবার শুনতে পাচ্ছি, না যথেষ্ট সরবরাহ আছে। এও শুনতে পাচ্ছি সম্ভাব্য পরাজয়ের ঝুঁকি নিয়ে তারা দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলতে চায় না। নিশ্চিত না হয়ে, প্রস্তুত না হয়ে ওরা এই ঝুঁকি নিতে চায় না। কিন্তু পুরোপুরি প্রস্তুত ও নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত কি আমরা অপেক্ষা করতে পারি? ঝুঁকিহীন যুদ্ধের কথা কি ভাবা যায়? যুদ্ধে কোন নিরাপদ রণনীতি নেই।...

হিটলার অনেক ঝুঁকি নিয়েছে। তাঁর সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল রাশিয়া আক্রমণ।... হিটলার যদি ঝুঁকি নিতে পারে তাহলে আমরা পারব না কেন?

আমি কম্যুনিস্ট নই। আমি একজন মানুষ। আমি জানি মানুষ কিভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়। কম্যুনিস্টরা অন্যদের চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়। হাত পা হারালে আমরা যেমন কষ্ট পাই, ওরাও তেমনি কষ্ট পায়, আমরা যেমন মারা যাই, ওরাও তেমনি মারা যায়, অন্য সমস্ত মা যেরকম কম্যুনিস্ট মাও ঠিক সেইরকম। তার সন্তান আর ফিরে আসবে না এই মর্মান্তিক খবর যখন সে পায় তখন অন্য মায়েরা

CamScanner

যেমন কাঁদে কম্যুনিস্ট মাও ঠিক একই রকমভাবে কাঁদে। একথা জানার জন্য কম্যুনিস্ট হওয়ার দরকার নেই। একজন মানুষ হলেই যথেষ্ট। এই মুহূর্তে রাশিয়ার মায়েরা ক্রন্দনরত আর রাশিয়ার সন্তানেরা মৃত্যুবরণ করছে।

...কম্যুনিস্টদের প্রতি আমার কোন ঘৃণা নেই। আমি বিশ্বাস করি কম্যুনিস্টরা আমাদের জীবনধারা বাঁচিয়ে রেখেছে। তাঁরা ২৮০ ডিভিশন জার্মান সেনার মোকাবিলা করছে। আর আমরা মিত্রপক্ষ অপ্রস্তুত।

(শিরোনাম আমাদের)

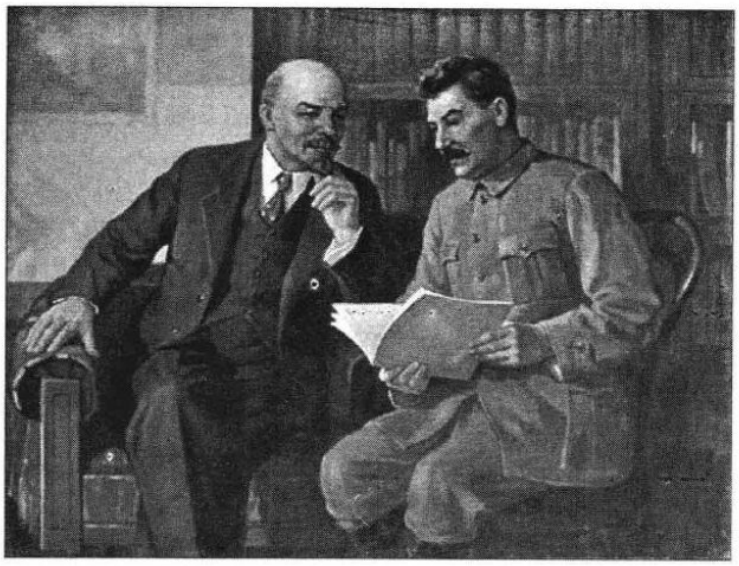

রাশিয়া

মেঘনাদ সাহা

যুদ্ধের (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) ঠিক আগে রাশিয়ার অবস্থা নানা দিক দিয়ে ভারতেরই অনুরূপ ছিল কিন্তু সেগুলির কোনই উন্নতি ঘটানো হয়নি। কৃষকেরা ছিল দেশের জনসংখ্যার ৯৪ ভাগ—নিতান্ত অনুন্নত অবস্থায় থাকার জন্য দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে তারা লাখে লাখে মরত। দেশের শিল্প, প্রধানত: ছিল বিদেশী পুঁজিবাদী ও কারিগরদের হাতে। এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য জাতীয় পুনর্গঠনের কোনো পরিকল্পনাকেই সফল করা যেত না, সে চেষ্টাকে বানচাল করে দিত কায়েমী স্বার্থ। বিপ্লবের পরে ক্ষমতায় এসে বলশেভিকরা যদি শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতাটুকু বজায় রাখতেই সচেষ্ট থাকত, পোল্যান্ড সরকার যেমন করেছিল, তাহলে এতদিনে তাদের কবরবাস ঘটে যেত। তার পরিবর্তে, ক্ষমতা পাবার পরই তারা কৃষি, শিল্প, পরিবহন, জলসম্পদ প্রভৃতি সর্ববিষয়ে জাতীয় সম্পদ উন্নয়নের পরিকল্পনা করেছিল।... তারা বুঝেছিল, এর জন্য অনেক বছরের ধৈর্য ও শ্রমসাধ্য প্রয়াসের প্রয়োজন হবে, এবং দেশ যদি নিজ সন্তানকে শিক্ষা দিয়ে তৈরি করে নিতে পারে, ও দেশের সমস্ত সম্পদ ও শক্তি যদি এই কাজে লাগানো যায়, তবেই পরিকল্পনার সাফল্য ঘটবে। পরিকল্পনার কী অপূর্ব পরিণতি ঘটেছে, তার চেহারা তো এখন বিশ্বের সামনে উন্মুক্ত।

CamScanner

পড়ন্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আসমান জমিন পার্থক্য আমি অনেকখানি প্রত্যক্ষ করেছি

শঙ্কর সাহা

১৯১৭ সালে মহান লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সংগঠিত হয়েছিল সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্বের প্রথম শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্র। মানব সমাজের ক্রম বিকাশের ধারায় একটা সমাজ ব্যবস্থা থেকে নতুন একটা সমাজ ব্যবস্থার পত্তনকে সাধারণ অর্থে বিপ্লব বলা হয়। কিন্তু, অন্য সমস্ত বিপ্লবের সাথে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটা গুণগত পার্থক্য আমরা প্রত্যক্ষ করি। কারণ এই বিপ্লবের মধ্য দিয়েই মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের চির অবসানের নতুন যুগের সূচনা হয়। উন্মোচিত হয় পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের অন্তর্বর্তীকালীন নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সিংহদুয়ার। মার্ক্স-এঙ্গেল্‌সের সুযোগ্য উত্তরসূরী মহান লেনিন এই বিপ্লব সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে মার্ক্সবাদী বিজ্ঞানের অভ্রান্ততা প্রমাণ করেছিলেন। চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যুগ যুগ ধরে শোষিত বঞ্চিত শ্রমিকশ্রেণী রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারে। প্রমাণ করেছিলেন উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কোন ব্যক্তি মালিক অপরিহার্য নয়, শ্রমিকরাই যৌথভাবে এই কাজ আরও দক্ষতার সাথে করতে পারে।

মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ও কমরেড শিবদাস ঘোষের একজন ছাত্র ও ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর একজন প্রতিনিধি হিসাবে ১৯৮৭ সালে আমার সোভিয়েত ইউনিয়নে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সুযোগ হয়েছিল আধুনিক সংশোধনবাদের আক্রমণে জর্জরিত পড়ন্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আসমান জমিন পার্থক্য প্রত্যক্ষ করার। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চেয়ে সমস্ত দিক থেকে শুধু উন্নত তাই নয়, সমাজজীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই সকল মানুষের সব রকমের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে গুণগত দিক থেকে তো বটেই উপরন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক পথের দিশারী, তা আমি অনেকখানি চাক্ষুষ করেছি।

১৯১৭ সালে বিপ্লবের পর চরম প্রতিকূল পরিস্থিতি ও সংকটের মধ্যে শুরু হয় সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কর্মকাণ্ড। বিষয়টি ছিল খুবই জটিল ও দুঃসাধ্য,

CamScanner

কারণ সেদিন রাশিয়ার সামনে কোন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদাহরণ ছিল না। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে হাতিয়ার করে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এই কাজটি শুরু করেন মহান লেনিন এবং পরবর্তীকালে তাঁর সুযোগ্য ছাত্র কমরেড স্ট্যালিন ধীরে ধীরে শিশু সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরিণত সমাজতান্ত্রিক দিকে নিয়ে যান। ১৯৩৬ সালে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার জনসাধারণের মধ্যে যে সংবিধান গৃহিত হয়েছিল তার প্রাক্কালে বিশ্বে বিভিন্ন দেশের আইনজ্ঞদের খোলাখুলি মতামত চাওয়া হয়েছিল। এই সংবিধানের মধ্য দিয়ে সর্বস্তরের জনসাধারণের ভোটের অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছিল। যদিও আমরা জানি এর বহু আগেই দেশের সমস্ত মানুষের কাজের অধিকার, অবসরের অধিকার, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের অধিকার, বৃদ্ধ বয়সে ও অসুস্থ অবস্থায় সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও চিকিৎসার অধিকারকে ১৯২৪ সালে গৃহিত সংবিধানের মধ্য দিয়ে সুনিশ্চিত করা হয়েছিল। পৃথিবীর কোন বুর্জোয়া (পুঁজিবাদী) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এর নজির পাওয়া যাবে না। সারা পৃথিবীর বুর্জোয়ারা প্রচার করে থাকে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তির স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র নেই। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। যথার্থ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র মনুষকে সমাজতন্ত্রই দিয়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়ায় কারখানার ম্যানেজার নির্বাচিত হতো শ্রমিকদের ভোটে। শুধু তাই নয়—বিচার বিভাগ, পুলিশ-মিলিটারী ও প্রশাসনের সমস্ত পদাধিকারী নির্বাচিত হতো জনসাধারণের ভোটে। জনসাধারণের অধিকার ছিল ভোটের মাধ্যমে তাদের পরিবর্তন করার, যা বুর্জোয়া গণতন্ত্রে ভাবাই যায় না।

সমাজতন্ত্র নারী ও পুরুষকে সমান অধিকার দিয়েছিল। নারীদের সমস্ত রকম সামাজিক বন্ধন ও বৈষম্য থেকে মুক্ত করেছিল। সমাজ থেকে বেকারত্ব, দারিদ্র, ক্ষুধা, শিশুশ্রম ও পতিতাবৃত্তিকে চিরতরে নির্মূল করেছিল। জন্ম দিয়েছিল এমন এক উন্নত সংস্কৃতি যার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষ ভাবতে শিখেছিল, এ সমাজে লাভ ছাড়াও কাজ করা যায়—ব্যক্তিস্বার্থ ও মুনাফাকে পরিহার করে সামাজিক স্বার্থে উৎপাদনকে পরিচালনা করা যায়। সেজন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক কর্মযজ্ঞ দেখে আমাদের দেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্ট নন এমন অনেক বুর্জোয়া মানবতাবাদী যেমন, রঁম্যা রঁল্যা, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুভাষচন্দ্র বসু, ভগৎ সিং, কাজী নজরুল ইসলাম, লোকমান্য তিলক, মেঘনাদ সাহা সহ অনেকে এর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। কমরেড স্ট্যালিন শুধু উন্নত সমাজের অগ্রদূত, সমাজতন্ত্রের প্রধান কারিগর ছিলেন না, তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বেই পৃথিবীকে হিটলারের ফ্যাসীবাদী আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছিল।

একথা দুঃখের হলেও সত্য কমরেড স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর নয়া শোধনবাদী ক্রুশ্চেভের নেতৃত্ব ক্ষমতাসীন হওয়ায় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়া

CamScanner

শোধনবাদীদের আক্রমণের মুখে পড়ে। ব্যক্তিস্বার্থকে তুচ্ছ করে সমষ্টি তথা সমাজের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে হাসিমুখে কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য জনসাধারণের চেতনার মানকে ক্রমাগত উন্নত করার যে উদ্যোগ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নেওয়া অবশ্যকরণীয় ছিল, তার পরিবর্তে বুর্জোয়া চিন্তা-ভাবনার অনুপ্রবেশের দরজাগুলি ধীরে ধীরে খুলে দেওয়া হয়। একদিকে নয়া শোধনবাদীদের দ্বারা ভিতর থেকে আক্রমণ, পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা বাইরে থেকে নানাবিধ চক্রান্ত ও অপপ্রচারের ফলে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত ক্রমাগত দুর্বল হতে থাকে এবং পরিণতিতে নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে। নয়া শোধনবাদের আক্রমণে দেশে দেশে সাম্যবাদীরা এই শিক্ষাই পেলেন যে, মার্কসবাদের সঠিক প্রয়োগে বিপ্লব যেমন সফল হয়, সভ্যতা যেমন বিকশিত হয় আবার মার্কসবাদের বেঠিক প্রয়োগে বিপ্লব বিপথে পরিচালিত হয়। এই শিক্ষাও মার্কসবাদের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করল। যদিও সারা পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষের কাছে এ এক চরম আঘাত। কিন্তু এই আঘাতে হতাশায় নিমজ্জিত না হয়ে সমজতন্ত্রের পতনের যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করে এগিয়ে যেতে হবে। কারণ এই আঘাত অবশ্যই সাময়িক। তাই আমরা দেখছি রাশিয়া সহ পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ সমাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সামিল হচ্ছে, যা অবশ্যই এক আশার আলো।

পরিশেষে যে কথাটি আমি বলতে চাই, তা হল—শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাসে জয়-পরাজয় নতুন কথা নয়। পুরনো সমাজ ব্যবস্থার গর্ভে নতুন সমাজ ব্যবস্থার আবির্ভাব বহু জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ইতিহাসের শিক্ষা হল; গোটা ইউরোপ ভূখণ্ডে দাস ব্যবস্থার অবসান স্পার্টাকাসদের দীর্ঘ চার বছরের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম পরাস্ত হলেও ব্যর্থ হয়নি। রোমান সাম্রাজ্যের মেরুদন্ড সে ভেঙে দিতে পেরেছিল। প্যারী কমিউন কি রুশ নভেম্বর বিপ্লবের সোপান তৈরির শিক্ষা বহন করেনি! ১৯০৫ সালের রাশিয়ার ব্যর্থ বিপ্লব নভেম্বর বিপ্লবের সাফল্যের সহায়ক হয়নি! দীর্ঘ বাহাত্তর-তেয়াত্তর বছর নিজের গৌরবে টিকে থাকা সোভিয়েত রাশিয়ার সংগ্রামও ব্যর্থ হবেনা। বিশ্বব্যাপী দেশে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সাম্যবাদে উত্তরণের ক্ষেত্রে তা নিশ্চয়ই আলোকবর্তিকার কাজ করবে। সমাজ প্রগতির কোন চিন্তা ইতিহাসে ধ্বংস হয়ে যায়নি। ইতিহাস বারবার এই শিক্ষা আমাদের সামনে তুলে ধরছে।

শ্রেণী সংগ্রাম তার নিজস্ব পথে এগিয়ে যাবে। সাম্যবাদ এক অনিবার্য ঘটনা। মানবজাতি তা কায়েম করতে সমর্থ হবেই, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

(লেখক AIUTUC-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও
SUCI (Communist) দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য)

CamScanner

সোভিয়েত দেশে কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থার সমাজতন্ত্রে উত্তরণ

মৃদুল দাস

আদিমযুগে প্রকৃতিজাত ফলমূল নির্ভর জীবনকে অতিক্রম করে, মৎস্যনির্ভর, মাংস ও দুধ নির্ভর জীবন যাপন শুরু করতে মানুষের বহু বছর লেগেছিল। তার পর এসেছে কৃষিকাজের দ্বারা উৎপাদিত তণ্ডুলজাতীয় শস্যনির্ভর জীবন যাপনের যুগ। তৎকালীন সময়ের উপযোগী কৃষিবিদ্যার কৃৎকৌশল রপ্ত করতে ও তণ্ডুলজাতীয় শস্যকে জীবনধারণের প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতেও মানুষের কেটে গিয়েছে বহু যুগ। এই তণ্ডুলজাতীয় খাদ্য ও শাকসবজির চাষ আসার পর মানুষ এই ধারণা লাভ করেছে যে এইভাবে চাষ করে বিপুল পরিমাণে খাদ্য উৎপাদন করা যায়। এই সময় থেকে মানবসভ্যতার ইতিহাসের পাতায় কতগুলি অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান যুক্ত হয়েছে। সেগুলি হল—

(ক) চাষের জন্য মানুষের পেশিশক্তির সাথে গৃহপালিত পশুর শক্তির ব্যবহার।

(খ) পশুশক্তিকে কাজে লাগাতে ছুঁচোলো ফলা যুক্ত লাঙল তৈরি করা। ধাতুর আবিষ্কারের পর, বিশেষ করে লোহা আবিষ্কারের পর লাঙলের উন্নত ফলা তৈরি করা। পশুশক্তির সাহায্যে লাঙল টানার ঘটনা ছিল সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এক উন্নত প্রযুক্তি।

(গ) এই সময়ই জঙ্গল হাসিল করে চাষের জমি বৃদ্ধি করার পরিস্থিতি সৃষ্টি হল এবং মাঠে চাষ শুরু হল।

(ঘ) মাঠে চাষ শুরু হওয়ার পরই একই এলাকায় দীর্ঘদিন বহু লোকের একই সঙ্গে বসবাসের পরিস্থিতি তৈরি হল। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই রকম মানবগোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছিল।

এমনই এক মানবগোষ্ঠী ছিল আমেরিকার সেনেকা-ইণ্ডিয়ানরা। রেড ইণ্ডিয়ানদের অন্যতম গোষ্ঠী ছিল এই সেনেকা-ইণ্ডিয়ানরা। তারা জানত, যে এলাকায় তারা বাস করত সেই এলাকার জমি তাদেরই। তার জন্য এতদিন কোনও দলিল দস্তাবেজের প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু একদিন তারা জানতে পারল, সেই জমি

আর তাদের নেই। কারণ, এক বৃহৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান কোনও এক আইনি-প্রক্রিয়ায় সেই জমির দখল নিতে চলেছে। সেই জবর দখলের বিরুদ্ধে সেনেকাদের লড়াইয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন আইন বিশেষজ্ঞ মানব-দরদী লুইস হেনরী মর্গ্যান। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর ওই মামলা জিতে তিনি সেনেকাদের জায়গা-জমি রক্ষা করতে পেরেছিলেন। সেনেকারাও মর্গ্যানকে গভীরভাবে ভালবেসে তাঁকে আপনজন হিসেবে গ্রহণ করে তাদের গোষ্ঠীরই একজন হিসেবে গণ্য করতে শুরু করে। মর্গ্যানের মনে তখন থেকে জেগে ওঠে আদিবাসীদের জীবনযাত্রা ও সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে তীব্র কৌতুহল। এই কৌতুহলই ধীরে ধীরে তাঁকে বিশ্বের বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সমাজ-ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণার দিকে ঠেলে দেয়। যার ফল হল — অন্যতম গবেষণালব্ধ গ্রন্থ 'এনসিয়েন্ট সোসাইটি'। সেটা ছিল ১৮৭৭ সাল।

মর্গানের এই গবেষণা মানবসমাজের বিকাশের মার্কসবাদী ধারণাকে আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে প্রভূত সাহায্য করেছিল। পরবর্তীকালে ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস তাঁর 'পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' গ্রন্থটিতে মর্গানের গবেষণালব্ধ এই জ্ঞানকে বিপুলভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন।

আধুনিক মানবসমাজের সামনে এইসব গবেষণামূলক পুস্তক পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছিল যে, গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজই বিশ্বের সর্বত্র জমি হাসিল করেছে। কোনও ব্যক্তি আলাদাভাবে তা করেনি। তাই এইসব সম্পত্তির উপর গোষ্ঠীর সকলের সমান অধিকার।

কিন্তু সমাজ বিকাশের পথেই এসেছে মানব সমাজের শ্রেণী-বিভক্তি। একদল গায়ের জোরে, লাঠির জোরে সম্পত্তির দখল নিয়েছে, সম্পত্তির উপর দখল কায়েম করতে সম্পত্তিহীন মানুষের উপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। সমাজে এসেছে শ্রেণী-বিভাগ— শোষক ও শোষিত।

কালের বিবর্তনের পথে শোষণমূলক দাস-মালিকানা প্রথা সামন্তী ব্যবস্থায় এবং সামন্তী প্রথা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু জমির উপর অধিকার প্রতিটি সমাজব্যবস্থায়ই ছিল মূলত শোষক শ্রেণীর হাতে। তাই জমির উপর যে অন্যায় দখল সমাজে একবার হয়েছিল সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনগুলির মধ্য দিয়ে শোষণের রূপ পাল্টালেও শোষণের অবসান হয়নি।

মার্কসবাদই স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে ভূ-সম্পত্তির উপর ব্যক্তি-মালিকানার অবসানের মধ্য দিয়েই একমাত্র জমির উপর উৎপাদনে শোষণের অবসান ঘটানো সম্ভব। এবং তা করা সম্ভব একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

CamScanner

সামন্তী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদের বিকাশের অন্যতম শর্ত অনুযায়ী কৃষকের হাতে জমির দাবি ছিল সেযুগের একটি গণতান্ত্রিক দাবি। জারতন্ত্রের রাশিয়ার গ্রামে জমিদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চাষির হাতে জমির সেই দাবি ১৮৫০-এর পর থেকেই জোরদার হতে শুরু করে। তার কিছুদিন পর ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে জার সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দেশে পুঁজির বিকাশের সাথে সাথে জমিদারের বিরুদ্ধে চাষিদের বিদ্রোহে শঙ্কিত জার সরকার ১৮৬১ সালে ভূমিদাস প্রথা বিলোপে আইন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ভূমিদাস প্রথা বিলোপ হলেও ভূ-স্বামীরা ঘুর পথে জমির বড় বড় অংশ চাষিদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়। ফলে জীবন ধারনের জন্য অত্যন্ত কঠোর শর্তে জমিদারের কাছ থেকে জমি ইজারা নেওয়া ছাড়া চাষির অন্য কোনও উপায় ছিল না। আবার সেই জমি চাষ করার জন্য চাষির ঘোড়া ও লাঙল না থাকায় জমিদারের কাছ থেকে তা নেওয়ার বিনিময়ে বিনা পারিশ্রমিকে জমিদারের জমির অংশবিশেষ চাষ করে দিতে চাষিরা বাধ্য থাকত। ফলে আইনত জমিদারি প্রথা বিলোপ হলেও চাষিদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি।

চাষিদের মুক্তির জন্য ১৮৮০-র দশক থেকে নারদনিকরাও গ্রামে গ্রামে চাষিদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করে। পিছিয়ে পড়া সামন্তী ব্যবস্থায় অশিক্ষার কারণে চাষিরা তাদের সব সমস্যার কারণ কী তা বুঝতে পারত না। চাষিদের এই অজ্ঞতাকে নারদনিকরা অবহেলার চোখে দেখত, তবুও চাষিদের হাতে জমির দাবিকে তারা সমর্থন করত। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব তা নারদনিকরাও ঠিক মতো বলতে পারেনি। তারা মনে করত, অত্যাচারী জার ও তার আত্মীয়-স্বজনরাই জারতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক। তাই, জার ও তার লোকজনকে কোনওভাবে হত্যা করতে পারলেই জারতন্ত্রকে উচ্ছেদ করা যাবে। এবং তা করতে গিয়ে নারদনিকদের বহু ক্ষয়ক্ষতিও স্বীকার করতে হয়েছে— যদিও তা দিয়ে জারতন্ত্র উচ্ছেদের কাজ এতটুকুও এগোয়নি।

চাষির হাতে জমিই যে চাষির মুক্তির জন্য প্রকৃত উপায় নয়, তা যে শুধু সামন্তী শোষণের পরিবর্তে পুঁজির শোষণকেই প্রতিষ্ঠিত করবে, সে সম্পর্কে মহামতি লেনিনের ধারণা ছিল খুবই স্পষ্ট। কোন পথে সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থায় উন্নীত করতে হবে তা নিয়ে লেনিনের ধারণা ছিল সমানভাবে পরিষ্কার।

রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ঠিক পরেই মে মাসে কৃষক প্রতিনিধিদের সারা রাশিয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনের খসড়া সিদ্ধান্তগুলির অন্যতম ছিল ঃ

CamScanner

(১) সমস্ত জমিদারি ভূ-সম্পত্তি , সমস্ত ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূ-সম্পত্তি, রাজ-পরিবারের সম্পত্তি বিনা ক্ষতিপূরণে জনগণের কাছে হস্তান্তর করতে হবে। (২) কৃষক প্রতিনিধি পরিষদের মাধ্যমে সংগঠিত উপায়ে স্থানীয় এলাকার জমি উদ্ধার করে বিদ্যমান সামন্তী অর্থনৈতিক শোষণ থেকে কৃষক জনসমষ্টিকে রক্ষা করতে হবে। (৩) সামগ্রিকভাবে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে দেশের সমস্ত ভূমি রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে এবং ভূমি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থানীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে ন্যস্ত করতে হবে। (৪) ভূমি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থানীয় কৃষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সংগঠিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কার্যকর করতে হবে, সংখ্যালঘিষ্ঠ ভূস্বামী বা জমিদারদের সাথে সম্পাদিত কোনও চুক্তির ভিত্তিতে নয়। (৫) জীবিকা নির্বাহের জন্য ক্ষেতমজুর ও গরিব কৃষকদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণে জমি, চাষের উপকরণ ও গবাদিপশু না থাকায় তারা ধনীচাষিদের জমিতে কাজ করতেও বাধ্য থাকত। তাই ধনীচাষিদের হাত থেকে রক্ষা করতে এদের সাধারণ কৃষকদের সোভিয়েতে অন্তর্ভুক্ত থেকে আলাদা গ্রুপে রাখার ব্যবস্থা করা হবে। (৬) কৃষি উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও গবাদিপশু— যা ছাড়া কৃষি উৎপাদন সম্ভব নয়, তা সাধারণের ব্যবহারের জন্য ভূস্বামীদের হাত থেকে দখল করতে কৃষক কমিটিগুলিতে সাহসী হতে হবে। সকল বৃহৎ জমিদারিসমূহ আদর্শ খামারে রূপান্তরিত করে, কৃষি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে এবং স্থানীয় ক্ষেতমজুর প্রতিনিধিদের সোভিয়েতসমূহের নির্দেশনা মোতাবেক সর্বোৎকৃষ্ট সরঞ্জামাদির সাহায্যে চাষাবাদ করতে হবে।

এই প্রস্তাবের বিপক্ষে তৎকালীন বুর্জোয়া সরকার ভূস্বামীদের পক্ষ অবলম্বন করে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে বলতে থাকে যে, বিনা ক্ষতিপূরণে কৃষকের কাছে জমিদারি ভূসম্পত্তি হস্তান্তর একটা অবৈধ কাজ। তারা দাবি করে, কৃষি সংক্রান্ত জটিলতাগুলি স্থানীয় পর্যায়ে চাষি এবং জমির মালিকদের নিয়ে গ্রামীণ সরবরাহ কমিটির অধীনে সালিশি সংস্থা স্থাপন করে মীমাংসা করতে হবে।

বুর্জোয়া সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে লেনিন ২২ মে, ১৯১৭ সালে কৃষি সমস্যা সম্পর্কে প্রদত্ত বক্তৃতায় বলেন — "... কোনও ব্যতিক্রম ছাড়াই সকল জমি অবশ্যই সমগ্র জনগণের সম্পত্তি হবে। ... এই কথার মানে হল, মূল্য বাবদ কিছুই পরিশোধ না করে জমিদারির ভূসম্পত্তিগুলি স্থানীয় কৃষকদের কাছে হস্তান্তরের পক্ষে আমরা বলছি, এটা বলে আমরা কোনওভাবেই ওই সব জমিদারিগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে দখলের পক্ষে বলছি না। আমরা কোনওভাবেই ওইসব জমিদারির ভূসম্পত্তি খণ্ড-বিখণ্ডে ভাগ করার কথা বলছি না। ... যে সকল কৃষক

ওই জমি একবার ফসল ফলানোর জন্য নিচ্ছেন, আমরা কোনওভাবেই ওই সমস্ত জমি ওই সকল কৃষকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে তাদের কাছে হস্তান্তরের পক্ষে নই।" ওই বক্তৃতায় লেনিন শুধুমাত্র রাশিয়ার ইউরোপীয় অংশের আদমশুমারির তথ্য দিয়ে দেখান, সেখানকার সবচেয়ে ধনী ৩০ হাজার কৃষকের দখলে রয়েছে ৭ কোটি দেসিয়াতিন (প্রায় সাড়ে ১৫ কোটি একর) জমি, অন্যদিকে এক কোটি গরীব কৃষকের হাতে রয়েছে ৭.৫ কোটি দেসিয়াতিন (সাড়ে ১৬ কোটি একরের বেশি) জমি। তিনি বলেন, জমি বন্টনে এমন অসাম্যই বাস্তবে অনায্য।

নভেম্বর বিপ্লবের সূচনার পরদিন, ৮ নভেম্বর, ১৯১৭ তারিখ রাত্রে ঘোষণা করা হয় যে, "সেই মুহূর্ত থেকে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারদের ভূ-সম্পত্তি লোপ করা হল।" এই নির্দেশনামার দ্বারা মোট ১৮ কোটির দেশিয়াতিনেরও বেশি জমি (৪০ কোটি একরেরও বেশি) পাওয়া গেল এবং কৃষকরা জমিদারের চড়া হরে খাজনা দেওয়া থেকে পরিত্রাণ পেল। নির্দেশনামা অনুযায়ী কৃষকরা জমির দখল পেলেও বাস্তবে নবজাত সোভিয়েতে কুলাকরা চাষিদের হাত থেকে জমি কেড়ে নিচ্ছিল এবং গরীব চাষি ও কুলাকদের মধ্যে দীর্ঘদিন তীব্র সংঘর্ষ চলতে থাকল।

১৯১৮ সালের জুন মাসে এক নির্দেশনামায় গরীব চাষিদের কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করা হল। এই কমিটি কুলাকদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত জমি উদ্ধার, কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টণ ও কৃষিযন্ত্র বিতরণ, কুলাকদের কাছ থেকে বাড়তি খাদ্য সংগ্রহ ও শ্রমিক কেন্দ্রগুলিতে এবং লালফৌজের জন্য খাদ্য সরবরাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯২১ সালের মধ্যে কুলাকদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে জমি উদ্ধারের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর বাড়তি খাদ্য সংগ্রহ রদ করে ফসলী-খাজনা প্রবর্তন শুরু হয়। প্রতিবছর বসন্তকালে বীজ বপনের পূর্বে কত ফসলী-খাজনা আদায় করা হবে তা কৃষকদের জানিয়ে দেওয়া হত। খাজনা হিসাবে ফসল জমা দেওয়ার পর বাকী ফসল চাষির কর্তৃত্বে পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া হত। এর ফলে চাষিরা স্বাধীনভাবে ফসল বিক্রি বা ব্যবহারের স্বাধীনতা পায়। লেনিন এই সময়ের ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে বলেন যে, এর ফলে বাণিজ্যের স্বাধীনতার দ্বারা সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় শুরুর দিকে পুঁজিবাদের খানিকটা পুনরুজ্জীবন ঘটবে।

তার পরেই সোভিয়েতে শুরু হয় নয়া অর্থনৈতিক কার্যক্রম। চাষিরা প্রথমে তাদের হাতে থাকা ফসল বিক্রির ব্যাপারে সমবায় এবং পরে চাষের জমি একত্র করে সমবায় প্রথায় চাষ শুরু করে। এই সমবায় আন্দোলন বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে সমগ্র রাশিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই সময় লেনিন দেখালেন যে, চাষিদের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যে স্বেচ্ছায় টেনে আনতে গেলে সুসংগঠিত উৎপাদক-সমবায় ব্যবস্থায় চাষিদের যুক্ত করতে হবে। এর পরবর্তী ধাপ হিসাবে

CamScanner

বৃহদায়তন যৌথ খামার গড়ে তুলতে হবে। ট্রাক্টর এবং অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি হবে এই বৃহৎ খামারের অন্যতম অঙ্গ।

কিন্তু দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামারকে বৃহৎ খামারে পরিণত করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন তখনও বহু দূর বাকী ছিল। তার ফলে কৃষি উৎপাদনে অগ্রগতির হারও খুব কম হয়। প্রতিটি চাষি তার খাদ্যের জন্য ফসল রাখার পর বিক্রির জন্য বা পণ্যীকৃত ফসলের পরিমাণ ছিল খুবই কম। তার ফলে শহরের অধিবাসী ও সৈন্যদের জন্য খাদ্য সংগ্রহের মাত্রা হ্রাস পেতে থাকে এবং শহরে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দেখা দেয়।

এই অবস্থা যে সৃষ্টি হতে পারে তা লেনিন বহুদিন আগেই বুঝেছিলেন এবং বিপ্লবের পরে পরেই বলেছিলেন —"কৃষিজোত ব্যবস্থার যদি বিকাশ ঘটাতে হয় তাহলে পরবর্তী স্তরে এর রূপান্তরের ব্যবস্থা আমাদের সুদৃঢ়ভাবে সুনিশ্চিত করতে হবে। এই পরবর্তী স্তর এমন হতে বাধ্য যে, তখন সবচাইতে কম লাভজনক ও সবচাইতে পশ্চাৎপদ ছোট ছোট পরস্পর বিচ্ছিন্ন জোতকে ক্রমে ক্রমে সংহতিবদ্ধ করে বিরাট বিরাট যৌথ খামার গঠিত হবে।" তিনি আরও বলেছিলেন — "অবশ্যই একথা মনে রাখতে হবে— যতক্ষণ আমরা ক্ষুদ্র কৃষি অর্থনীতির দেশে বাস করব, ততক্ষণ রাশিয়ায় পুঁজিবাদের নিশ্চিত ভিত্তি থাকবে, সাম্যবাদের ভিত্তি তৈরি হবে না। শহরের জীবনযাত্রার তুলনায় গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রা যদি কেউ সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে তাহলে সে দেখতে পাবে আমরা পুঁজিবাদের শিকড় উপড়ে ফেলিনি, তার ভিত্তিকে দুর্বল করতে পারিনি, আভ্যন্তরীণ শত্রুর শক্তিকে দুর্বল করতে পারিনি। এই শত্রুরা ক্ষুদ্র উৎপাদনের উপর নির্ভর করছে। একে দুর্বল করার একটাই মাত্র পথ আছে। তা হল কৃষি সহ দেশের অর্থনীতিকে নতুন ভিত্তির উপর দাঁড় করানো, আধুনিক বৃহদায়তন উৎপাদনের প্রযুক্তির ভিত্তির উপর দাঁড় করানো।"

মহান স্তালিনও মার্কসের শিক্ষাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন যে, ক্ষুদ্র জোতে পুরানো যন্ত্রপাতি নিয়ে চাষ করলে উৎপাদন বৃদ্ধি হতে পারে না। প্রতি বছর উৎপাদন বৃদ্ধি যদি না হয় অর্থাৎ 'বর্দ্ধিত-পুনরুৎপাদন' যদি না হয় এবং উৎপাদিত পণ্য যদি ব্যক্তি মালিকের হাতে থাকে তাহলে কৃষকের জীবনে সমৃদ্ধি আসতে পারে না।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ১৯২৭ সাল থেকে অতি দ্রুত তখনও পর্যন্ত টিকে থাকা ছোট ছোট কৃষি জোতগুলিকে একত্র করে যৌথ কৃষিজোত তৈরি করতে শুরু করে। বলশেভিক পার্টির পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসে স্তালিন কৃষি উৎপাদনের পশ্চাৎপদতার উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন— এই অবস্থার প্রতিকারের পথ কি? উত্তরে তিনিই বলেন —"প্রতিকারের পথ হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কৃষিজোতগুলিকে মিলিত কৃষিকর্মের ভিত্তিতে বিরাট বিরাট সংহতিবদ্ধ কৃষিজোতে রূপান্তরিত করা, নতুন ও উন্নততর উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তিতে যৌথ চাষ-ব্যবস্থা চালু করা।" তিনি আরও বললেন — "কৃষকের উপর চাপ না দিয়ে তাদের বুঝিয়ে, তাদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্পদ-প্রমাণ কৃষিজোতগুলিকে ক্রমে ক্রমে অথচ সুনিশ্চিত গতিতে বিরাট বিরাট কৃষি জোতে রূপান্তরিত করা — যে কৃষিজোতগুলি পরিচালিত হবে ঐক্যবদ্ধ, সমবায়ী ও যৌথ কৃষিকর্মের ভিত্তিতে, কৃষিযন্ত্র ও ট্রাক্টরের সাহায্যেএবং নিবিড় কর্ষণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে।"

এর পর গ্রামাঞ্চলে শোষক জমিদার-কুলাক শ্রেণীর শক্তি ও ক্ষমতা অতি দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ে। কৃষি উৎপাদন কারুর ব্যক্তিগত মুনাফার দিকে লক্ষ্য রেখে নয়, উৎপাদন হতে থাকে সমাজের জন্য। সোভিয়েত ইউনিয়নে শুরু হয় এক নতুন ধরনের কর্মোন্মাদনা। শুরু হয় আরও সুসংহত পরিকল্পনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করার জন্য 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা'।

সেই সময়ে যৌথ খামার গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে সোভিয়েতের গ্রামীণ জীবনের পরিবর্তনের উল্লেখ এমনকী জওহর লাল নেহরুর লেখাতেও পাওয়া যায়। তিনি লিখেছিলেন — "গ্রাম জীবনের প্রায় সমস্ত সমস্যারই সমাধান করে গ্রাম-সোভিয়েত। এখানকার কোনও সিদ্ধান্ত কারও পছন্দ না হলে সে উচ্চতর সোভিয়েতে আবেদন করতে পারে। গ্রাম সোভিয়েত জমির সমস্যার সমাধান করে, জমি বন্টন করে, চাষের জন্য বীজ বন্টন করে, জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনার ব্যবস্থা করে, সাধারণ নিয়মানুযায়ী কর সংগ্রহ করে, স্কুল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করে, পারস্পরিক সহায়তা দান ইত্যাদির বন্দোবস্ত করে।"

এ কথা সকলের জানা যে, রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পত্তন হলেও ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত সমূহের প্রথম অল ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেই অধিবেশনে লেনিন ও স্তালিনের প্রস্তাবক্রমে সোভিয়েত জাতিগুলির স্বেচ্ছায় এক রাষ্ট্র-সংঘে সম্মিলিত হয়ে "সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্র" বা 'ইউ এস এস আর' গঠিত হয়। এই যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমে রুশ , ট্রান্স-ককেসীয়, ইউক্রেনীয় ও বিলোরুশীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলি সম্মিলিত হয়। এর পর উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও তাজিকিস্তান স্বেচ্ছায় ইউ এস এস আর-এ মিলিত হয়। এর পরেও পর পর আরও বহু প্রজাতন্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়নে যুক্ত হয়েছিল। এর ফলে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রে দীর্ঘদিন পর্যন্ত এক একটি প্রজাতন্ত্র উন্নয়নের এক একটি স্তরে ছিল। কেউ অনেক বেশি উন্নত, কেউ বা অত্যন্ত পশ্চাদপদ।

তাই স্তালিন পার্টির কর্মীদের হুশিয়ারি দিয়ে বলেছেন— "সবাই এখন যৌথ

খামার আন্দোলনের ক্ষেত্রে সোভিয়েত সরকারের সাফল্যের কথা বলছেন। এমনকী আমাদের শত্রুরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন এই সাফল্য উল্লেখযোগ্য। ... এই সব সাফল্য পার্টিকে আশায় উদ্দীপ্ত করেছে আর নিজের উপর আস্থা রাখতে শিখিয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্যের যে জয় হবেই এই আস্থাও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে, ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য এই সাফল্য পার্টিতে এনেছে লক্ষ লক্ষ যোদ্ধাকে।

তাই পার্টির কর্তব্য হল ঃ অর্জিত সাফল্যকে সংহত করা এবং ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্য তাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করা।

কিন্তু সাফল্যের খারাপ দিকও আছে। বিশেষ করে সে সাফল্য যখন তুলনামূলকভাবে 'সহজে' আসে, বলতে গেলে 'আশাতীতভাবে' অর্জিত হয়।"

স্তালিন আরও বলেছেন— "আমাদের যৌথ খামারের নীতির সাফল্য নির্ভর করছে যৌথ খামার আন্দোলনের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চরিত্রের উপর, নির্ভর করছে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈচিত্রকে মাথায় রাখার উপর। বল প্রয়োগ করে যৌথ খামারকে কোনও মতেই প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। ... কৃষক সমাজের অধিকাংশের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সমর্থনের উপর নির্ভর করে যৌথ খামার আন্দোলনকে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে। উন্নত এলাকার যৌথ খামারের সৃষ্টির উদাহরণকে যান্ত্রিকভাবে অনুন্নত এলাকার ক্ষেত্রে কোনমতেই প্রয়োগ করা যাবে না। এ হবে নির্বোধের মতো প্রতিক্রিয়াশীল কাজ। এই ধরনের 'নীতি' এক ধাক্কায় যৌথিকরণের ধারণাকে কলঙ্কিত করবে।"

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পন্ন হওয়ায় পর সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পের সঙ্গে কৃষিতেও দৃঢ় সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর দীর্ঘ সময় ধরে সর্বস্তরে ব্যাপক আলাপ-আলোচনার পর ১৯৩৬ সালে স্তালিন রাশিয়ায় এনেছিলেন নতুন "সমাজতান্ত্রিক সংবিধান"। কোন নতুন পরিস্থিতিতে এই সমাজতান্ত্রিক সংবিধান চালু করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে ১৯২৪ এবং ১৯৩৬ সালের রাশিয়ার ভূমি ব্যবস্থা ও কৃষির তুলনা করে স্তালিন বলেছিলেন — "আমাদের কৃষির অবস্থা ছিল আরও খারাপ। এ কথা ঠিক, ইতিমধ্যেই ভূস্বামী শ্রেণীকে ধ্বংস করা হয়েছে. কিন্তু অন্যদিকে কৃষি পুঁজিপতি শ্রেণী, কুলাক শ্রেণী তখনও ছিল যথেষ্ট শক্তিধর। সব মিলিয়ে, সেই সময় কৃষি ছিল ক্ষুদ্র ব্যক্তি-কৃষি খামারের সীমাহীন সমুদ্রের মতো। এদের হাতে ছিল পিছিয়ে পড়া, মধ্যযুগীয় যন্ত্রপাতি। যৌথ কৃষি খামার ও রাষ্ট্রীয় কৃষি খামার ছিল এই সমুদ্রের মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপের মতো। সঠিকভাবে বলতে গেলে, জাতীয় অর্থনীতিতে এদের কোনও বিশেষ ভূমিকা ছিল না। যৌথ খামার আর রাষ্ট্রীয় খামার ছিল দুর্বল। অন্যদিকে কুলাকরা যথেষ্ট শক্তিশালী। সেই সময় আমরা কুলাকদের ধ্বংস করার কথা

বলতাম না, বলতাম কুলাকদের নিয়ন্ত্রণ করার কথা। ... পশ্চাৎপদ যন্ত্রপাতি ও কুলাকদের প্রবল প্রভাবাধীন ব্যক্তি-কৃষি খামারের মহাসমুদ্রের পরিবর্তে কৃষিক্ষেত্রে এখন আমাদের আছে যন্ত্রচালিত বৃহদায়তন উৎপাদন। এই ধরনের বৃহদায়তন উৎপাদন দুনিয়ার কোথাও নেই। এই উৎপাদন হল সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন সর্বব্যাপক যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামার।

দেশে বাণিজ্যের কথা ধরলে, এই ক্ষেত্র থেকে ব্যবসায়ী ও মুনাফাখোরদের পুরোপুরি ধ্বংস করা হয়েছে। সমস্ত বাণিজ্যই এখন সমবায় সমিতির ও যৌথ খামারের হাতে। নতুন ধরনের সোভিয়েত বাণিজ্য সৃষ্টি হয়েছে এবং তা বিকশিত হয়েছে। এই বাণিজ্যে কোনও মুনাফাখোর নেই, কোনও পুঁজিপতি নেই। তাই জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্ণ বিজয় হল এখন ঘটনা।"

আজ নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষে আমরা যদি আমাদের দেশ ভারতবর্ষের কৃষকদের দিকে তাকিয়ে দেখি তাহলে দেখতে পাব এখনও এদেশের বেশিরভাগ কৃষকই হল ক্ষুদ্র উৎপাদক। তারা নিজেদের সংগঠিত করার পরিবর্তে প্রত্যেকে জমির উপর বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। পশ্চাৎপদ যন্ত্রপাতিই এখনও তাদের চাষের প্রধান উপকরণ। ভূস্বামী, ব্যবসায়ী, মুনাফাখোর, সুদখোর মহাজন সহ আরও অনেকের শোষণের হাত থেকে তাদের রেহাই নেই। ভেজাল বীজ, ভেজাল সার, সার-বীজে কালোবাজারি, সেচের জন্য ব্যবহৃত ডিজেল-বিদ্যুতে মূল্যবৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা-বন্যা-ঝঞ্ঝায় ফসল নষ্ট হওয়া — এতকিছুর পর রয়েছে ফসলের দাম না পাওয়া। ঋণগ্রস্ত কৃষকদের করতে হয় আত্মহত্যা। তার পরও আমাদের কৃষকদের বোঝানো হয় আমাদের দেশের গণতন্ত্র কত মহান! আর সমাজতন্ত্র কত খারাপ!!

নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষে আমরা কি পুঁজিবাদী আর সমাজতান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থার একটু তুলনামূলক বিচার করে, যে ব্যবস্থা আপামর কৃষকের জন্য শ্রেষ্ঠ — তার শ্রেষ্ঠতা সকলের কাছে তুলে ধরতে পারি না?

তথ্যসূত্র ঃ

১) সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক) পার্টির ইতিহাস
২) এনসিয়েন্ট সোসাইটি — লুইস হেনরী মর্গ্যান
৩) লেনিনের নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ-২ — শ্রাবনী প্রকাশন, ঢাকা, বাংলাদেশ
৪) গণদাবী, ৬৯ বর্ষ ১৭ সংখ্যা
৫) 'সোভিয়েত রাশিয়া'— জওহরলাল নেহরু (প্রমিথিউসের পথে, আগষ্ট-অক্টোবর ২০১৬)
৬) জে ভি স্ট্যালিন নির্বাচিত রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড — প্রমিথিউস পাবলিশিং হাউস

CamScanner

লেনিনের গ্রন্থপাঠ

শীলা বসাক

Sir,

I beg to apply for a ticket of admission to the Reading Room of the British Musuem. I come from Russia in order to study the Land Question. I enclose the reference letter of Mr. Mitchell.

Belive me, Sir, to be.
yours faithfuly
April 21, 1902 Jacob Richter
To The Director of The British Musuem.

কৌতুহল জাগে—কে এই Jacob Richter? আর কেনই বা ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাঠক হওয়ার জন্য তাঁর এই আবেদনপত্র আমাদের নিবন্ধে এত গুরুত্ব পাচ্ছে? তিনি কি কোনো জ্ঞান পিপাসু পণ্ডিত নাকি গবেষক—যিনি Land Question নিয়ে জানতে আগ্রহী হয়ে এই আবেদনপত্র প্রেরণ করেছেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের Director-এর কাছে? এই Jacob Richter আর কেউ নন, সারা বিশ্বের সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তি পিপাসু দার্শনিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিপ্লবী ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। তাঁর সমগ্র জীবন রাশিয়া তথা সমগ্র পৃথিবীর শোষিত সর্বহারা জনগণের মুক্তির স্বপ্নে বিভোর। তাঁর বর্ণময় রাজনৈতিক জীবনের একটা অংশ কেটেছে গ্রন্থাগারে। ছেলেবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী লেনিন পারিবারিক শিক্ষার অনুকূল পরিমণ্ডলে গ্রন্থপাঠের প্রতি আকৃষ্ট হন। গ্রন্থাগারের প্রতি কখনই তাঁর মধ্যে উৎসাহের অভাব দেখা যায়নি। জীবনের উপান্তে অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তার বই পড়তে নিষেধ করে দেন। এতে তিনি মানসিকভাবে আরও দুর্বল হয়ে পড়েন। বাধ্য হয়ে ডাক্তার তাঁকে বই পড়ার অনুমতি দেন অবশেষে। বিপ্লবের প্রয়োজনে যখন যেখানে তাঁকে যেতে হয়েছে, সেইখানেই তিনি বিপ্লবের প্রয়োজনেই লাইব্রেরীর সদস্য বা পাঠক হয়েছেন। যেমন ১৯০২ সালে তিনি যান ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। যেখানে তিনি ভূমি ও কৃষক সমস্যা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গবেষণামূলক অধ্যয়ন করেন। এখানে বসেই তিনি রচনা করেন "To The

Rural Poor" শীর্ষক ঐতিহাসিক পুস্তিকা। জীবনে মাত্র একবার তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আসেননি, এসেছিলেন বহুবার। পুনরায় আসেন ১৯০৮ সালে দর্শন, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করতে। আবার ১৯১১ সালে লন্ডনে থাকা কালীন তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পড়তে আসতেন। এই গ্রন্থাগারটি সম্পর্কে লেনিনের সপ্রশংস মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন বেগোচেভ তাঁর "লেনিন: ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাঠক" প্রবন্ধে।

"প্রতিটি ভাষায় আমার ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের চাহিদা মেটাতে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের চাইতে আর কোনো ভালো গ্রন্থাগারের কথা আমার মাথায় আসেনা।" এই গ্রন্থাগারের সমৃদ্ধ রেফারেন্স বিভাগ লেনিনকে মুগ্ধ করেছিল। এছাড়াও গ্রন্থাগার কর্মীদের সহযোগিতা, Reading Room-এ প্রত্যেকের জন্য আলাদা টেবিলের ব্যবস্থা, ফটোকপি করার উন্নত ব্যবস্থা, রিপ্রোগ্রাফিক সেকশন লেনিনকে অনুপ্রাণিত করেছিল রুশ দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর রাশিয়ায় তিনি 'প্রাভদা'র একসেট ফটোকপি করার কথা ভাবেন। অনাবশ্যক শরীরী সঞ্চলন কমিয়ে যাতে ব্যক্তির সময় বাঁচানো যায় এবং কর্মসম্পাদনে উৎকর্ষতা বাড়ানো যায়—Motion study-র অন্তর্গত এই বিষয়টি নিয়ে গিলবার্থের লেখা "Motion study as an increase of National Weath" পাঠ করে অভিভূত লেনিন ক্রেমলিনে তাঁর পাঠ কক্ষে এই ব্যবস্থা করেছিলেন—পড়ার টেবিলের পাশে চারটি অভিধানের শেলফ্ রেখে- যা প্রয়োজন মত ঘুরিয়ে নেওয়া যায়। পরবর্তীকালে গ্রন্থাগারেও যাতে Motion study প্রয়োগ করে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়, সে বিষয়েও তাঁর নজর ছিল।

লেনিনের জেনিভা সম্পর্কে দুর্বলতা ছিল। যখনই তিনি জেনিভায় গেছেন, ব্যবহার করেছেন জেনিভার সোসাইটি ডি লেকচার গ্রন্থাগার। ১৯০৪ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত সদস্য হিসেবে এই গ্রন্থাগারে ধারাবাহিকভাবে পড়াশোনা চালিয়ে যান। ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে বিপ্লবের কাজে রাশিয়াতে চলে যান। কিন্তু বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ায় রাশিয়ায় মার্ক্সবাদ বিরোধী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেলে লেনিনকে আবার জেনিভার সোসাইটি ডি লেকচার গ্রন্থাগারে দর্শন বিষয়ক গ্রন্থের প্রয়োজনে ফিরে আসতে হয়েছিল। এই গ্রন্থাগারের পরিষেবা কর্মী ও পাঠকদের মধ্যে পাঠের সুস্থ পরিবেশ লেনিনের মনে গভীর রেখাপাত করে। এরপর তাঁকে প্যারিসে যেতে হলেও আজীবন এই গ্রন্থাগারকে তিনি ভুলতে পারেননি। এই গ্রন্থাগার ছাড়ার সময় তিনি গ্রন্থাগারের সভাপতিকে যে পত্র লেখেন তাতে তাঁর এই মনোভাব ধরা পড়েছে।

CamScanner

জেনিভার সোসাইটি ডি লেকচার গ্রন্থাগার ছাড়াও কুকলিন নামক এক ব্যক্তির এক গ্রন্থাগারের সন্ধান পান লেনিন। রুশিয়ান সোশাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির সদস্যরা এবং ম্যাক্সিম গোর্কিও এই গ্রন্থাগারে যাতায়াত করতেন। কুকলিন মারা যাবার আগে এটি পার্টির নামে উইল করে দেন। ১৯০৭ সাল থেকে এটি পার্টির নিয়ন্ত্রণে এনে লেনিন এই গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য সংবাদপত্রে খোলা চিঠি পাঠানোর কথা গোর্কির স্ত্রী ফিয়োদোরভনাকে বলেছিলেন। এবং তিনি নিজে ৩৪০টি গ্রন্থ এখানে দান করেন। ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে বিপ্লবের কাজে রাশিয়াতে চলে যান।

তিনি যে কেবল গ্রন্থ পাঠের উদ্দেশ্যেই দেশ-বিদেশের গ্রন্থাগারে গেছেন তা নয়। পাশাপাশি গ্রন্থাগার সম্পর্কিত কাজকর্ম গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন, যা পরবর্তিকালে রুশ দেশে উন্নত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করেছিল। এই উদ্দ্যেশ্য সুইজারল্যান্ডের বার্ন শহরে বার্ন স্টেট লাইব্রেরী, জুরিখের ক্যানটোনাল লাইব্রেরীতে তিনি গেছেন এবং সেখানকার পরিবেশ তাকে মোহিত করেছিল।

লেনিনকে এরকম বহুবার অনেকের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে হয়েছিল। কারাবাস ও নির্বাসনে থাকাকালীন তিনি প্রচুর বইপত্র পাঠ করেছিলেন। ইউদিন নামক এক ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছিলেন। ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর - অক্টোবর মাসে শেষবারের মত তিনি আত্মগোপন করেছিলেন, উঠেছিলেন মারগারিতা ফোফানোভার ফ্ল্যাটে। ফোফানোভার গ্রন্থাগারে ছিল প্রাণী বিজ্ঞানের উপর অমূল্য সম্পদ। এখানেই তিনি Nature's Spongers অর্থাৎ 'প্রকৃতিকে দুয়ে খাচ্ছে যারা' ও আরও কিছু বইয়ের সন্ধান পান, যা পরবর্তীকালে বিপ্লবের পরে দেশ গঠনের কাজে তিনি লাগিয়েছিলেন।

১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে একটি কংগ্রেসে এসে লেনিন রয়াল লাইব্রেরীতে যান। কৃষি বিষয়ক গবেষণার জন্য তিনি এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছিলেন। রয়াল লাইব্রেরী'র কাজকর্ম, শান্ত পরিবেশ ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা লেনিনের ভালো লেগেছিল।

বিশ্বের নামকরা তাবড় তাবড় গ্রন্থাগারে লেনিন জীবনের বিভিন্ন সময়ে গিয়েছেন গ্রন্থ পাঠের উদ্দেশ্য নিয়ে। বেশিরভাগ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনা তাঁকে মুগ্ধ করলেও প্যারিসের 'বিবলিওথেক ন্যাশানাল' গ্রন্থাগার তাঁকে হতাশ করেছিল। ১৯০৮ সালের ডিসেম্বর মাস, রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণে সস্ত্রীক লেনিনকে প্যারিসে থাকতে হয়েছিল। সেখানে তিনি 'বিবলিওথেক ন্যাশানাল'-এর সদস্যপদ নিলেন। সেখানে দুপুরে খাওয়ার সময় লাইব্রেরী বন্ধ রাখা হত।

CamScanner

বই দেওয়া-নেওয়ার পদ্ধতিটিও ছিল জটিল। প্যারিসের ভাড়াটিয়া হওয়ার সুবাদে বাড়িওয়ালার সুপারিশ ছাড়া তিনি বই আনতে পারতেন না। এদিকে বাড়িওয়ালাও লেনিনের আর্থিক অবস্থার প্রতি আস্থা রাখতে পারেননি। তাছাড়া ভাড়া বাড়ি থেকে গ্রন্থাগার অনেক দূরে হওয়ায় নিদারুণ আর্থিক সংকটেও যাতায়াতের জন্য একটি সাইকেল কেনা হল, সেটিও গ্রন্থাগার থেকে খোয়া যায়। মোটকথা প্যারিসে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তাঁকে সবচাইতে বিরক্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

ভ্লাদিমির ইলিচ যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই তিনি গ্রন্থাগারের সদস্য হয়েছেন। একজন বিপ্লবী নেতা ছিলেন বলেই জ্ঞানের প্রতি অসীম তৃষ্ণা ছিল তাঁর। তবে নিছক জ্ঞানচর্চা নয়, সেই জ্ঞানকে তিনি প্রয়োগ করেছিলেন সারা বিশ্বের শোষিত সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তির প্রশ্নে, তাঁর স্বপ্নের ভূমি রাশিয়ার উন্নতিকল্পে। ভাবতে অবাক লাগে যেখানে আমাদের দেশে তথা বিশ্বের তথাকথিত রাজনৈতিক পেশাদারি ব্যক্তিবর্গ জ্ঞান সংগ্রহ নয়, আখের গোছানোয় ব্যাপ্ত, সেখানে সর্বহারার মহান নেতা ও পৃথিবীর বুকে প্রথম শ্রমিক শ্রেণীর রাষ্ট্রের স্রষ্টা লেনিন বিপ্লবের কাজের পাশাপাশি ভবিষ্যত সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের মানুষের সার্বিক বিকাশ ও উন্নতির স্বার্থে নির্বাসনে, আত্মগোপনে জ্ঞানচর্চা অব্যাহত রেখে গেছেন। নভেম্বর বিপ্লবের জনক লেনিনকে নভেম্বর বিপ্লবের শতবর্ষে রইল বিপ্লবী রক্তিম অভিনন্দন।

তথ্যসূত্র ঃ লেনিনের গ্রন্থাগার ভাবনা ও অধ্যয়ন— প্রদোষ কুমার বাগচী।

CamScanner

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশে খেলাধূলার ভূমিকা

ভিক্টর জিলবারম্যান

মার্কস ও এঙ্গেলস (Folsom 1957) জোর দিয়েছিলেন যে, 'শিক্ষা মানসিক, শারীরিক (জিমন্যাস্টিক ও সামরিক প্রশিক্ষণ) এবং প্রযুক্তিগত (শিশুদের উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচয় করানো) হওয়া উচিত। তাদের শিক্ষাগত দর্শনের ভিত্তি ছিল ফওরিয়ের (Fourier) এবং ওয়েন (Owen)-এর শারীরিক ও মানসিক প্রবণতার সমন্বয়পূর্ণ বিকাশ সংক্রান্ত রচনা। করোলেভের (১৯৬০) মতে ফওরিয়ের ও ওয়েন যুক্তি দিয়েছিলেন যে 'মানুষের নিজের সক্ষমতা বিভিন্ন ব্যবহারিক কার্য্যের মাধ্যমে সবদিক দিয়ে বিকশিত করা উচিত এবং কর্মের বিভাজনের ফলে যে আকর্ষণ হারিয়ে গিয়েছিল তা পুনরায় অর্জন করা উচিত।' এই বিষয়টি পরবর্তীকালে মার্ক্স বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। করোলেভের মতে মার্ক্স 'সামাজিক উৎপাদনের বাস্তব ও সার্বজনীন নিয়মকে আবিষ্কার ও সূত্রায়িত করে একটি বৃহৎ কর্মসাধন করেছিলেন, যা শ্রমের পরিবর্তন এবং ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ দাবী করেছিল। বৃহদায়তন শিল্পের শুধুমাত্র চাহিদা হল একটি অসম্পূর্ণ শ্রমিক, একটি বিশেষ সামাজিক কার্য্যের সাধারণ মানের শ্রমিক। এই শ্রমিকদের, একটি সর্বাঙ্গীনভাবে বিকশিত, বিভিন্ন সামাজিক অত্যাবশ্যক কার্য্যকলাপের ধারাবাহিক প্রতিনিধিত্ব করা, ব্যক্তির দ্বারা প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন।

মার্ক্সবাদ অনুযায়ী যথাযথভাবে 'ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ' বলতে কি বোঝায়? এর বিভিন্ন উত্তর থাকলেও করোলেভের ব্যাখ্যা এর মূল বিষয়গুলি স্পর্শ করে— এর অর্থ ব্যক্তিকে এমনভাবে পরিবর্তিত করা যে, মানসিক ও দৈহিক উভয় কার্য্য করবে, ভাবগত ও বস্তুগত মূল্য উৎপাদন করবে, দৈহিক ও ভাবগত সমন্বয়ে বিকশিত হবে, জনগণের কার্য্যক্রমে সক্রিয় থাকবে। এর অর্থ হল সুউচ্চ নৈতিক আদর্শ, নান্দনিক স্বাদ এবং বৈচিত্রময় বস্তুগত ও ভাবগত চাহিদাকে আত্মস্থ করা। এটি একটি ব্যক্তির প্রশিক্ষণ যে নিজেকে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত এবং

CamScanner

নীতিগতভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ওয়াকিবহাল করাবে, যে আধুনিক বিজ্ঞানের মৌলিক নীতিগুলি আয়ত্ত করেছে এবং সে সমাজের এবং নিজের আগ্রহের কারণে, নিজের জীবিকা পরিবর্তন করতে প্রস্তুত।

অন্য কথায় শিক্ষার দৈহিক, নৈতিক, নান্দনিক, জ্ঞানমূলক দৃষ্টিভঙ্গী একে অপরের পরিপূরক যা সাম্যবাদী সমাজের একটি সুযোগ্য নাগরিকের বেড়ে ওঠা ও সাধারণ লক্ষ্য পূরণের দ্বারা প্রকাশ পাবে। সেই কারণে সাম্যবাদী দল সমস্ত ক্রীড়া আঙ্গিক এবং দৈহিক প্রশিক্ষণকে উৎসাহিত করে। (Soviet sports questions and answers 1974)

গুণমান নির্ধারণ প্রক্রিয়া (Rating System)

সোভিয়েত শরীরশিক্ষার এবং ক্রীড়ার বেশিরভাগ রেটিং সিস্টেম অল ইউনিয়ন স্পোর্টস ক্লাসিফিকেশন এবং GTO-র (সর্বদা শ্রম দিতে ও প্রতিরক্ষায় প্রস্তুত) উপর নির্ধারিত হয়, যা ক্রীড়ায় কর্তৃত্ব করা এবং ক্রীড়া আন্দোলনের সবক্ষেত্রে সার্বজনীন অংশগ্রহণ সহজতর করেছিল। অল ইউনিয়ন স্পোর্টস ক্লাসিফিকেশন একটি নিয়ম এবং প্রয়োজন ভিত্তিক প্রক্রিয়া যা অনুযায়ী বিভিন্ন ক্রীড়ায় ক্রীড়াবিদকে পদমর্যাদা খেতাব ও পুরষ্কার প্রদান করা হয়। এটি ৫৬টি ক্রীড়াকে আবৃত করে আছে এবং প্রতিটি অলিম্পিকের পরে চার বৎসর অন্তর এর আধুনিকীকরণ করা হয়।

১৯৭৭ - ৮০ সালের শ্রেণীবিন্যাসে অন্তর্ভুক্ত ছিলো—

১. জুনিয়র — তৃতীয়, দ্বিতীয়, প্রথম স্তর

২. সিনিয়র — তৃতীয়, দ্বিতীয়, প্রথম স্তর, ক্রীড়ায় স্নাতকোত্তর সদস্য USSR-এর অন্তর্জাতিক শ্রেণীর ক্রীড়ায় স্নাতকোত্তর সদস্য, দাবা ও চেকারের গ্র্যান্ড মাস্টার ইত্যাদি।

GTO প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হল সোভিয়েত জনগণের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ক্রীড়াকে সংযুক্ত করা, যার ফলে সামরিক প্রস্তুতি আরো উন্নত হবে। GTO প্রক্রিয়ার বিস্তার ছিল ১০ থেকে ৬০ বৎসরের মধ্যে। এদের ৫টি গ্রুপে সংগঠিত করা হয়েছিল।

১. প্রথম — সাহসী ও দক্ষ (নারী - পুরুষ, ১০ - ১৩ বৎসর)

২. দ্বিতীয় — উদীয়মান প্রজন্ম (নারী - পুরুষ, ১৪ - ১৫ বৎসর)

৩. তৃতীয় — শক্তিশালী ও নির্ভিক (নারী - পুরুষ, ১৬ - ১৮ বৎসর)

৪. চতুর্থ — দৈহিক উৎকর্ষ (নারী- ১৯ - ৩৪/পুরুষ- ১৯ - ৩৯)

৫. পঞ্চম — বলিষ্ঠতা ও স্বাস্থ্য (নারী- ৩৫ - ৫৫/পুরুষ- ৪০ - ৬০)

CamScanner

GTO এবং অল ইউনিয়ন স্পোর্টস ক্লাসিফিকেশনের মূল লক্ষ্য একই যে, ক্রীড়া আন্দোলনে সার্বজনীন অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা কিন্তু এরা আবার অন্য দিকে পৃথক। GTO নিয়োজিত ক্রীড়ায় সার্বজনীন অংশগ্রহণ তরান্বিত করা, সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে ক্রীড়া সরঞ্জাম যোগান দেওয়া, এর সঙ্গে শহরে ও গ্রামে সামরিক ও সাধারণের শারীরিক প্রশিক্ষণ কার্য্যক্রম তৈরি করা। অন্যদিকে অল ইউনিয়ন স্পোর্টস ক্লাসিফিকেশনের মূল উদ্দেশ্য হল সোভিয়েত ক্রীড়াবিদদের সোভিয়েত এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলিতে মানোন্নয়ন ঘটানো।

কানাডা ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশগুলি যেমন সুইডেনে যোগ্যতা কার্য্যক্রমগুলির মূল লক্ষ্য হল সক্ষম হওয়া, ওজন কমানো ইত্যাদি। তাদের যোগ্যতা অর্জনের পরীক্ষা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে করা হত না। রাশিয়াতে যোগ্যতার অর্থ ভিন্ন। GTO-এর রেটিং সিস্টেম একটি যোগ্যতা কার্যক্রম যা জনগণকে নিজের দৈহিক সক্ষমতা ও স্বাস্থ্য উন্নত করতে সাহায্য করে। সোভিয়েত শিক্ষাবিদরা GTO-কে এভাবেই উপস্থাপন করে। GTO পরীক্ষার দুটি পর্যায় আছে, এই পর্যায়গুলির চাহিদা পূরণ করতে পারলে তবেই বয়স ভিত্তিক GTO ব্যাজ পাওয়া যাবে।

প্রথম পর্যায়টি হল সবচেয়ে কঠিন ও তাৎপর্য্যপূর্ণ, এতে বিভিন্ন ক্রীড়ার পয়েন্ট সিস্টেম পরীক্ষা হয়। একটি ব্যক্তির দৌড়, লঙ জাম্প, হাই জাম্প, সাঁতার, সট পাট ইত্যাদি বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়। দ্বিতীয় পর্যায়টি শিক্ষা সংক্রান্ত, এখানে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, জন প্রতিরক্ষা এবং সোভিয়েতের শরীর শিক্ষা প্রক্রিয়ার সাংগঠনিক বিষয়গুলি আছে। শিক্ষাগত ও ব্যবহারিক পরীক্ষাগুলিতে প্রাপ্ত পয়েন্টের ভিত্তিতে GTO ব্যাজ দেওয়া হয়।

পাঠ্যক্রমে শারীরশিক্ষা

শিক্ষামন্ত্রণালয়, দৈহিক-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সমিতি, কমসোমলের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এই পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করে এবং সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে শারীরশিক্ষার পাঠ্যক্রম সংগঠিত করে। এই ধরনের কার্য্যক্রমে অঙ্গসঞ্চলন দক্ষতা (motor skill) বিকাশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়, যা তাদের দৈনন্দিন জীবনেও সাহায্য করে, যোগ্যতা বাড়াতে উৎসাহিত করে, ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করতে, ক্রীড়ায় কৃতিত্বের স্তরকে উন্নত করতে, সাম্যবাদী আদর্শের নৈতিক ও নান্দনিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে এবং ১০ বছরের উর্দ্ধের শিক্ষার্থীদের GTO পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে।

CamScanner

গ্রেড-১ থেকে শিক্ষার্থীরা শারীরশিক্ষার জন্য তাদের স্বাস্থ্য ও দৈহিক সক্ষমতা অনুযায়ী তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়—

১. প্রাথমিক বিভাগ (Basic group)— সব স্বাস্থ্যবান শিক্ষার্থী যারা স্বাভাবিক ও স্বাভাবিকের বেশি অঙ্গসঞ্চলন দক্ষতা প্রদর্শন করে।
২. প্রস্তুতি বিভাগ (Preparatory group)— যে সব শিক্ষার্থীদের দৈহিক অবস্থা ভাল নয়, স্থূল বা দৈহিকভাবে বেশি বিকশিত।
৩. বিশেষ বিভাগ (Special group)— যারা দৈহিকভাবে অক্ষম।

এই রচনায় লেখক শুধুমাত্র যে সব শিক্ষার্থীরা দৈহিকভাবে সক্ষম তাদের শারীরশিক্ষা কার্য্যক্রমের উপরেই আলোকপাত করেছেন।

শারীরশিক্ষা বিদ্যালয়গুলিতে বিভিন্নভাবে দেওয়া হয়— সাধারণ পাঠ্যক্রম অনুযায়ী নিয়মিত শ্রেণী, বিদ্যালয়ে থাকাকালীন বিনোদনমূলক কার্য, যা বিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত এবং বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে ক্রীড়া বিষয়ক এবং বিশেষ অনুষ্ঠান যাতে শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করে।

শারীরশিক্ষা অনুশীলনী প্রতিটি বিদ্যালয়ের গ্রেডের দৈহিক-সাংস্কৃতিক চাহিদাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই পাঠ্যক্রমে আবশ্যিক এবং পরবর্তী গ্রেডে ঐচ্ছিকভাবে শারীরশিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত বিষয়টি নির্ভর করছে শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিদ্যালয়ের ভৌগোলিক অবস্থান, উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা ও সরঞ্জামের প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর। ঐচ্ছিক বিষয়টি প্রথম থেকে চতুর্থ গ্রেডগুলিতে দেওয়া হয়না। উঁচু গ্রেডে ঐচ্ছিক বিষয় শারীরশিক্ষার ১০ শতাংশ শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত করে (Schneidman, 1978)

সারণী-১: সাধারণ বিদ্যালয়ে শারীরশিক্ষায় নিয়োজিত সময়ের শতকরা হার—

বয়স	জিমন্যাস্টিক %	খেলা (Game) %	ক্রীড়া (Sports) %	হাঁটা (Hiking) %	মোট
৮-৯	৪০	৫০	৫	৫	১০০
১০-১১	৪০	৪০	১০	১০	১০০
১২-১৩	৩০	৩৫	২০	১৫	১০০
১৪-১৫	৩০	২৫	২৫	২০	১০০
১৬-১৭	২০	২৫	৩৫	২০	১০০

(Kukushkin, 1975)

১ নং সারণীতে দেখানো হয়েছে যে বিভিন্ন বয়সের ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন

কার্য্যকলাপের নিয়োজিত সময়ের শতকরা হার। এখানে জিমন্যাস্টিকের অর্থ সাধারণ ব্যায়াম যা বিভিন্ন ক্রীড়ায় ব্যবহার করা হয়, যেমন জগিং, ওয়ার্ম-আপ ইত্যাদি। খেলা (Game) হল বাস্কেটবল, ভলিবল, ফুটবল ইত্যাদি। ক্রীড়া (Sports) হল দৌড়, সাঁতার, হাঁটা ইত্যাদি।

পাঠ্যক্রমের মধ্যে বিভিন্ন কার্য্যের সময় নির্ধারণের জন্য শিশুদের শারীরবৃত্তির বা শারীরবৃত্তির বিভেদের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। যেমন, সারণী ১ অনুযায়ী শারীরশিক্ষা শ্রেণীতে ৮-৯ বছরের (গ্রেড- ২,৩) শিশুদের শ্রেণীর অর্ধেক (৫০ শতাংশ) সময় খেলার জন্য ব্যয়িত হয়। কারণ এই বয়সী শিশুরা দীর্ঘকালীন ক্রীড়া-কৌশল প্রদর্শনে মনসংযোগ করতে পারে না। সেই জন্য তাদের খেলার মাধ্যমে অঙ্গসঞ্চলন দক্ষতার শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বয়সের শিশুদের শারীরশিক্ষার বেশিরভাগ সময় খেলা (৫০ শতাংশ), জিমন্যাস্টিককে (৪০ শতাংশ) ব্যয়িত হয় কিন্তু শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে এই অনুপাত কমে যায়। বিদ্যালয়ের সর্বশেষ গ্রেডে শিক্ষকরা বিভিন্ন ক্রীড়া শিক্ষার উপর মনসংযোগ করেন। যাই হোক খেলা শারীরশিক্ষা কার্য্যক্রমের একটি প্রয়োজনীয় অংশ। দেখা যায় ১৬ - ১৭ বছর বয়সেও (গ্রেড- ৮) খেলার সময়সূচী সাধারণ বিদ্যালয়ে শারীরশিক্ষা পাঠ্যক্রমে ২৫ শতাংশ রাখা হয়। শিশুরা তাদের জীবনের ১০ বছর সাধারণ বিদ্যালয়ে অতিবাহিত করে তাই এটা বোঝাই যাচ্ছে যে শারীরশিক্ষা শিশুদের বিকাশকে এবং পরবর্তীকালে ক্রীড়াক্ষেত্রে অংশগ্রহণকে প্রভাবিত করে। শারীরশিক্ষা প্রথম থেকে দশম গ্রেড পর্যন্ত আবশ্যিক বিষয়। শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে প্রতি সপ্তাহে দুটি ৪৫ মিনিটের পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই ১০ বছরে ভাষা এবং অঙ্কের পরে শারীরশিক্ষার জন্য পাঠ্যক্রমের সর্বাধিক সময় ব্যয়িত হয়। এর দ্বারা শারীরশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়।

অনেক বিদ্যালয়ের দিবস ১০ মিনিটের ৮ - ১২ টি ব্যায়ামের দ্বারা শুরু হয়। আবহাওয়া অনুযায়ী এই ব্যায়ামগুলি বিদ্যালয়ের অঙ্গনে, প্রেক্ষাগৃহে, বারান্দায় করানো হয়। এই ব্যায়ামগুলি অন্যান্য কার্য্যের মধ্যবর্তী সময়ে ক্লান্তি কাটিয়ে সতেজ থাকার জন্যও করানো হয়। শিক্ষার্থীদের অবসর সময় ক্রীড়া সরঞ্জাম সহ বিভিন্ন খেলাধূলার মধ্যে ব্যয়িত হয়। শিক্ষার্থীরা এই কার্য্যক্রমে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করে।

প্রতিযোগিতা

শারীরশিক্ষা কার্য্যক্রমে শিক্ষকদের পাঠ্যক্রম এবং শ্রেণী পরিচালনা সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়। শিক্ষকদের শিশুদের নিয়ে গঠিত দলের (Body) উপর

CamScanner

বিশেষভাবে নজর দিতে বলা হয়। শিক্ষার্থীদের দেখানো হয় কিভাবে আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হয় এবং কিভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা করতে হয়।

চতুর্থ গ্রেড থেকে শারীরশিক্ষায় শিক্ষার্থীদের GTO এবং বাছাই প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়। এটি শারীরশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য না হলেও GTO-র প্রস্তুতি শারীরশিক্ষার কার্য্যক্রমের বৃহৎ অংশ জুড়ে থাকে, শিক্ষকরা কিছু শিক্ষার্থীকে GTO ব্যাজ প্রাপক হিসাবে প্রস্তুত করেন। Athletics প্রতিযোগিতা শারীরশিক্ষা কার্য্যক্রমের একটি প্রয়োজনীয় অংশ। এটি শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা মানের উন্নয়ন ঘটায়। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই ক্রীড়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কমরেডসিপ, যৌথ ব্যবস্থা, দল, শ্রেণী, বিদ্যালয় একতা সংক্রান্ত মনন বিকশিত হয়।

প্রতিযোগিতাগুলি বিভিন্ন স্তরে হয়। শিক্ষর্থীরা ৪টি দলে বিভক্ত হয়ে যায় (১১-১২, ১৩-১৪, ১৫-১৬ ও ১৭-১৮) আন্ত-বিদ্যালয় প্রতিযোগিতার জন্য। সাধারণত শিক্ষার্থীরা ১৪টি ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে, যেমন- বাস্কেটবল, ভলিবল, ওয়াটার পোলো, সাইক্লিং, সাঁতার, দৌড়, জিমন্যাস্টিক ইত্যাদি। এই ক্রীড়াগুলো বয়স ভিত্তিক হয়, যেমন- ১৩-১৪ বছরের শিক্ষার্থীরা ৪০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে কিন্তু ৮০০ মিটারে অংশ নিতে পারে না। দৈহিক-সাংস্কৃতিক গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি এর রূপরেখা রচনা করে। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ডাক্তারের অনুমতি নিতে হয়। শিক্ষার্থীদের যাতে কোন ক্ষতি না হয় বা আঘাত না লাগে তাই প্রতিযোগিতার স্থান এবং ক্রীড়া সরঞ্জাম ভাল করে পরিদর্শন করা হয়। বিশেষ করে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতাগুলি অত্যন্ত উচ্চ মানের হয়। প্রতিভাশালী ক্রীড়াবিদরা এই প্রতিযোগিতাগুলির মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়।

সাধারণ বিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তরের প্রতিযোগিতাকে USSR-র সংবাদ মাধ্যম 'ক্রীড়ার ছুটির দিন এবং বন্ধুত্বের উৎসব' বলে অভিহিত করে। USSR-এর বিদ্যালয়ের চূড়ান্ত বাছাই পর্ব শহর, জেলা, অঞ্চল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে হয়। এখানে হাজার হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতা চলাকালীন বহু শিক্ষার্থী GTO ব্যাজ পায়এবং স্পোর্টস রেটিং-এ যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়।

ক্রীড়ার জন্য বিশেষ বিদ্যালয়

যে সব শিক্ষার্থীরা অভিপ্রেত প্রতিভার প্রদর্শন করতে পারে তাদের বিশেষ ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়। এগুলি আবাসিক ক্রীড়া বিদ্যালয় যেখানে

CamScanner

শিক্ষার্থীরা সাধারণ শিক্ষা অর্জন করে এবং একটি বিশেষ ক্রীড়ায় নিপুন ও দক্ষ প্রশিক্ষকের নেতৃত্বে নিজেকে নিখুঁত উৎকর্ষতায় গড়ে তোলে। এই আবাসিক বিদ্যালয়গুলিতে যেতে হলে অল ইউনিয়ন স্পোর্টস ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী তরুণ ক্রীড়াবিদকে প্রথম জুনিয়র রেটিং অর্জন করতে হবে। এখানে ভর্তির জন্য আবেদনকারীদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বাছাই করা হয়। শিক্ষার্থীদের থাকা, খাওয়া, প্রশিক্ষণের পারিশ্রমিক, প্রতিযোগিতায় যাওয়ার খরচ সবই রাষ্ট্র বহন করে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সপ্তাহে ছয় দিন বিদ্যালয়ে শিক্ষা অর্জন ও ক্রীড়া অনুশীলন করতে পারে।

উচ্চস্তরের ক্রীড়ার সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিশুক্রীড়া বিদ্যালয় অন্যতম। এই বিদ্যালয়গুলিতে দুপুরে বা বিকেলে যেতে হয়। আঞ্চলিক ক্রীড়া পরিষদ এবং ক্রীড়া সমিতি বিনামূল্যে এগুলি পরিচালনা করে। শিক্ষার্থীরা পেশাদার শিক্ষিত প্রশিক্ষকদের দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়। ১৯৭৪ সালে USSR-এ ৪,৬০০ টিরও বেশি এই ধরনের শিশুক্রীড়া বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল, সেখানে ৯-১৪ বছরের প্রায় দেড় লক্ষের বেশি শিক্ষার্থী অংশ নেয়। আবাসিক এবং শিশুক্রীড়া বিদ্যালয়গুলি শিশুদের বিভিন্ন ক্রীড়ার উৎকর্ষতায় পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনায় গঠিত হয়েছিল।

উপসংহার

মার্ক্স ও এঙ্গেলসের মতে শারীরিক কার্য্যের আদর্শগত উদ্দেশ্য হল নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তির বিকাশ ঘটানো। সোভিয়েতের নেতৃত্বস্থানীয় শিক্ষাবিদ ক্রুপস্কায়া এবং মাকারেঙ্কো এই দৈহিক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করেছিলেন। সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রাথমিক অবস্থায় ক্রীড়া আন্দোলনে সার্বজনীন অংশগ্রহণের দিকটিতে জোড় দেওয়া হয়েছিল এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলিতে অংশগ্রহণ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। যদিও ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকের পরে এই চিত্র ভীষণভাবে বদলে যায়। এখানে USA এবং USSR-এর দলগত ও ব্যক্তিগত পদকের জন্য মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। যদিও সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন পাশ্চাত্য দেশ বিশেষ করে USA-এর সঙ্গে সুবিধাজনকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত না—কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান বা জীবনযাত্রার মানের দিক দিয়ে। USSR আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নিজেদের প্রাধান্যের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সৌকর্য প্রদর্শন করেছিল। সময়ের সাথে সোভিয়েত সরকার এই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাগুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে। ক্রীড়া বাজেট আনুপাতিক হারে বাড়তে থাকে, যা আন্তর্জাতিক স্তরে ক্রীড়ার উৎকর্ষতার

CamScanner

বিকাশের জন্য ব্যয়িত হয়।

রাশিয়ার অত্যন্ত বিকশিত ক্রীড়া ব্যবস্থাই আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ক্ষেত্রে সোভিয়েতের সাফল্যের প্রধান কারণ। এই ব্যবস্থা সমগ্র সোভিয়েত জনগণকে আলিঙ্গন করেছিল। এর শুরু হত বিদ্যালয় স্তর থেকে সর্বস্তরে—সামরিক, কারখানা এবং ক্লাবগুলিকে অল ইউনিয়ন স্পোর্টস ক্লাসিফিকেশন এবং GTO-র জন্য ব্যবহার করা হত। ক্রীড়া আন্দোলনের এই উপাদানগুলি ক্রীড়ায় সার্বজনীন অংশগ্রহণ এবং উচ্চস্তরের কৃতিত্ব অর্জনকে উদ্দীপিত করে।

প্রবন্ধটি "ম্যাকগিল জার্নাল অফ এডুকেশন, Voll-XVll, No.-1, Winter 1982"থেকে সংগৃহিত। অনুবাদ- অদিতি চট্টোপাধ্যায় ও কোয়েল ঘোষ।

CamScanner

সৃষ্টি হচ্ছে নতুন রাশিয়া

জন ডিউই

...বিপ্লব কি গভীর কর্মোদ্যোগ ও শক্তিই না সৃষ্টি করেছে। নতুন পরিকল্পিত সৃজনশীলতাই এই শক্তির উৎস।

...যা দেখছি তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। এ আমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছে। প্রায়শই আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়—সত্যিই কি রাশিয়ায় কোন সৃজনশীল উদ্যোগ চলছে? এইসব প্রশ্ন শুনে মনে হয় তাদের এখনও বলশেভিকদের ধ্বংসাত্মক চরিত্র সম্পর্কে প্রচার দাগ কেটে আছে। তাই সৃজনশীল উদ্যোগ সম্পর্কে বলার আগে বলা দরকার বড় বড় শহরগুলোতে বলশেভিকরা কী বিপুল পরিমাণ সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তার কথা। এর ফলে বলশেভিকদের ধ্বংসাত্মক চরিত্রের বদলে তাদের সৃষ্টিশীল চরিত্রের কথাই আমরা বুঝতে পারবো।

সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ওদের আগ্রহের প্রমাণ হলো নগরে নগরে বিশাল বিশাল মিউজিয়াম গড়ে উঠেছে। যেখানে ধ্বংসের কাজই প্রধান সেখানে ঐতিহাসিক ও শিল্পসামগ্রী রক্ষার জন্য এই বিপুল উদ্যোগ তৈরি হতে পারে না। মস্কোতেই এখন শুধু একশ'র বেশি মিউজিয়াম। বিভিন্ন রাজ্যে বর্তমান শাসনে মিউজিয়ামের সংখ্যা বেড়েছে পাঁচগুণ।...

এই সংরক্ষনের মধ্যে রয়েছে রয়েছে মন্দির ও পুরনো গীর্জা এবং তাদের শিল্প সামগ্রী। বলশেভিকরা ধর্মবিরোধী এবং নাস্তিক—একথা সত্য। কিন্তু যে সমস্ত চার্চের শিল্পমূল্য আছে তা অত্যন্ত যত্নের সাথে সংরক্ষণ করা হয়েছে। একথা সত্য অনেকগুলোই মিউজিয়ামে পরিণত করা হয়েছে—কিন্তু সেখানেও ধার্মিকদের ধর্মাচরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।...

এ সব দেখে শুনে সামগ্রিকভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা কী ধারণা করতে পারি? যা আমার মনে আসে, মুক্ত কণ্ঠে আমি বলতে চাই, তা হল এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল সবচেয়ে মহত্তম ও আকর্ষণীয়।... এই বৌদ্ধিক আন্দোলনকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষাপ্রদ হিসাবে মনে করার কারণ হল, সোভিয়েত নেতাদের কেন্দ্রীয় সমস্যা হল নতুন মানসিকতা, নতুন 'আদর্শবাদ' তৈরি করা। সন্দেহ নেই এই মতবাদে 'অর্থনৈতিক নির্দ্ধারণবাদের' উপর অনাবশ্যক জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একথা সত্য নয় যে মার্কসবাদী অর্থনৈতিক বস্তুবাদ আদর্শ ও বিশ্বাসের কার্যকারিতাকে অস্বীকার করে। বরং এই

CamScanner

মতবাদ বিশ্বাস করে, আদর্শ অর্থনীতি থেকে উদ্ভূত হলেও এ বিপরীতক্রমে অর্থনীতির উপরও ক্রিয়া করে। তাই কম্যুনিস্টরা মনে করে যৌথ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা পুঁজিবাদকে প্রতিস্থাপিত করাই যথেষ্টে নয়। এর সাথে দরকার বুর্জোয়া সমাজ থেকে পাওয়া ব্যক্তিবাদী মনকে যৌথ মানসিকতা দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা। এই ব্যক্তিবাদী মনই অধিকাংশ কৃষক, বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসায়ীকে আচ্ছন্ন করে আছে।... তাই ওদের সাফল্য নির্ভর করছে এই নতুন মানসিকতা গড়ে তোলার উপর, এই নতুন মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার উপর।...

যখন আমি শিক্ষার কথা বলছি, তখন বিদ্যালয় ব্যবস্থার কথা শুধু আমি বলছি না। বলছি তার চেয়ে বেশি কিছুর কথা। বর্তমান দিনে রাশিয়ার উত্তরণকালীন কর্মকান্ডের প্রধান বিষয় হল শিক্ষাসংক্রান্ত। 'পুরনো মানসিকতা ও চিন্তা দিয়ে কিছু হবে না। নতুন মানসিকতা সম্পন্ন নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করতে হবে।'... বর্তমান সময়ে রাশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপও মূলত শিক্ষাপ্রদ। শুধুমাত্র বহিরঙ্গের পরিবর্তনের জন্যই এই জমানা কাজ করছে না। এই জমানা কাজ করছে মানুষের অন্তর্লোকের পরিবর্তনের জন্য, মানুষের অন্তর্লোক যাতে পরিবর্তিত হয় সেই পরিবেশ সৃষ্টির জন্য। জনগণকে শুধু কম্যুনিস্ট পুস্তক পুস্তিকায় যা লেখা আছে তা শিখলেই চলবে না। তাদের জানতে হবে, মানুষের জীবনকে মুক্ত করার জন্য কী করা হচ্ছে। তাদের নিরাপত্তা, আনন্দ, নতুন ধরনের জীবন—ইত্যাদির জন্য কী করা হচ্ছে।

... যা আমি দেখেছি তাতে আমি নিশ্চিত হয়েছি, যৌথ মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য অভূতপূর্ব কাজ করা হচ্ছে। এই যেথৈ মানসিকতাকে আমি নতুন ধরনের নৈতিকতা বলতে চাই।...

আমি পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করি, এই নতুন ও বিপ্লবী কার্যক্রম তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী নতুন সমাজ গড়ে তুলবে। এই সভ্যতা পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক সভ্যতার মতো হবে না—কারণ পশ্চিমী সভ্যতা ব্যক্তিপুঁজি ও ব্যক্তির লাভের উপর প্রতিষ্ঠিত।...

রাশিয়া গিয়ে আমি যা অনুভব করেছি তা হলঃ

রাশিয়ায় যা ঘটছে তাকে শুধু অর্থনৈতিক ভাষায় বোঝা যাবে না। বোঝা যাবে, যে বিশাল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সে চলেছে তা দিয়ে। আর এই পরিবর্তন বল ভাবগত, মানুষের মানসিক জগতে। এটাই আমার মনে গভীরভাবে ছাপ ফেলেছে, আমি তা বলে যেতে চাই।

(লেখক প্রখ্যাত মার্কিন শিক্ষাবিজ্ঞানী। ১৯২৮ সালে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই লেখা তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'ইমপ্রেশানস অফ সোভিয়েত রাশিয়া'। আলোচ্য অংশটুকু সেই গ্রন্থ থেকেই নেওয়া। প্রমিথিউসের পথে পত্রিকার সৌজন্যে)

মানবকল্যাণে সোভিয়েতের দান

(দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার উপর হিটলারী নাৎসী বাহিনীর আক্রমণের পর বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিক-বিজ্ঞানী-বুদ্ধিজীবীরা জনগণের উদ্দেশ্যে এক আবেদন পত্র প্রচার করেন। নীচে তা দেওয়া হল— সম্পাদক)

সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নাৎসি আক্রমণ পৃথিবীর ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। বিশাল রণক্ষেত্র জুড়িয়া আজ যন্ত্র ও মানুষের তাণ্ডব চলিতেছে; ব্যাপকতায় এ যুদ্ধ অভূতপূর্ব। এই সংকটকালে আমরা মনে করি, নৈতিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপুল কীর্তির প্রতি সর্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করা একান্ত কর্তব্য। আমরা কেহ কেহ সোভিয়েত শাসনের কোন কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া থাকি; কেহ কেহ মার্কসবাদ সমর্থনও করি না। কিন্তু জার আমলের কুশাসনের যে কুৎসিত উত্তরাধিকার সোভিয়েত ইউনিয়নকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, এবং তারপর সদ্যোজাত সোভিয়েতের বিরুদ্ধে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রাষ্ট্র যে মারাত্মক আক্রমণ চালিয়েছিল তাহা যখন স্মরণ করা যায়, তখন সোভিয়েতের বর্তমান কীর্তিকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। রবীন্দ্রনাথ উহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। আধুনিক জগতের দুইজন প্রধান সমাজতত্ত্ববিদ—সিডনি ও বীটরিস ওয়েব, তাঁদের "সোভিয়েত কমিউনিজম- এক নূতন সভ্যতা" (Soviet Communism,- A New Civilisation) নামক পুস্তক প্রকাশ করার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্বন্ধে প্রচুর নির্ভরযোগ্য তথ্য সকলের গোচরে আসিয়াছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমস্ত কারখানা, খনি, রেলওয়ে, জাহাজ, জমি ও ব্যবসা-বাণিজ্য জনসাধারণের সম্পত্তি। দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন সকলের মঙ্গলের জন্য পরিকল্পিত—কয়েকজন মানুষের মুনাফার জন্য নয়। যাহারা সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সমর্থক নয়, সোভিয়েত পরিকল্পনা যাহাদিগকেও অনুরক্ত করে। সেখানে শিক্ষার সমান সুযোগ সার্বজনীন; প্রত্যেককে সতেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত স্কুলে পড়িতে হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সরকারি ব্যয়ে অধ্যয়ন করেন। সকলের জন্য কাজের ব্যবস্থা আছে; সোভিয়েত ইউনিয়নে কেহ বেকার নাই। অন্য সমস্ত স্থানে বারবার যে অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিয়া থাকে,

CamScanner

সেখানে তারা লুপ্ত হইয়াছে। সর্বাধিক খাটুনির সময় দিনে আট ঘন্টা; গড়ে তাহা দিনে সাত ঘন্টার কম। সকলের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। শ্রমিকরা পীড়িত অবস্থায় পুরা মজুরী পায়; এতদ্ব্যতীত তাহারা প্রতি বৎসর বেতনসহ ছুটি পায়। সোভিয়েত ইউনিয়নে নারী ও শিশুর যে রূপ যত্ন লওয়া হয় জগতের আর কোথাও সেরূপ লওয়া হয় না। নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষকগণই এইসব কথা স্বীকার করিয়াছেন। সোভিয়েত পরিকল্পনাগুলি যে কার্য সাধনে প্রয়াসী, কোনও প্রাচীন বা আধুনিক রাষ্ট্র এ পর্যন্ত সে কাজে হাত দেয় নাই; এই পরিকল্পনা গুলি ব্যপকতায় যেমন বিরাট, তেমনই বাস্তব প্রয়োগোপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত।

সিডনি ও বীটরীস ওয়েব বলিয়াছেন, "আমাদের মনে হয়, এমন দেশ নাই যেখানে সমভাবে থিয়োরী ও টেকনিকের ক্ষেত্রে সরকারি অর্থ ব্যয় এতবেশি ও এত বিচিত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলিতেছে। মুনাফালোভী প্রবৃত্তির ফলে বিজ্ঞান যেভাবে ব্যর্থ হইতেছে, সে সম্বন্ধে, ব্রিটিশ ও আমেরিকান বৈজ্ঞানিকেরা এখন অনুযোগ করিতেছেন। একথা অন্ততঃ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এখানে (সোভিয়েত দেশে) সে ব্যর্থতার সুযোগ একরকম নাই।"

জার গভর্ণমেন্ট অন্যান্য প্রধান রাষ্ট্রের সহযোগে এশিয়ার দেশসমূহে যে সকল অন্যায় সুবিধা ভোগ করিত, বিপ্লবের পর সোভিয়েত সে সব সুবিধা এক কথায় ছাড়িয়া দেয়,—আমরা ভারতবাসীরা ইহা ইহা ভুলিতে পারি না।বহু জাতিকে ও কোটি কোটি লোককে জার শাসন ইচ্ছাপূর্বক 'অনুন্নত' করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু সোভিয়েতের জাতিগত ও ভাষাগত স্বাধীনতা প্রত্যেকের উৎকৃষ্ট সংস্কৃতিকে বিকশিত করিয়াছে। যেখানে একদিন কুসংস্কার ও ধর্মতান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার রাজত্ব ছিল, সেখানে আজ এক নূতন মানস-জীবনের সঞ্চর হইয়াছে। কারণ, সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৮৫ টি জাতি ও ১৪৭ টি ভাষার মধ্যের কোনও একটা বিশেষ জাতি বা ভাষার কৃত্রিম প্রাধান্য নাই। মুসলমান রাষ্ট্রের মধ্যে নারীমুক্তির প্রথম আইন প্রবর্তিত হয় সোভিয়েত 'আজের বাইজানে', কামালের তুরস্কে নয়। বুখারা রাজ্যের সহিত আধুনিক সোভিয়েত 'উজবেকিস্থানের' পার্থক্য ছিল বিপুল। বুখারায় ছিল আট হাজার ওঝা ও আমীর, তাহার হারেম ও তাহার দরবারের জন্য মাত্র একজন ডাক্তার। ওয়েব দম্পতি লিখিয়াছেন, "সোভিয়েত ইউনিয়ন অনগ্রসর জাতিগুলিকে শুধু যে সমান অধিকার দিয়াছে তাহা নহে। পরন্তু তাহাদের অনুন্নত অবস্থার জন্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী দারিদ্র্য, অত্যাচার ও দাসত্ব দায়ী ইহা স্বীকার করিয়া তাহাদের শিক্ষা ও সামাজিক উন্নতি, শ্রম শিল্পের উন্নতি ও কৃষি সংস্কার বাবদ উন্নত জাতিগুলি অপেক্ষা মাথা পিছু

ব্যয় সরকারি তহবিল হইতে বরাদ্দ করিয়াছে।"

সোভিয়েত ইউনিয়নে পুস্তক প্রকাশের সংখ্যাও বিপুল। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা একত্রে ইল্যাণ্ড, জার্মানি ও জাপান অপেক্ষা বেশি ছিল। নাৎসি নির্বাসিত আইনষ্টাইনের পুস্তক সম্ভবতঃ অন্য যে কোনও দেশ অপেক্ষা সোভিয়েত ইউনিয়নে বেশি বিক্রয় হয়; ১৯২৭ ও ১৯৩৬ সালের মধ্যে তাঁহার গ্রন্থ ৫৫,০০০ খণ্ড সেখানে বিক্রয় হয়। শেকস্‌পীয়ারের ৩৭৫ তম জন্মবর্ষিকী তাহার স্বদেশে অলক্ষিত থাকলেও, সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বত্র শ্রমিক ও কৃষকগণ তাঁহার জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত করে। ১৯৩৯ সালের বসন্তকালে মস্কোতে প্রায় দুই লক্ষ লোক 'কিং লীয়ার' অভিনয় দেখে। ক্ষুদ্র আর্ম্মেনিয়া রাষ্ট্রে গত পাঁচ বৎসরের শেকস্‌পীয়ারের গ্রন্থ ৩২,০০০ খন্ড বিক্রয় হয়।

আমরা যে অর্থে বুঝি সে অর্থে সোভিয়েতের জনসাধারণের মধ্যে কোনও সংস্কৃতিবান শ্রেণি নাই; এবং তাহারা ইহা চাহেও না। তাঁহারা চাহে সমগ্র জাতিকে সংস্কৃতিবান করতে। তাহারা সকলকে অবকাশ, নির্বিঘ্নতা ও সুযোগ দিতে চায়।

কুড়ি বৎসরের প্রবল বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসাধারণ এক নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে। সেই সভ্যতা যখন বিপদাপন্ন, তখন আমরা বহু যুগব্যাপী অন্নাভাবে জীর্ন, হীনতায় নিমজ্জিত ভারতবাসীরা নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারি না। আমরা অসহায় ও পরাধীন; তথাপি সোভিয়েতে অন্ততঃ আমাদের শুভকামনা আমরা প্রেরণ করিতে পারি। সোভিয়েত ইউনিয়ন সেদিন তাহার বিরুদ্ধে শক্তিপুঞ্জকে পরাভূত করিয়া আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠ করিবে, সেই দিনের জন্য আমরা অপেক্ষা করিয়া থাকিব।

সাক্ষর

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, যামিনী রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, হিরণকুমার সান্ন্যাল, নীরেন্দ্র রায়, গোপাল হালদার, আবু সৈয়দ আয়ুব, আব্দুল কাদের, সমর সেন, বিনয় ঘোষ, অজিত চক্রবর্তী, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য প্রমুখ।

CamScanner